চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 47 Monday, 16 January, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ✱ ১ মাঘ, ১৪২৯, সোমবার, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

উত্তরপূর্বের সংগঠনে জোর

চলতি মাসেই ত্রিপুরায় যাবেন মমতা-অভিষেক

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আজ ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর। তৃণমূল সূত্রের খবর, চলতি মাসের ১৬ তারিখ অর্থাৎ আজ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে সাগরদিঘিতে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। এরপর সেখান থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান যেতে পারেন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে। ১৮ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার থেকে তিনি মেঘালয়ে রওনা দেবেন বলে সূত্রের খবর। পড়শি রাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার শহর তুরাতে জনসভায় যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে আবার ১৯ তারিখে আলিপুরদুয়ারে ফেরার কথা তাঁর। আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত ফলাফল করে তৃতীয়বার এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বাইরে সংগঠন বিস্তারে বাড়তি নজর দিতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষত তাদের নজরে উত্তরপূর্বের ছোট রাজ্যগুলি। ত্রিপুরায় আগেই লড়াই শুরু করে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, যার মূল সেনাপতি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিয়ম করে ত্রিপুরা গিয়ে সংগঠনের কাজ গুছিয়ে আসেন, দেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। এবার ত্রিপুরায় বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর যাতায়াত বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য। সেই লক্ষ্যে চলতি মাসের শেষ দিকে ত্রিপুরা যেতে পারেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গী হবেন অভিষেক। এমনই খবর জানতে পারা গিয়েছে। তবে তাঁদের ত্রিপুরা সফরের সূচি নিয়ে দলের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই ত্রিপুরা, মেঘালয়সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে। আর তারপর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরা যাবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত ভোটের প্রচার পর্ব শুরু হবে সেখান থেকেই। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সপ্তাহে ত্রিপুরা যাওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিও প্রচারের জন্যই যেতে পারেন। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নির্বাচনকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূল। ১৮ তারিখ মেঘালয়ের তুরা কেন্দ্রে একটি জনসভা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার পোঙ্গল, মাঘ বিহু এবং মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি টুইট করে মাঘ বিহুর শুভেচ্ছা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, এই উৎসব প্রকৃতির সাথে আমাদের বন্ধনকে আরও গভীর করবে এবং আনন্দ বয়ে আনবে। তিনি লিখেছেন, সকলকে, বিশেষ করে সারা বিশ্বের তামিলদের শুভ পোঙ্গল। এই উৎসব আমাদের জীবনে বয়ে আনুক সুখ ও সুস্বাস্থ্য। প্রধানমন্ত্রী মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। মকর সংক্রান্তি সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা একটি উৎসব। মাঘ বিহু ফসল কাটার সাথে জড়িত একটি উৎসব। পোঙ্গল চার দিনের ফসল কাটার উৎসব। এটি সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়।

চূড়ান্ত খাদ্যসংকট পাকিস্তানে!

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ খাবারের জন্য হাহাকার পাকিস্তান জুড়ে। এক বস্তা আটা পেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লরির পিছনে দৌড়াচ্ছেন পাক নাগরিকরা। কেউ বাইকে চেপে, কেউ বা হেঁটেই ধাওয়া করছেন লরি। কেউ কেউ আবার লরির পিছনে উঠে আটা ভরতি বস্তা জোর করে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। সদ্যই এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ন্যাশনাল ইকুয়ালিটি পার্টি জম্মু কাশ্মীর গিলগিট বালটিস্তান অ্যান্ড লাদাখ দলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাজ্জাদ রাজা ভিডিওটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। টুইটারে লেখেন, এটা কোনও মোটর সাইকেল যাত্রা নয়। একবস্তা আটা পাওয়ার আশায় পাকিস্তানের মানুষজন আটা ভরতি লরির পিছনে ধাওয়া করছে। সঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, পাকিস্তানে আমাদের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি। পাকিস্তানে যা ঘটছে এটা তার সামান্য ঝলক মাত্র। কাশ্মীরের মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, জম্মু কাশ্মীরের মানুষ ভাগ্যবান। তাঁরা এখনও নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারেন। সাজ্জাদ রাজার পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আটা ভরতি লরির পিছনে বাইকে চেপে যাচ্ছে বহু মানুষ। অনেকে হেঁটে এসেছেন। আশা একটাই, একবস্তা আটা কেনা। এক ব্যক্তিকে এগিয়ে গিয়ে টাকার বিনিময়ে আটা চাইতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু মেলেনি। উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে পাকিস্তানে। বেহাল দশা আমজনতার। রান্নার গ্যাস, ভোজ্য তেল অমিল ইসলামাবাদে। এবার আটার জন্য হাহাকারও চোখে পড়ল সে দেশে। ১৫ কেজির আটার বস্তার দাম ১৫০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫০ টাকা।

ভারতের উপর আর জোর খাটানো যাবে না, চিনকে কড়া বার্তা বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ ভারতের উপর কোনও জোর খাটাতে পারবেন না চিন। এই মর্মে সরাসরি তাদের জানিয়ে দিলেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী। উল্লেখ্য, একদিকে কাশ্মীরেজুড়ে পাক জঙ্গিদের উপদ্রব, অন্যদিকে লাদাখ এবং অরুণাচল সীমান্তে চিনা সেনার আগ্রাসন। ত্রিফলা চাপের মুখে পড়েও মাথা নত করতে রাজি নয় ভারত। আর আগামীদিনেও কোনও চাপের কাছে আমরা মাথা নোয়াব না। একযোগে চিন এবং পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, গোটা বিশ্বে যে হারে ভারতের গৌরব এবং গুরুত্ব বেড়ে চলেছে, তাতে আগামী দিনে ভারতের উপর আর কেউ জোর খাটাতে সাহস পাবে না। তামিলনাড়ুর এক অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন, লাদাখের মতো গত বছরের শেষের দিকে অরুণাচল সীমান্তেও আগ্রাসন শুরু করেছে চিন। অরুণাচলে হাজার হাজার চিনা সেনা ভারতের জমি দখল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর দাবি, দৃঢ়তার সঙ্গে ভারত চিনের এই হামলার জবাব দিচ্ছে। জয়শংকরের কথায়,ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের আর কোনওরকম চাপে ফেলা যাবে না। চিনকে হুঁশিয়ারির সুরে বিদেশমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য যা যা করার সব করবে ভারত। তিনি জানিয়েছেন, করোনার ধাক্কা উপেক্ষা করেও চিনের সব হামলা প্রতিহত করে কড়া জবাব দিচ্ছে ভারত। চিন সীমান্তে হাজার হাজার ভারতীয় সেনা মোতায়েন রয়েছে। চিনের পাশাপাশি পুরনো শত্রু পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। উরি এবং বালাকোট প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার জবাবে বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক করে ভারত গোটা বিশ্বকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে। একই সঙ্গে বিদেশমন্ত্রীর আক্ষেপ, ১৯৪৭ সালে বিভাজন না হলে আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ হত ভারত। চিন নয়। জয়শংকরের দাবি, এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারত আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে গোটা বিশ্ব বুঝতে পারছে, চাপ দিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। করোনাকালে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রযুক্তির ব্যবহার করে দেশজুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচি সফল করেছেন, সেটারও ভূয়সী প্রশংসা করেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, করোনার সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীরা টিকাকরণের সমস্যার কথা তাঁর কাছে বলেছেন। কিন্তু ভারত সেই সমস্যায় পড়েনি। ভারত এই বাবেই এগিয়ে চলবে, কেউ থামাতে পারবে না।

নেপালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ৭২ জন যাত্রী নিয়ে রানওয়েতে ভেঙে পড়ল বিমান

কাঠমান্ডু, ১৫ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা নেপালে। ৭২ জন যাত্রীকে নিয়ে ভেঙে পড়ল বিমান। রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের আগে দুর্ঘটনা ঘটে। ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। আপাতত বিমানবন্দর বন্ধ করে চলছে উদ্ধারকাজ। ইতিমধ্যে ১৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বিমানের কর্মীসহ যাত্রীদের জীবিত থাকার আশা খুবই ক্ষীণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রবিবার সকালে কাঠমান্ডু থেকে পোখরা যাচ্ছিল ইয়েতি এয়ারলাইন্সের বিমানটি। সূত্রের খবর, পোখরা পুরনো ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝে পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমানে পাইলটসহ মোট চারজন কর্মী ছিলেন। যাত্রী ছিলে ৬৮ জন। বিমানে আগুন ধরে যাওয়ায় তাঁদের বেঁচে থাকা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থে

পৌঁছে গিয়েছে দমকল ও সেনাকর্মীরা। উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিমানের ভিতর থেকে যাত্রীদের বের করে আনার চেষ্টা চলছে। আপাতত পোখরা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬ জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। ইয়েতি বিমান সংস্থার মুখপাত্র সুদর্শন বারতৌলা জানিয়েছেন, ইয়েতি এয়ারলাইন্সের এয়ারক্রাফটে ৪ জন বিমানকর্মী ও ৬৮ জন যাত্রী ছিলেন। পোখরা পুরনো ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝে ভেঙে পড়ে বিমানটি। কী কারণে ঘটল দুর্ঘটনা, তা এখনও অজানা। বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার হলে দুর্ঘটনার আসল কারণ জানা যাবে বলে মনে করছে নেপালের বিমান সংস্থার আধিকারিকরা। বিমানে ছিলেন কমপক্ষে ১৫ জন বিদেশি যাত্রী। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ভারতীয়। এছাড়াও রুশ, কোরিয়ান, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডের যাত্রী ছিলেন। পাঁচ ভারতীয় জীবিত আছেন কিনা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, পাঁচ ভারতীয়র মৃত্যুর আশঙ্কা করে বিবৃতি দিয়েছে কেন্দ্রের আসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। এই বিষয়ে টুইট করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।দুর্ঘটনার পর কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিমান দুর্ঘনায় যাত্রীদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।

রবিবার পৌষ সংক্রান্তিতে শীত ছাড়াই গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে মেতে উঠলেন সকলে। নিজস্ব চিত্র।

ঘন কুয়াশা পৌষ সংক্রান্তিতে শীত ছাড়াই গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ৫৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে উষ্ণতম মকর সংক্রান্তি পেল বাংলা। ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি রাজ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি। প্রায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে শহরের তাপমাত্রা। যা কার্যত নজিরবিহীন। ফলে বছর ঠান্ডা ছাড়াই গঙ্গাসাগরে চলছে পুণ্যস্নান। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ কাটবে গরমেই। কিছুটা মনখারাপ পুণ্যার্থীদের। এদিকে তার মধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে রাজ্যে। ১৯৬৯ সালে ১৪ জানুয়ারি কলকাতা শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৬ ডিগ্রি। এই রেকর্ডও শনিবার ভেঙে গিয়েছে। এর আগে ২০০০ সালে ১৪ জানুয়ারি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৮ ডিগ্রি। এতদিন পর্যন্ত এটাই ছিল বিগত ৩০ বছরের উষ্ণতম জানুয়ারি। এদিকে, রবিবারও তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচ ডিগ্রি বেশি।

অন্যদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর শহরে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী বুধবার কলকাতা শহরে ঝেঁপে বৃষ্টি নামতে পারে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ধরেই ভোরে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নেমে যাবে। মকর স্নানের সময়ও রবিবার গঙ্গাসাগর সহ উপকূলে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম। রবিবার সকাল থেকে কুয়াশায় ঢাকল রাজ্য। এদিন কলকাতাতেও ভোর থেকে ঘন কুয়াশা ছিল। যার জেরে দৃশ্যমাতা কম। রাস্তায় যানবাহনের গতি কম ছিল। ট্রেন দেরিতে চলেছে। কুয়াশা থাকায় সেভাবে শীত অনুভূত হয়নি। আজ রবিবার মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে ব্যাপক ভিড়। ভোর থেকে ছুটির দিনে গঙ্গাসাগরগামী গাড়ি দেখা গিয়েছে রাস্তায়। এদিন গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীরা স্নান করার জন্য ভোর থেকে জড়ো হন।

গতকালই তাপমাত্রার পরদ চড়ে যায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল গতকাল ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মকরসংক্রান্তিতে যে তাপমাত্রা ছিল কয়েক দশকে সর্বোচ্চ। এত উষ্ণ পৌষ সংক্রান্তি দেখা যায়নি। অনেককে সোয়েটার, শীত পোশাক খুলে হাতে করে বাসে, গাড়িতে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এদিন পৌষ মাসের শেষ দিন। বাড়িতে বাড়িতে খিচুড়ি, পীঠে হয়। লক্ষ্মী মাসও বলেন অনেকে পৌষ মাসকে। সেজন্য আজ ঘরেঘরে একটি বিশেষ দিন। সকাল বেলাতে সব্জির হাটগুলিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর গ্রাম কলকাতা ও কলকাতা শহর লাগোয়া সব্জি বাজারে ভোর থেকেই ছোট গাড়িতে করে সব্জি বিক্রির জন্য নিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে।

নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ নেপালের পোখরায় বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দুর্ঘটনায় পাঁচ ভারতীয় এবং দুই ক্রু সদস্যসহ ৬৮ জন যাত্রী ছিলেন। একটি টুইট বার্তায় তিনি লিখেছেন, নেপালের পোখারায় বিমান দুর্ঘটনার কথা শুনে গভীরভাবে দুঃখিত। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি রইল আমার সমবেদনা। নেপাল দূতাবাস একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। দূতাবাসের হেল্পলাইন-কাঠমান্ডু, দিবাকর শর্মা-৯৭৭-৯৮৫১১০৭০২১, পোখরা- লেফটেন্যান্ট কর্নেল শশাঙ্ক ত্রিপাঠি-৯৭৭-৯৮৫৬০৩৭৬৯৯ যোগাযোগ করা যেতে পারে। দূতাবাস থেকে জানিয়েছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। নেপাল প্রশাসন সূত্রে পাওয়া খবর উদ্ধৃত করে কাঠমাণ্ডু পোস্ট জানিয়েছে, ৬৮জন যাত্রীর মধ্যে পাঁচজন ভারতীয়। রাশিয়ার চারজন। একজন আয়ারল্যান্ডের, দক্ষিণ কোরিয়ার দুই জন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশের তরফ থেকে নেপাল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রবিবারের দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪০টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হতযাত্রীদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার চেষ্টা চলছে। প্রধানমন্ত্রী পুষ্ক কুমার দাহাল এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।পরে মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক করবেন। অন্যদিকে, বিমানটি ভেঙে পড়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তবে এই ভিডিওটি সত্যিই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের শেষ ঝলক কিনা, তা নিশ্চিত নয়।রবিবারেই ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহাল। বিমান সংস্থার মুখপাত্র সুদর্শন বারতৌলা জানিয়েছেন, ''কেন বিমানটি ভেঙে পড়ল, জানি না।

মমতার পথেই কংগ্রেস

হিমাচলে 'হর ঘর লক্ষ্মী'র ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হাঁটতে শুরু করল কংগ্রেস। বাংলায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র অনুকরণে হিমাচলে 'হর ঘর লক্ষ্মী' প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা করল। মহিলাদের দেড় হাজার টাকা করে প্রতি মাসে অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী ইস্তাহারে। সেই প্রকল্প রূপায়নে কমিটি গঠন করল হিমাচল সরকার। রাহুল গান্ধী এদিন একটি টুইট করে জানিয়েছেন, ১ মাসের মধ্যেই প্রকল্পটি রূপায়িত করা হবে। এর আগে গত নভেম্বরেই রাহুল গান্ধী টুইট করেও আশ্বাস দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করবে কংগ্রেস। সেই সঙ্গে বিজেপিকে খোঁচা মেরে লিখেছিলেন, 'এটা বিজেপির মতো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়।' সেই কথাকেই সত্যি প্রমাণ করে রবিবার রাহুল জানিয়ে দেন, ৩০ দিনের মধ্যেই 'হর ঘর লক্ষ্মী' প্রকল্পটি কার্যকর করতে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাহুলের ঘোষণা 'কংগ্রেস মানেই ভরসা'। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীর স্বার্থে একাধিক প্রকল্প চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে ছিল 'কৃষকবন্ধু', 'স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কৃষকবন্ধু', 'স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে'র মতোই চলছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের কাজও। এই প্রকল্পে সাধারণ (জেনারেল) মহিলারা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা এবং এসসি, এসটি, ওবিসি মহিলারা প্রতি মাসে হাজার টাকা করে পান। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায় টাকা। এবার সেই পথে পা বাড়িয়ে দিল কংগ্রেসও। ৬৮ আসনের হিমাচল বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ৩৫। কংগ্রেস জিতেছে ৪০টি আসনে। অর্থাৎ কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। গত মাসেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুখবিন্দর সিং সুখু। এবার জনাদেশ পাওয়ার পর এবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পদক্ষেপ করল হাত শিবির। এবং সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যারে দেখানো পথেই। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলকে নকল করার কথা বলা হয়নি। কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি পূরণের বিষয় নিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কিছু না বললেও নিচু শ্রেনীর নেতারা কিন্তু রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করতে ছাড় দেয়নি। তাদের বক্তব্য বিষয়টা নিয়ে যতই এগিয়ে যাক কংগ্রেস বেশি দিন তা চালু রাখতে পারবে না। কেন পারবে না নিয়ে প্রশ্ন করলে তা বলতে চান নি তারা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জয়গান পাক সংবাদমাধ্যমের মুখেও

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নোদির প্রশংসা করল পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরানের মুখে বহুবার শোনা গিয়েছে সেই প্রশংসা। কিন্তু পাক

মোদির সুযোগ্য নেতৃত্ব

সংবাদমাধ্যমের মুখে মোদির স্তুতি, একটু অবাকই হচ্ছে ভারতীয়রা। এতদিন পর্যন্ত এটা অকল্পনীয়ই ছিল। কিন্তু এবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের অগ্রগতিকে কুর্নিশ না জানিয়ে আর পারল না সেদেশের শীর্ষস্থানীয় এক সংবাদমাধ্যম। 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' নামের এক নামী পাক দৈনিক ভূয়সী প্রশংসা করল। শাহজাদ চৌধুরী নামে সেদেশের এক নামী রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের প্রিয় গন্তব্য ভারত। আর সেজন্য দায়ী মোদির সুযোগ্য নেতৃত্ব। তাঁর মতে, ভারতের বিদেশ নীতি অত্যন্ত দক্ষ হাতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপির দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে নয়াদিল্লি। আর এই সাফল্যের আসল কারিগর যে নরেন্দ্র মোদি, সেকথাও জানিয়েছেন শাহজাদ। উল্লেখ্য, এর আগে বারবার মোদির প্রশস্তি শোনা গিয়েছে ইমরানের মুখে। পাকিস্তানি মুদ্রায় লিটার প্রতি

পেট্রল ও ডিজেলের মূল্য ৩০ টাকা বাড়ায় ভারতের প্রশস্তি গেয়ে শাহবাজ শরিফের সরকারকে 'অসংবেদনশীল সরকার' বলে তোপ দেগে মোদির প্রশংসা করেছিলেন তিনি। এছাড়াও অন্যান্য সময়ও একই ভাবে ভারত সরকার তথা মোদির প্রশাসনকে বিপুল প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শাহবাজ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তাঁকে এও বলতে দেখা গিয়েছে যে, পাকিস্তান মুসলিম লিগের নেতা শরিফ যেভাবে বিদেশে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন, তেমনটা কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী করেননি। এবার মোদির জয়গান পাক মিডিয়ার মুখেও শোনা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আর্থিক সংকটে জেরবার প্রতিবেশী দেশটি। মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি শোচনীয়। এই পরিস্থিতিতে তাদের সংবাদমাধ্যমের নজরে ভারতবর্ষ।

সেনা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার সেনা দিবসে উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, সৈন্যরা সর্বদা দুর্যোগের সময়ে ত্রাণকর্তা হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। মুর্মু টুইট করেছেন- 'সেনা দিবসে, ভারতীয় সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগের অগণিত গল্প মনে রাখবেন। তারা তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার সীমা অতিক্রম করেছে এবং দুর্যোগের সময়েও ত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করেছে। আমি এই উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমস্ত সাহসী সৈনিক এবং তাদের পরিবারকে স্যালুট জানাই।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় আটমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে চিন ও পাকিস্তানকে নিশানা করলেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ সেনা দিবসে বার্ষিক কুচকাওয়াজে সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডের নিশানায় পাকিস্তান ও চিন। পশ্চিম সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি উত্তর সীমান্তে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার আশ্বাস দেন।সেনাপ্রধান জেনারেল এম পান্ডে রবিবার ৭৫তম সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে স্যালুট নেওয়ার পর সেনাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ১৯৪৯ সালে সেনা দিবস উদযাপন শুরু হওয়ার পর এই প্রথম দিল্লির বাইরে বেঙ্গালুরুর এমইজি অ্যান্ড সেন্টারের প্যারেড গ্রাউন্ডে সেনা দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমবারের মতো বেঙ্গালুরুতে আর্মি ডে প্যারেড এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেনাপ্রধান আরও বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে। আমি নিশ্চিত এটি আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।তিনি বলেন, পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে, যা আন্ত ঃ সীমান্ত গুলিবর্ষণ কম করেছে। তা সত্ত্বেও, সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী অবকাঠামো এখনও রয়ে গেছে। আমাদের কাউন্টার ইনফিল্ট্রেশন গ্রিড ক্রমাগত সেখান থেকে অনুপ্রবেশকে বাধা দিচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর ও পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র ও মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কাউন্টার-ড্রোন জ্যামার ও অন্যান্য সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে।চিন সীমান্তে সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে বলেন, উত্তর সীমান্ত এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে এবং বিদ্যমান প্রোটোকল ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা এলএসি বরাবর একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বজায় রেখে যেকোনও মোকাবেলায় প্রস্তুত।

''স্বামী বিবেকানন্দের দ্বৈত বার্তা - প্রতিষ্ঠান ও উদ্ভাবন প্রত্যেক তরুণের জীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত''

নয়াদিল্লি,১৫জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের হুব্বালিতে সম্প্রতি ২৬তম যুব উৎসবের উদ্বোধন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস উপলক্ষে উদযাপিত ' যুব দিবস' তাঁর আদর্শ, শিক্ষা ও অবদানকে স্মরণ করায়। উসবের আলোচ্য বিষয় - ' যুব - বিকশিত ভারত'। এর মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিবিধ সংস্কৃতিকে একই মঞ্চে নিয়ে আসা যায় এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ' ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার।সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্ণাটকের হুব্বালি অঞ্চল প্রথা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য বিশেষ সমাদৃত। এখানকার অনেক বরেণ্য ব্যক্তি ' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, এই এলাকা পণ্ডিত কুমার গৌরব, বাসবরাজ রাজগুরু, মল্লিকার্জুন মনসুর, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল এবং ভারতরত্ন ভীমসেন যোশী-র মতো প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম দিয়েছে। তিনি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।২০২৩-এ জাতীয় যুব দিবসের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে যেমন উদ্দীপনাময় জাতীয় যুব উৎসব উদযাপিত হচ্ছে, অন্যদিকে রয়েছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত থেমো না - স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিকে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারতের তরুণদের এটাই হল জীবনের মন্ত্র। অমৃতকালে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা আমাদের উচিত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রকৃত অনুধাবন ও অনুসরণ করা। যুব সম্প্রদায় স্বামী বিবেকানন্দের কাজের মধ্য দিয়ে যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তার ওপর আলোকপাত করে শ্রী মোদী বলেন, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি আমার মাথা স্বামী বিবেকানন্দের পদতলে আনত করছি। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর স্বামীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কর্ণাটকের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নিগূঢ় সম্পর্কের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বামীজি বহুবার কর্ণাটকে এসেছেন এবং মহীশূরের মহারাজ তাঁর চিকাগো সফরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রী মোদী বলেন, স্বামীজির ভারত ভ্রমণ জাতীয় চেতনাকে সম্মিলিত করতে অগ্রবর্তী ভূমিকা নেয় এবং ' ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' - এই ভাবধারার তা এক জাগ্রত উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। চিত্তুর-এর মহারানি চিন্নাম্মা এবং সাঙ্গোলি রায়ানা ব্রিটিশ শৌর্যের দম্ভকে কার্যত পর্যদস্ত করেছিল এবং নারায়ণ মহাদেব দোনির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাবালক অবস্থাতেই ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ল্যান্স নায়েক হনুমানথাপ্পা কোপ্পাড়ের সিয়াচেনের -৫৫ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও বেঁচে থাকার উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। কর্ণাটক এরকম অজস্র বরেণ্য নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে যাঁরা দেশের স্বার্থকে তাঁদের জীবনের সর্বাগ্রে জায়গা দিয়েছেন। যুবশক্তির বহুধা বিস্তৃত প্রতিভার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের এই যুবশক্তি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। পরিবর্তিত সময়ের আলোকে জাতীয় লক্ষ্যও পরিবর্তিত হচ্ছে - একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দী ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ ভারতের জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে যুব সম্প্রদায়। ভারতের যাত্রাপথে যুবশক্তিই হল আমাদের চালিকাশক্তি। দেশ গঠনের কাজে আগামী ২৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুবশক্তির স্বপ্ন এবং সদিচ্ছা ভারতের যাত্রাপথের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে এবং যুবশক্তির উদ্যমই ভারতের পথকে নির্ণয় করবে। যুবশক্তির প্রতিভা অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা এবং প্রচেষ্টাও নবীন হতে হবে। এই নবীন হয়ে ওঠাটাই বাস্তবসম্মত কারণ, এই অমৃত প্রজন্মের আত্মনিয়োগের জন্যই আজ বিশ্ব আমাদের দিকে সমাধানসূত্রের জন্য তাকিয়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ এবং আমাদের লক্ষ্য হল তাকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত করা। কৃষি, ক্রী।।ক্ষেত্র সহ সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নত সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিপ্লব সাধিত হচ্ছে যুবশক্তির কর্মনিষ্ঠার কারণেই। অর্থনীতি, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রে শক্ত ভিত্তির উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, রানওয়ে প্রস্তুত। এখন শুধু আপনাদের ডানা মেলার প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে যুব সম্প্রদায়ের সামনে অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এই সম্ভাবনা আপনাদের জন্যই এবং আপনারাই এই আশাবাদের কারণ। বিশ্বজুড়ে এটাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে এই শতাব্দী হল ভারতের শতাব্দী। এই শতাব্দী আপনাদের শতাব্দী, এই শতাব্দী ভারতের যুবশক্তির শতাব্দী। এটা এক ঐতিহাসিক ক্ষণ যেখানে আশাবাদ এবং সম্ভাবনা একত্রে সংযোজিত হয়েছে।জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত রাখতে নারীশক্তির ভূমিকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সশস্ত্র বাহিনী, মহাকাশ প্রযুক্তি, মহাকাশ এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলারা উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছেন।একবিংশ শতাব্দীকে ভারতের শতাব্দী হিসেবে গা‌ে তোলার পথে ভবিষ্যদর্শী চিন্তা এবং অগ্রবর্তী পদক্ষেপের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, যুবশক্তির চাহিদাকে সম্পূর্ণতা দিতে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নত দেশগুলির থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধান পেশা হিসেবে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি এখনও নেই, আগামীদিনে সেগুলিই হয়তো প্রধান হয়ে দেখা দেবে। ফলে, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমাদের যুবশক্তিকে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। নতুন শিক্ষানীতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নীতি বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষাক্ষেত্রের দূরদর্শিতা এতে উন্মোচিত হবে।স্বামী বিবেকানন্দের দ্বৈত বার্তা - প্রতিষ্ঠান এবং উদ্ভাবন আজ পরিবর্তিত বিশ্বে প্রত্যেক যুব জীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত। আমরা যখন আমাদের চিন্তাশক্তিকে মেলে ধরতে পারি ও সদিচ্ছার সঙ্গে কাজ করি, তখনই কোনও প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। ফলে, যুবশক্তিকে তিনি তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্যকে দলগত সাফল্যে পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানান। শ্রী মোদী বলেন যে এই দলগত ইচ্ছাশক্তিই ভারতকে ' ইন্ডিয়া'র পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ভাবনী চিন্তার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকটি কাজকে তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেগুলি হল - উপহাস, প্রতিবাদ এবং গ্রহণযোগ্যতা। তিনি ডিজিটাল পেমেন্ট, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, জন ধন যোজনা এবং স্বদেশে তৈরি কোভিড টিকার উল্লেখ করে বলেন, প্রথমে যখন এগুলি চালু করা হয় তখন তাকে ঘিরে উপহাস করা হয়েছিল। শ্রী মোদী বলেন যে ডিজিটাল পেমেন্টে ভারত এখন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের অর্থনীতির মূল শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে জন ধন অ্যাকাউন্ট এবং টিকার ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য সারা বিশ্বজুড়ে এখন আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন, আপনি যদি নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটান, তাহলে মনে রাখবেন আপনাকে উপহাসের পাত্র হতে হবে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু, আপনার এই নতুন ধারণার প্রতি যদি আপনার প্রকৃত বিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে সেই পথ থেকে আপনি সরে যাবেন না এবং এর ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করুন।প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে সমস্ত নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা, নতুন প্রচেষ্টা যুবশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে করা হচ্ছে। প্রতি যোগিতামূলক এবং সহযোগিতা মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তুলনা টেনে তিনি বলেন যে জাতীয় যুব উসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে যুবরা অংশ নিচ্ছেন। কে জিতল সেটা ব। কথা নয়, বরং মনে রাখতে হবে যে ভারত জয়ী হবে। যুবরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়, বরং সহযোগিতার পথ গ্রহণ করুন। ' থেকে সহযোগিতা' - এই পথে অগ্রসর হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন চিন্তার যে জন্মের সাফল্য তখনই বিবেচিত হয় যখন দেশ তাতে উপকৃত হতে পারে।ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সামনে আজ লক্ষ্য হল - ' ভারত, স্বশক্ত ভারত'! অর্থা, উন্নত ভারত, শক্তিশালী ভারত। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ না হচ্ছে, আমরা থামব না। দেশের যুব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিশ্বাস ন্যস্ত করে বলেন, প্রত্যেক যুব তাঁদের স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে এগোবেন এবং তাঁরা তাঁদের কাঁধে তুলে নেবেন দেশের দায়িত্বভার। কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রী থাওয়ারচাঁদ গেহলোট, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বাসবরাজ বোম্মাই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর, শ্রী নিশীথ প্রামানিক এবং রাজ্যের মন্ত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় যুব দিবস প্রতি বছরই উদযাপন করা হয় জাতীয় স্তরে যুব প্রতিভাকে তুলে ধরতে। কর্ণাটকের হুবলি-ধারওয়াড়ে ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। এবারের যুব উৎসবের বিষয় হল - ' যুব - বিকশিত ভারত 'এবারের এই উৎসবে যুব শিখর সম্মেলন আয়োজন করা হবে যেখানে জি-২০ এবং ওয়াই-২০ থেকে মূল পাঁচটি বিষয় - ভবিষ্যতের কাজ, শিল্প, উদ্ভাবন এবং একুশ শতকের দক্ষতা জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় গণতন্ত্র এবং পরিচালনায় ভবিষ্য যুব ভাবনার আদান-প্রধান এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতা - এর ওপর প্লেনারি সেশনে আলোচনা হবে। ৬০ জন বিশেষজ্ঞ এতে অংশ নেবেন। এছাড়াও, যোগাথন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ১০ লক্ষ মানুষকে যোগাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এগুলি ছাড়াও, ফুড ফেস্টিভ্যাল, যুব চিত্রকরদের ক্যাম্প, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টর্স এবং সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর ক্যাম্প প্রভৃতিও থাকবে।

দিল্লি সচিবালয়ে সিসোদিয়ার দফতরে সিবিআই অভিযান, মনীশ জানালেন তাঁরা স্বাগত

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে ফের তদন্ত শুরু করল সিবিআই। গত শনিবার দিল্লি সচিবালয়ে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার দফতরে তল্লাশি অভিযান চালান সিবিআই অধিকারিকরা। সিবিআই-এর এই অভিযান প্রসঙ্গে সিসোদিয়া নিজে অবশ্য জানিয়েছেন। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, সিবিআই-কে স্বাগত জানাচ্ছি।শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দিল্লি সচিবালয়ে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার দফতরে তল্লাশি অভিযান চলছে। সিসোদিয়া এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, আজ সিবিআই ফের এমামের দফতরে পৌঁছেছে। তাঁরা স্বাগত। তাঁরা আমার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, দফতরে হানা দিয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কিছু পায়নি, পাবেও না। কারণ আমি ভুল কিছু করিনি। সততার সঙ্গে দিল্লির সন্তানদের শিক্ষার জন্য কাজ করছি।

ভারতকে শব্দে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কেবল হৃদয় থেকে অনুভব করা যায়ঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫জানুয়ারিঃভারতকে শব্দে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, শুধুমাত্র হৃদয় থেকে অনুভব করা যায়। সম্প্রতি গত শুক্রবার বিলাসবহুল প্রমোদতরী এম ভি গঙ্গা বিলাসের সূচনা করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ঐদিন বলেছেন, কাশী এবং ডিব্রুগড়ের মধ্যে সূচনা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম নদী ক্রুজ ''গঙ্গা বিলাস'' ক্রুজ। এর ফলে পূর্ব ভারতের অনেক পর্যটন স্থান বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে আরও বিশেষভাবে আসতে চলেছে। তিনি বলেছেন, গঙ্গা আমাদের জন্য শুধু জলস্রোত নয়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের এই মহান ভূখণ্ডের তপস্যার সাক্ষী। ভারতের অবস্থা যাই হোক না কেন, মা গঙ্গা সর্বদা কোটি কোটি ভারতীয়কে লালন-পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, এই প্রমোদতরী ২৫টি বিভিন্ন নদীর মধ্য দিয়ে যাবে এবং যারা ভারতের সমৃদ্ধ প্রণালী উপভোগ করতে চান তাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ। অর্থাৎ এই যাত্রায় আমরা ভারতের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সঙ্গম দেখতে পাব। মোদী বলেছেন, একটি উন্নত ভারতের জন্য শক্তিঃশালী যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এই লক্ষ্যে মিশন মোডে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সমস্ত পর্যটকদের জন্য একটি সুখকর সমুদ্রযাত্রা কামনা করছি এবং আশা করছি আমাদের নদী এবং জলশক্তিঃ বাণিজ্য ও পর্যটনকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করবে

আজ,সোমবার থেকে শুরু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আজ সোমবার ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হচেছ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর।তৃণমূল সূত্রের খবর, চলতি মাসের ১৬ তারিখ অর্থাৎ আজ, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে সাগরদিঘিতে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। এরপর সেখান থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান যেতে পারেন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে। ১৮ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার থেকে তিনি মেঘালয়ে রওনা দেবেন বলে সূত্রের খবর। পড়শি রাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার শহর তুরা-তে জনসভায় যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে আবার ১৯ তারিখে আলিপুরদুয়ারে ফেরার কথা তাঁর। আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

খেলাধূলার মাধ্যমে নেশামুক্ত এবং সুস্থ সমাজ গঠনে কাজ করে চলেছে ত্রিপুরা সরকারঃমনোজ কান্তি দেব

আমাবাসা(ত্রিপুরা), ১৫ জানুয়ারিঃ খেলাধূলার মাধ্যমে নেশামুক্ত এবং সুস্থ সমাজ গঠনে ত্রিপুরা সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। গতশনিবার কমলপুরে বহু প্রতীক্ষিত মহকুমা স্পোর্টস অফিসের উদ্বোধন শেষে এই দাবি করেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব।এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমলপুরের নগর পিতা প্রশান্ত সিনহার সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার, ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, জেলা সহকারী অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী, সহকারি অধিকর্তা ধীমান বিশ্বাস, নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলার এবং

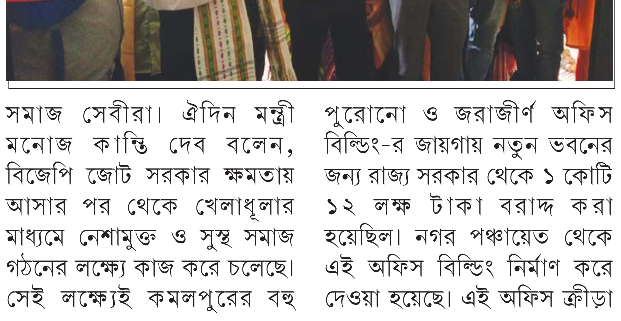

সমাজ সেবীরা। ঐদিন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে খেলাধূলার মাধ্যমে নেশামুক্ত ও সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই কমলপুরের বহু পুরোনো ও জরাজীর্ণ অফিস বিল্ডিং-র জায়গায় নতুন ভবনের জন্য রাজ্য সরকার থেকে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। নগর পঞ্চায়েত থেকে এই অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই অফিস ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের যে কর্মসূচী তার ফসল। একই সঙ্গে তা আনন্দেরও বিষয়। এতে ক্রীড়া জগতের সঙ্গে যুক্তঃ সকলেই উপকৃত হবে।তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য সরকার ছয়টি জায়গায় সিন্থেটিক টার্ফ বসিয়েছে। স্প্যানিশ লা লিগা ও ভারতের বিখ্যাত কোচদের নেতৃত্বে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ চলছে। ক্লাব ফুটবল ও ক্লাব ক্রীড়াকে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান যুব সমাজ ইন্টারনেটে ও মোবাইলে আসক্ত হয়ে মাঠ মুখো হচ্ছেন না। সকলকে এক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে হবে যাতে যুব সম্প্রদায় মাঠমুখো হন, আবেদন রাখেন তিনি। এদিন স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাবকে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদাণ করা হয়েছে।

সিকান্দরাবাদ-বিশাখাপত্তনম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিকান্দরাবাদ-বিশাখাপত্তনম রুটে অষ্টম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেকেন্দ্রাবাদ এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে ফ্ল্যাগ অফ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এটি 'জীবনযাত্রার সহজতা' বাড়ানোর পাশাপাশি পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে এবং অর্থনীতিকে উপকৃত করবে। এটি তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের জন্য একটি উপহার।তিনি বলেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস একইভাবে তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশের ভাগ করা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সংযুক্ত করবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বোঝায় যে ভারত সবকিছুর সেরা চায়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হল নতুন ভারতের সংকল্প এবং সম্ভাবনার প্রতীক।কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি ১০ নং প্ল্যাটফর্মের সিকান্দ্রাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে শারীরিকভাবে উপস্থিত ছিলেন।তেলেঙ্গু ভাষী রাজ্য তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশের জন্য নতুন বছরের উপহার হিসেবে এই ট্রেনটি হবে অষ্টম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যা ভারতীয় রেলওয়েতে চালু করা হবে। তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরত্বে দুই রাজ্যকে যুক্ত করবে। এই ট্রেনটি তেলেঙ্গানার ওয়ারঙ্গল, খাম্মাম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া ও রাজামুন্দ্রি স্টেশনে থামবে।

মিজোরামে ২.৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত

আইজল, ১৫ জানুয়ারি ঃ মিজোরামের রাজধানী আইজলে বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে একটি বলেরো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ভাইভাকান পুলিশ হেরোইন ভরতি ৪০টি সাবানের বাক্স থেকে ৫০১ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ২.৫ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্তকৃত মাদক সামগ্রীগুলি মায়ানমার থেকে পাচার করা হয়েছে প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় বলেরো গাড়ির চালক জেড ডি লালচুয়ানায়মা (৩৮) এবং তার সহযোগী আর লালহমচুয়ানিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্প চালু করেন, পরে মোদীজী সেই প্রকল্প করেনঃশত্রুঘ্ন সিনহা

বাঁকুড়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্প চালু করেন মোদীজী পরে তা চালু করেন। গত শনিবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন বলিউডের জনপ্রিয় নায়ক ও আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা।শুক্রবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের নাম ধরে ধরে ভুরি ভুরি অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঐদিন তার পাল্টা হিসাবে সেই একই জায়গায় আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে দিয়ে জনসভা করালো তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহা বিজেপি কোনো নেতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথে তো গেলেনই না বরং দীলিপ ঘোষের প্রশংসাই করলেন এক প্রকার। সাংবাদিকরা যখন তাকে প্রশ্ন করেন দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতা মন্ত্রীরা বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন । তখন তিনি বলেন সে তো আমিও বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলাম এক জায়গায়। সেটাই তো তৃণমূলের স্বাধীনতা।দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্ত্রী রথীন ঘোষের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে এক অভিযোগকারি তৃনমূলের হাতে চড় খেলেন, কি বলবেন এবিষয়ে? শত্রুঘ্ন সাংবাদিকদের সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন, সেটা আমি জানি না। তোমরা প্রসঙ্গের বাইরে কেন যাচ্ছো। তাকে প্রশ্ন করা হয় বিজেপি নেতা দীলিপ ঘোষ বলেছেন, শত্রুঘ্ন সিনহা একজন ভদ্রলোক, তার বিরুদ্ধে কোনও দোষ নেই, তাই তৃণমূল তাকে কাজে লাগাতে চাইছে। জবাবে শত্রুঘ্ন বলেন, আমি কারো বিরুদ্ধাচারন করব সেটা আমার স্টাইল নয়। আজও তো আমি কারো বিরুদ্ধে বলিনি। । দীলিপবাবুকেও আমি ভালোবাসি। বিজেপি আমার প্রথম পরিবার। তাই কোনো বিরোধী নেতার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। তবে এদিন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়োসী প্রশংসা করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই এই বাংলায় সারা দেশের মানুষের সহাবস্থান। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জী যে সব প্রকল্প চালু করেছেন মোদিজী পরে পরে তা করছেন। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রসঙ্গে বলেন, ২০১৮ সালে মোদিজী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করে অথচ তার ৩ বছর আগেই মমতাজী স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প চালু করেছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন গ্রাম হল শহরের জননী। তাই গ্রামকে শক্তিশালী করতে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে হবে। বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জিকে এখানের হিরো বলে সম্বোধন করে তিনি বলেন, তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে পারলে মমতাজীর হাত শক্ত হবে। তিনি ফের আসবেন বলে বড়জোড়া বাসিকে কথাও দেন। তার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও জ্যোৎস্না মান্ডি।শত্রুঘ্ন সিনহা শুভেন্দু ও সৌমিত্র খাঁযের কথার কোনো জবাব না দিলেও, বড়জোড়ার নেতারা তার জবাব দিয়েছেন কড়া ভাষাতেই। শুভেন্দু তৃনমূলের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুখেন বিদের নাম করে বলেছিলেন, সুখেন হলেন ভাইপোর এজেন্ট ।ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখার্জি ভুঁইফোড় সংস্থার মালিক। বিধায়ক অলক মুখার্জি চোর । এর জবাব দিয়েছেন নেতারা। সুখেন বিদ বলেন, আমি স্বীকার করছি আমি এজেন্ট । আমি বড়জোড়ার মানুষের এজেন্ট , মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজেন্ট । এই মাঠ তৈরি, বড়জোড়া সব্জি মার্কেট তৈরির এজেন্ট । সর্বোপরি মানুষকে রক্ষা করার এজেন্ট ।

রাজ্যের সমস্ত জেলার আদালতে কালা দিবস পালনের ডাক

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ আজ, সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলার আদালতে কালা দিবস পালনের ডাক দিয়েছে বার কাউন্সিল। বার কাউন্সিলের কিছু সদস্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে বিক্ষোভ এবং তা বয়কট ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোলাটে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিচারপতি মান্থা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছেন। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব তার শুনানির জন্য তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করেছেন। সেই রুল জারির বিরুদ্ধে এই কালা দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে।বার কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একটি চিঠিতে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বারের আরও কয়েকজন সদস্যের পাল্টা দাবি, বার কাউন্সিল এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সব মিলিয়ে বারের অন্দরেই মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। বারের ওই সদস্যরা শনিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি দিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন।বার কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটির তিন সদস্য ওই চিঠিতে অভিযোগ করেন, কালা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত বারের সর্বসম্মত নয়। বার কাউন্সিলের সব সদস্যকে না জানিয়েই কালা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চেয়ারম্যান অশোক দেব। তাঁদের আরও দাবি, বার কাউন্সিলের নাম ব্যবহার করে স্বেচ্ছাচারিতা করা হয়েছে।গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মান্থার এজলাসে ঢুকে তুমুল বিক্ষোভ দেখান একদল আইনজীবী। তাঁরা শাসকদলের সমর্থক বলে পরিচিত। বাইরে থাকে এজলাসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, আইনজীবীদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়, চলে ধস্তাধস্তি। তার মধ্যেই বার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বলে প্রচার করা হয়, কাউন্সিল বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কট করবে। বিচারপতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এবং তাঁর যোধপুর পার্কের বাড়ির সামনে পোস্টার পড়ে। এসবের বিরুদ্ধেই বিচারপতি মান্থা আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। সেই কমিটি আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে আসতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬জানুয়ারি ঃ সোমবার, ১ মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬জানুয়ারিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃমাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১মাঘ ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৬মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী দশমী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৬৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫২ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৬ঃ২৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং৬৩শতকরা। বৃষ্টিহয়নি শনিবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ১৩মিনিটেূ মধ্যেহবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে আজকের দিনেটিতেই হবে।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি

বৃষ রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।।

মিথুন রাশিঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ

কর্কট রাশিঃসামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করুন

সিংহ রাশিঃআপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন।শুভদিন

কন্যা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। শুভদিন

তুলা রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে দীর্ঘদিন থেকে আপনার

বৃশ্চিক রাশিঃপিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। অর্থ সঞ্চয়।

ধনু রাশিঃসন্তান হতে পারে। আর্থিক সংকট হবে না।শুভদিন

মকর রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে-

কুম্ভ রাশিঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে। শুভদিন। আর্থিক সঞ্চয় হবেই

মীন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। বাচ্চারা তাদের কৃতিত্বের মাধ্যমে আপনাকে গর্বিত

রাজ্যে রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ শিবিরের সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ সময় মাত্র পঁচাত্তর দিন। তারমধ্যেই শেষ করতে হবে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ বাড়ি বানানোর কাজ। কিন্তু এত বাড়ি বানানো হবে কি ভাবে, কেই বা বানাবে। তার জন্য তো হাজার হাজার রাজমিস্ত্রির প্রয়োজন। কিন্তু এত প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রি কোথা থেকে পাওয়া যাবে। রাজমিস্ত্রি খুঁজতে এখন ঘুম ছোটার জোগাড় । কীভাবে কাজ শেষ করা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক হয়েছে। তারপরই ঠিক হয়েছে, রাজ্যে দ্রুত শুরু হবে রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ শিবির। কেন্দ্রীয় সরকারের যে রুরাল ম্যাশন ট্রেনিং প্রকল্প রয়েছে, তার আওতাতেই রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই রাজমিস্ত্রি তৈরির প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। যে ছ'সাতটি সংস্থা এই প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের সঙ্গে সম্প্রতি একটি বৈঠক করেছেন পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা।

হাসনাবাদ টাকী প্রিমিয়ার লিগ সুন্দরবন কাপ ২০২৩ এর চাম্পিয়ান সুন্দরবন টাইটানস

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ১৫ জানুয়ারি ঃ হাসনাবাদ টাকী প্রিমিয়ার লিগ কমিটির ব্যাবস্থাপনায় চলতও মাসের ১১ তারিখ টাকী এরিয়ান ক্লাব মাঠে শুরু হয় সুন্দরবন অঞ্চলের পাঁচটি ব্লকের ক্রিকেটারদের নিয়ে পাঁচ দলীয় লিগ ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সুন্দরবন কাপ। টাকী হাসনাবাদের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সম্বর্ধিত করার মধ্যদিয়ে শুরু হয় টুর্নামেন্ট। রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় হাসনাবাদ তানিশা একাদশ কে নয় উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেঃটর চাম্পিয়ান হলো সুন্দরবন টাইটানস।টুর্নামেন্টে র সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন তানিশা একাদশের তন্ময় গায়েন। সেরা বোলার ও সেরা কিপার নির্বাচিত হন যথাক্রমে তন্ময় মন্ডল ও উজ্জ্বল গুহ সরকার। রবিবার দুপুরে দর্শকাসন পুর্ন মাঠে মেগা

ফাইনালের সূচনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনীর পাশাপাশি বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয় উদ্যোক্তাদের তরফে। সেই খেলায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য শাহানুর মন্ডলের নেতৃত্বাধীন টাকী পৌর একাদশ ও স্কন্ধগুপ্ত হাসনাবাদ দেবরাজ ঘোষের নেতৃত্বাধীন হাসনাবাদ পুলিশ প্রশাসন একাদশ পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রীতি খেলায় পাঁচ উইকেটে পৌর প্রশাসন একাদশ কে পরাজিত করে হাসনাবাদ পুলিশ প্রশাসন একাদশ।পৌর একাদশের হয়ে ব্যাট হাতে মাঠে নামেন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জীও। খেলার সেরা মনোনীত হন হাসনাবাদ থানার আই সি কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। প্রসঙ্গত হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১,সন্দেশখালি ২, মিনাখা ব্লকের ক্রিকেটারদের নাম নথিভুক্ত করে, নিলামের ভিত্তিতে তাদের পাঁচটি দলে ভাগ করে শুরু হয় টুর্নামেন্ট।লিগ টেবিলে শীর্ষ স্থানে থাকা তানিশা একাদশ সরাসরি ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।অপর দিকে টুর্নামেঃটের শুরুতে লিগ টেবিলে পিছিয়ে গেলেও শেষমেস বাজিমাত করে সুন্দরবন টাইটানস। লাইভ স্ট্রিমিং থেকে কমেন্ট্রি,আধুনিকাতার মোড়কে মোড়া মফঃস্বলের মাঠে আয়োজিত এই লিগ ভিত্তিক টুর্নামেন্ট ক্রিকেট কে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। সুন্দরবন অঞ্চলের ক্রিকেট প্রতিভাদের তুলে আনতে ও তাদের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ কে উজ্জ্বল করতেই তাদের এই উদ্যোগ জানান উদ্যোক্তারা। আগামীবছর আরো বড়ো পরিসরে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন উদ্যোক্তারা।

পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনমেলা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরপাড়ায় মানিকপীর বাবার দরগাকে ঘিরে প্রতিবছর এই পৌষ সংক্রান্তিতে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায় মানিকপীর বাবার দরগায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন ঘটিয়ে ভক্তরা সারাদিন ও রাত পর্যন্ত সিন্নি চড়ায়। এই উপলক্ষে এখানে সন্ধ্যা থেকে তরজা গান চলে একে একে ভক্তরা শিন্নি চড়িয়ে তরজা গান শুনতে আসেন। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে রবিবার সোমবার দুদিন ধরে মেলা চলে সোমবার রাতে ভোগ খাওয়ানো হয়। এই পীর বাবার দরগার সারা বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করেন মানিকতলার বাসিন্দারা তাদের পরিচালনায় পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পীর বাবার দরগা আলোকমালায় সাজানো হয় সঙ্গে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। এই উপলক্ষে এলাকায়সাড়া পড়ে যায় দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে শিন্নি চড়ায় যার যা মানত থাকে এই দিনে তারা তা পূরণ করেন। এলাকার বাসিন্দা ঋষিকেশ চ্যাটার্জি জানালেন শোনা যায় আজ থেকে

২৫০ বছর আগে এই মানিক পীর বাবার দরগায় তখনো ভক্তরা শিন্নি চড়াতেন আরো জানা যায় সেই সময় সওদাগররা বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় সরস্বতী নদী দিয়ে এসে বজরায় এখানে নেমে পীর বাবার দরগায় সিন্নি চড়িয়ে তবেই বাণিজ্য করতে যেতেন তারপর থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ে সবাই এখানে আসে যে যার মনস্কামনা পূরণ করেন বাবাকে বলেন । এই দরগা সংস্কার করে ভালো করে সাজিয়ে তুলেছে মানিকতলার হিন্দু বাসিন্দারা দরগার সামনে বড় দীঘি আছে এই দীঘিও অনেক পুরনো বলে শোনা যায় আগে এখানে অনেক মেলায় দোকানপাট বসত যাত্রা গান হতো এখন দিন বদলে সে সবকিছুই ছোট হয়ে গিয়েছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জ্বলন্ত উদাহরণ মানিকপীর বাবার দরগা হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায়।

স্বাস্থ্যসাথীর গাইডলাইন ভাঙায় ২৮ টি নার্সিংহোমকে শোকজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের গাইডলাইন না মানার জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ২৮টি নার্সিংহোমকে শোকজ করল জেলা স্বাস্থ্য দফতর।১৪দিনের মধ্যে নার্সিংহোমগুলিকে পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ না মানলে নার্সিংহোমগুলির লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে,, মাস খানেক আগে বেশ কিছু অভিযোগের জেরে স্বাস্থ্য দফতরের একটি টিম জেলার বেশ কিছু নার্সিংহোম পরিদর্শন করে। তখনই একাধিক নার্সিংহোমে পরিকাঠামগত ত্রুটি ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে বেনিয়ম নজরে পড়েছিল স্বাস্থ্য ভবনের টিমে থাকা আধিকারিকদের। তাঁরা ওই পরিদর্শনকালে ওই নার্সিংহোমগুলির মধ্যে কোনওটিতে দেখেন সেখানে হয়তো আরএমও নেই, তো কোনোটির আবার নেই প্রশিক্ষিত নার্স। আবার কোনও জায়গায় নেই ওটি রেজিস্টার। এমনকি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে গাইডলাইন যে যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছে না সেটাও তাঁদের চোখে পড়ে। সেই টিম রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে যে রিপোর্ট জমা দেয় তার ভিত্তিতেই এবার স্বাস্থ্য দফতর পশ্চিম মেসিনীপুর জেলার মোট ২৮টি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেয় জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে। তারপরেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ওই ২৮টি নার্সিংহোমকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়। সেই নোটিসে বলে দেওয়া হয়েছে যে সব গাফিলতি ওইসব নার্সিংহোমে চিহ্নিত হয়েছে তা কেন হয়েছে সেটা আগামী ১৪ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে হবে। সেই সঙ্গে ১৪ দিনের মধ্যে পরিকাঠামগত ঘাটতি পূরণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ না করলে আগামী দিনে নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিলেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

কোন্নগর ১৬ তম বইমেলা উদ্বোধন করলেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রদীপ জ্বালিয়ে ১৬ তম কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ, শ্রী মিহির গাঙ্গুলী, সাংবাদিক ও লেখক ,কোন্নগর পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন কুমার দাস, ছিলেন উপপৌরপ্রধান গৌতম দাস। মেলার থিম ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১০ দিনব্যাপী কোন্নগর কালিতলা মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন্নগর পৌরসভা দৈনন্দিন আধুনিক ও উন্নত পরিষেবার পাশাপাশি এই অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বইমেলার আয়োজন করেছে। এছাড়া সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য রাখেন। মেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ৬৬টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল আছে বলে জানান কোন্নগর পুরপ্রধান স্বপন কুমার দাস। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনের স্টল ও পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উপ পৌর প্রধান গৌতম দাস। মেলার মঞ্চে কবিতা পাঠ ছাড়াও প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হবে বাউল গান, লোকগীতি, তরজা, কবিতা, গান আবৃত্তি, নৃত্যা অনুষ্ঠান, ভজন সংগীত, স্যাক্সোফোন বাদ্যযন্ত্রে, অংকন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, বানান প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন

বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা। মেলা প্রাঙ্গণ কোন প্রবেশ মূল্য নেই। মেলা চলবে ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত। কোন্নগর পৌরসভা পরিচালিত বইমেলার উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি তিনি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করলেন এরপর তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন কোন্নগর বইমেলা খুব জনপ্রিয় সবাইকে বলব মেলায় আসুন বই কিনুন একটা করে তরুণ তরুণীদের ও ছাত্র ছাত্রীদের বলবো ভালো করে বইটা পড়ো। বইকে ভালোবাসো এখনকার জেনারেশন খুব একটা বই পড়ে না বই পড়লে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করা যায় .এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বিশিষ্ট সাংবাদিক মিহির গাঙ্গুলী ।

বিজেপিতে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, হওড়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রায় ১০০জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন দলথেকে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করলেন উলুবেড়িয়ার বহিরা অঞ্চলের দামোদরপুর ঘোল বাগান্ডায়। রবিবার বহিরা ঘোলবাগান্ডায় ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনোরিটি মোর্চার এক যোগদান পর্ব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান কর্মসূচিতে প্রায় ১০০জন ব্যাক্তি বিজেপিতে যোগদান করেন, যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজের মাইনোরিটি মোর্চার সভাপতি চার্লস নন্দী, রাজের সম্পাদিকা তথা হাওড়া ও হুগলি জোনের কনভেনর মুক্তারন বিবি, বিজেপির হাওড়া জেলা গ্রামীন সভাপতি অরুনোদয় পালচৌধুরী,মাইনোরিটি মোর্চার সভাপতি সেখ মোশরেকুল আনোয়ার সহ অন্যান্য।

শ্যামপুরের কামদেবপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ চক্ষু পরীক্ষা,স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চশমা প্রদান,ছানী অপারেশনের ব্যবস্থা ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুরের কামদেবপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, রবিবার আরোগ্য সন্ধান সন্তোষপুর, ও টরেন্টো ক্যালকাটা ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান এবং কম্বল বিতরণ করা হয় এবং চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম নেত্রীর নিরাময় নিকেতন দ্বারা চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই শিবিরে ২৪০জনের চক্ষু পরীক্ষা,১৫০জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ১০০ জন দুস্থ ব্যাক্তিকে কম্বল বিতরণ ও ৩০জনের চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়।
কামদেবপুর কিশোর সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রশান্ত কুমার মন্ডল, কর্মাধ্যক্ষ মন্দিরা মন্ডল, কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত,ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তি রঞ্জন মাইতি, পঞ্চায়েতের সদস্য অনুপ বাগ, কামদেবপুর কিশোর সংঘের সভাপতি লোকনাথ মিদ্যা, সম্পাদক সুশান্ত মন্ডল প্রমুখ।

মেট্রো রেলওয়ে সফলভাবে ইন্টারলকিং ট্রেন চালু করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে আজ সকালে অর্থাৎ ১৫.০১.২০২৩ তারিখে দম দম প্যানেলে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই কাজটি দম দম প্যানেলে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের একটি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ব্ল) সিস্টেমে পরিবর্তন জড়িত যা কার্শেড এবং পরবর্তী স্টেশনগুলির সমস্ত রুট, পয়েন্ট , সিগন্যাল এবং ট্র্যাক বিভাগগুলির সাথে সংযুক্ত। নন ইন্ট ারলকিংয়ের মাধ্যমে করা পরিবর্তনটি দমদম থেকে রেকের চলাচলের কার্যক্ষম নমনীয়তাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করবে এবং এর ফলে মেট্রো রেলের ট্রেন চালানোর পারফরম্যান্স প্যারামিটার বৃদ্ধি পাবে। ব্লু লাইনে বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলিকে বাধা না দিয়ে এটি করা হয়েছে। এই ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং কাজটি গতকাল রাতে পরিষেবার সময়ের পরে শুরু হয়েছিল এবং আজ সকালে পরিষেবার সময়ের আগে সফলভাবে শেষ হয়েছে। এই ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং চালু হওয়ার পর, মেট্রো রেলওয়ে উন্নত যাত্রী পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। এতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং অপারেশনাল নমনীযতা বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া, এই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমের সাহায্যে পয়েন্ট এবং সিগন্যালের ব্যর্থতার ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এটি প্যানেল অপারেটরদের দক্ষতাও বাড়াবে। কাজটি শ্রী জ্যোতির্ময় রায়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। প্রধান সংকেত ও টেলিকম প্রকৌশলী মো.শ্রী অরুণ অরোরা, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

হাওড়ার কাঠপোল এলাকায় ধৃত দুষ্কৃতিদের হেফাজতে নিয়ে উদ্ধার হলো কার্তুজ সহ আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫৬ জানুয়ারি ঃ গোয়েন্দা পুলিশের সাফল্য। হাওড়ার কাঠপোল এলাকায় ধৃত দুষ্কৃতিদের হেফাজতে নিয়ে উদ্ধার হলো কার্তুজ সহ আগ্নেয়াস্ত্র। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় এই দেশী আগ্নেযাস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ হাওড়া থানার অন্তর্গত টিকিয়াপাড়া কাঠপোল এলাকায় কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। যখন তাদেরকে দাঁড়াতে বলা হয় তখন তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় তাদেরকে ধাওয়া করে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার ও ফোর্স এদের গ্রেফতার করে। হেফাজতে নেওয়ার পর এদেরেই মধ্যে একজনের কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি সহ বিভিন্ন

অস্ত্র উদ্ধার হয়। এই মর্মে হাওড়া থানায .একটি মামলা রুজু করে গোয়েন্দা বিভাগ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ঘটনার দিন অস্ত্র নিয়ে এরা জমায়েত হয়েছিল নিকটবর্তী এলাকায় ক্রাইম করার জন্য। ধৃতদের মধ্যে ২ জন এর আগেও নানা অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিকবার গ্রেফতার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতদের সাথে আর যারা জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর।

বিয়ের দু'দিন আগে যুবকের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ১৫ জানুয়ারি ঃ দু'দিন পরেই যার কিনা বিয়ে, পাত্রীও যার নিজের পছন্দের। তার কিনা রহস্যমৃত্যু। শিয়ালদহ-বজবজ শাখার নুঙ্গি স্টেশন সংলগ্ন বাটানগর রেলব্রিজের কাছ থেকে উদ্ধার হল রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আত্মহত্যা করেছেন যুবক নাকি দুর্ঘটনা, শুরু হয়েছে তদন্ত। স্থানীয় ও মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ জানুয়ারি পছন্দের পাত্রীর সঙ্গেই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার বাসিন্দা দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তীর (৩৫)। দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আচমকাই শেষ হয়ে গেল সবকিছু। শনিবার রাতে রেললাইনের ধার থেকে দেহ উদ্ধার হল দিব্যজ্যোতির।

গঙ্গাসাগর মেলায় সাংবাদিক সম্মেলনে অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু। ছবি-সৌরভ দত্ত

আরপিএফ যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারী ঃ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স , ইস্টার্ন রেলওয়ে যাত্রীদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায়, যাত্রীদের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য প্রদান করে যখন পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। তারা সর্বদা সর্বদা নিরাপত্তার জন্য তাদের নিরাময়ের হাত বাড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা যেখানে আরপিএফ তার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার বিস্তারিত নিম্নরূপ-১. ১৩.০১.২০২৩ তারিখে অপারেশন মাতৃশক্তি এর অধীনে, আরপিএফ পোস্ট বারাসতের আধিকারিকরা বারাসাত রেলওযে.স্টেশনে একজন গর্ভবতী মহিলা যাত্রীকে সহায়তা করেছেন যিনি প্রসব বেদনায় ভুগছিলেন এবং একটি নবজাতক শিশুর জন্ম দিয়েছেন। আরও, তাদের চিকিৎসার জন্য তাকে বারাসত সরদার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।২. ১৩.০১.২০২৩ তারিখে, অপারেশন জীবন রক্ষা এর অধীনে, আরপিএফ পোস্টহাওড়া (সেন্ট্রাল) এর আধিকারিকরা একটি শিশু সহ একজন মহিলা যাত্রীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন, যারা দ্রুত PF নম্বরে একটি চলমান ট্রেনের শেষ বগিতে ওঠার চেষ্টা করেছিল হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের .১১. তারা ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের প্রান্তের ফাঁকে পড়ে যাচ্ছিল। অন ডিউটি আরপিএফ আধিকারিকরা অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দেখান, তাদের টেনে নিয়ে যান এবং মূল্যবান জীবন বাঁচান। ৩. ১৩.০১.২০২৩ তারিখে, অপারেশন নারকো এর অধীনে, আসানসোলের আরপিএফ ট্রেন এসকর্ট আধিকারিকরা ৩ কেজি ঘাস জাতীয় পদার্থ সমন্বিত ০৩টি দাবিহীন হালকা ওজনের প্যাকেজ উদ্ধার করেছে বলে মনে হচ্ছে গাঁজা (গাঁজা) যার মূল্য ৩০০০০ টাকার কোচ নম্বর S২ থেকে। জাসিডিহ রেলওয়ে স্টেশনে ১৩২৮৭ ইউপি দক্ষিণ বিহার ট্রেন এবং প্যাকেজগুলিকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ পোস্টজাসিডিহ এর মাধ্যমে জিআরপিএসজাসিডিহ কে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ৪. ১৩.০১.২০২৩ তারিখে, অপারেশন আমানত এর অধীনে, আরপিএফ পোস্টকাটওয়ার তথ্যের ভিত্তিতে, ট্রেন নম্বর ১৩০৬৩ UP (এক্সপ্রেস) এর আরপিএফ পোস্টআজিমগঞ্জের ট্রেন এসকর্ট আধিকারিকরা অ্যাডাপ্টার এবং মূল্যবান ল্যাপটপ সহ একটি বাম ব্যাগ উদ্ধার করেন আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কোচ নং এস২ থেকে নথিপত্রের মোট মূল্য ৭৫০০০ টাকা। সমস্ত উদ্ধারকৃত আইটেম যথাযথ যাচাইকরণ এবং নথিপত্রের পরে মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৫. ১৩.০১.২০২৩ তারিখে, অপারেশন WILEP এর অধীনে, CIB এবং আরপিএফ পোস্টশিয়ালদহ (দক্ষিণ) এর আধিকারিকরা ট্রেন নং ৩৩৮২৩ UP ট্রেনের একটি কোচ থেকে ১২৪টি জীবিত কাছিম এবং ০২টি মৃত কাছিম সম্বলিত ০৬ টি ব্যাগ উদ্ধার করেছে শিয়ালদহ রেলস্টেশনে। উদ্ধার করা কচ্ছপগুলিকে আরও নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় বন আধিকারিক, হাওড়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রের কালজয়ী নায়িকা সুচিত্রা সেনের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন হবে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৫ জানুয়ারি ঃ মহানায়িকা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের আজকের এই দিনে মৃত্যু বার্ষিকী আজ ১৭ জানুয়ারি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের মৃত্যু বার্ষিকীভারতীয় উপমহাদের বাংলা চলচ্চিত্রের কালজয়ী নায়িকা পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনের মৃত্যুবাষিকী আজ। এ উপলক্ষে তার জন্মস্থান পাবনার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন, সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ, সুচিত্রা সংসদ, পাবনা ড্রামা সার্কেলসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।তৎকালীন বৃহত্তর পাবনার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) সিরাজগঞ্জের বেলুকুচি উপজেলার সেন ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল জন্ম নেন এই দীপ্তিময় প্রতিভাবান নারী।পাবনা শহরের গোপালপুর মহল্লার হীমসাগর লেনের একতলা পাকা পৈত্রিক বাড়িতে সুচিত্রা সেনের শিশুকাল, শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তার বাবা করুনাময় দাশগুপ্ত পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পদে চাকরি করতেন। মা ইন্দিরা দাশগুপ্ত ছিলেন গৃহিণী।দুই বোনের মধ্যে সুচিত্রা সেন ছিলেন বড়। ছোট বোন হেনা দাশগুপ্ত। শহরের মহাকালী পাঠশালায় (বর্তমানে টাউন গার্লস হাই স্কুল) পড়ালেখা শেষে সুচিত্রা সেন স্থানীয় পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। পড়ালেখায় খুব একটা মনোযোগী ও মেধাবী না থাকলেও গান, নাটক, অভিনয় প্রিয় ও পছন্দের ছিল সুচিত্রা সেনের। পাবনা শহরের নানা অনুষ্ঠানে গান গাওয়া ও নাটক থিয়েটারে তিনি অভিনয়ে দক্ষতা দেখান।উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া সুচিত্রা সেন ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কয়েকমাস আগে বাবা করুণাময় দাসগুপ্ত পাবনার বাড়ি ঘর, চাকরি সবকিছু ফেলে স্বপরিবারে ভারত পাড়ি দেন। কলকাতা যাবার বছর দু'য়েক পরেই সেখানকার বনেদি পরিবারের ছেলে দিবানাথ সেনের সাথে রমাদাশগুপ্তের বিয়ের পর নাম হয় সুচিত্রা সেন। আর বিয়ের পর স্বামীর পদবীতে রমাদাশগুপ্ত হয়ে যান রমা সেন। সুচিত্রা সেনের স্বামী দিবানাথ সেনের পূর্ব পুরুষদের বাড়ি ছিল বাংলাদেশেরই দক্ষিণের এক জেলায়। বাংলাদেশের পাবনার উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে রমা বনেদি পরিবারের বধু হয়ে ঘর সংসারের পাশাপাশি সিনেমায় অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েন। বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় ১৯৫২ সালে শেষ কোথায় নামের একটি বাংলা ছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। অজ্ঞাত কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি। এরপর ১৯৫৩ সালে নায়িকা হয়ে তার অভিনীত প্রথম ছবি সাত নম্বর কয়েদি ছবিটি মুক্তি পায়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ৩৫ বছর সুচিত্রা সেন একটানা

বাংলা সিনেমায় অভিনয় করেন।স্বামী দিবানাথ সেনের প্রবল আপত্তি থাকলেও সুচিত্রা সেন মনের তাগিদে নিজেকে অভিনয়ে জড়িয়ে রাখেন। 'সাত নম্বর কয়েদি' ছবির পরিচালক ছিলেন সুকুমার দাশগুপ্ত। তারই একজন সহকারী পরিচালক নীতিশ রায় এ ছবিতে অভিনয় করার পর ছবি মুক্তির সময় রমা নাম বদলে নাম দেন 'সুচিত্রা সেন'। এরপর থেকেই কিশোরী বেলার বান্ধবিদের রমা বাবা মায়ের দেওয়া নাম রমা দাশগুপ্ত থেকে স্বামীর পদবী নিয়ে রমা সেন সবশেষে স্বপ্নসুন্দরী সুচিত্রা সেন হয়ে যান। সুচিত্রা সেন বাংলা ৫৬টি ও ৭টি হিন্দি মিলে মোট ৬৩টি ছবিতে নায়িকা হয়ে অভিনয় করেছেন। উত্তম কুমারের সঙ্গে জুটি হয়ে বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তোলেন। ১৯৭৮ সালে উত্তম কুমার মারা গেলে সিনেমায় অভিনয় বন্ধ করে দেন।১৯৬৩ সালে সাত পাকে বাঁধা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন সিলভার প্রাইজ ফর বেষ্ট অ্যাকট্রেস জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ভারত সরকারও তাকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করেন। ২০০৫ সালে তাকে দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার দেয়ার প্রস্তার রাখলে তিনি জনসমক্ষে আসতে চাননি বলে তা গ্রহণ করেননি। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ দেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে তিনি দেবদাস ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতেন, যা ছিলো তার প্রথম হিন্দি এ উপলক্ষে তার জন্মস্থান পাবনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন ও সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পাবনা টাউন গার্লস হাই স্কুলে সুচিত্রা সেন স্মরণসভা এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্রের সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। পাবনা সদর আসন সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স, অনুষ্ঠানে প্রধানঅতিথি থাকবেনমাননীয় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারমনোজ কুমার, সভাপতিত্বে করবেনডা রামদুলাল ভৌমিক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পাবনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আ স ম আবদুর রহিম পাকোন,পাবনা পৌর মেয়রশরীফ উদদীন প্রধান,আকবর আলী মুন্সী পুলিশ সুপার পিপিএম, পাবনা প্রেসক্লাব সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান,সম্পাদক সৈকত আফরোজ আসাদ, সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি ডা. রাম দুলাল ভৌমিক। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন, নিরবতা পালন ও স্মৃতিচারণ করা হবে। ২০১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি কোলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।অভিনয় জগতে যে বিষয়গুলির সঙ্গে আপোস করেননি মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। বাংলার মহানায়িকা মানেই যার নাম আসে তিনি হলেন সুচিত্রা সেন। সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কিংবদন্তি। যাঁর জায়গায় আজও টলিউডের কোনো অভিনেত্রী তার ধারে কাছেও যেতে পারেননি। ষাটের দশকের সেই মায়াভরা আর গ্ল্যামার চোখ আর লাস্যময়ীর অভিনয়ে আজও ডুবে রয়েছে বহু ভক্ত। মহানায়িকাকে নিয়ে আজও বাঙালির মন সেই উড়ুউড়ু। তাঁর বাকা ঠোঁটের হাসি দেখলে আজও যেন হৃদপন্দনটা একটু হলেও বেড়ে যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৭ সংখ্যা, সোমবার, ১ মাঘ, ১৪২৯

বাংলায় শিক্ষকের মান

বাংলায় শিক্ষকদের মান ক্রমশ তলানিতে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আর উচ্চ মানের শিক্ষক নেই বলতে গেলে চলে। মনে করা হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ধরনের দুনীতি হয়েছে তাতে বাংলার শিক্ষার মান ক্রমশ পিছনের সারিতে পৌছাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু একটি সময়ে বাংলার শিক্ষার মান ভারত সেরা ছিল। সেই সব স্বর্ণময় শিক্ষা পরিবেশের কথা আজকে সবাই ভুলতে বসেছে। এই বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল একটি সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে অতিক্রম করতে পারছে না। তার ফলে সুচতুর ইংরেজ সরকার স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে বলেছিলেন বিলেতে উপস্থিত হতে। সেখানকার শিক্ষা জগতে ভার তাঁর উপরে ন্যাস্ত করা হবে বলে ব্রিটিশ সরকার জানায়। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিলাতে যেতে নারাজ হন। তারপরে আসছেন সুকুমার সেন। তিনি তো বাংলার অন্যতম সেরা শিক্ষক ছিলেন। বাংলার রেনেসাঁসের যুগে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিভা। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে উজ্জ্বল ছিল। প্রতিটি ছেলেরা স্কুলে শিক্ষার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। কবি মাইকেল তো বিশ্বব্যিদালয়ের গণ্ডি পার হননি। হিন্দু স্কুল থেকেই পড়ে তাঁর ইংরেজি কবি হওয়ার বাসনা জেগে ছিল। তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের কাছে সেই সময়ে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর আশির্বাদ লাভ করে কবি মাইকেল বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে গিয়েছেন। বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা তখন বলিষ্ঠ ছিল। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ থাকার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এটা শুরু হয়েছিল একাত্তর সালে। সেই সময়ে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কোপ পড়তে শুরু করে। বলা হতে থাকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। নতুন চিন্তায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু তারা সেটা করতে পারেনি। উপরন্তু যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে। তার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেদিন থেকে রাজনীতিকরণ হতে শুরু করে দিয়েছে সেই দিন থেকেই বাংলার শিক্ষার হাল ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে। একটি সময়ে বাংলার তার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব অনুভব করতো। সেটা ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি হতে থাকে। তার ফলে আমরা পেয়েছি আচার্য জগদশ চন্দ্র বোস, প্রফুল্ল রায় এবং সত্যেন বোসকে। কিন্তু তারপরে আমরা আর কাউতে এদের মতো সমকক্ষ বিজ্ঞানী পেলাম না। তার একটি মাত্র কারণ বিজ্ঞান চর্চার ঘাটতি দেখা দিল। গবেষণা করা ব্যাপারে অনীহা দেখা দিতে থাকলো। কোনও রকমভাবে গবেষণা করে ডিগ্রি পাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। তার ফলে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা ক্রমশ হারাতে থাকলো। শিক্ষায় যদি মৌলিকত্ব না থাকে তাহলে কিন্তু শিক্ষা তার স্বাধীনভাবে ডানা মেলে উড়তে পারে না। তার বড় প্রমাণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিক্ষার মৌলিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। শিক্ষা কোনও সময়ে একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। সব সময়ে শিক্ষা তার স্বাধীন চিন্তার ওপরে নির্ভর করে থাকবে। ছাত্ররা যাতে উচিত স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হতে পারে তার দিকে নজর দিতে হবে। তবেই শিক্ষা ক্রমশ উজ্জ্বল পথ ধরে এগোতে থাকবে। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম যে ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলার শিক্ষার মান একেবারে উচ্চাঙ্গে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারপরে কোন কৌশলে সেই স্থান থেকে ক্রমশ বাংলার পিছতে শুরু করলো তা নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলার ওপরে বারবার রাজনৈতিক আক্রমণ হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে বেশি করে হয়েছে। শিক্ষার মান যাতে বৃদ্ধি না পেতে পারে এবং বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানকে যাতে অতিক্রম না করতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। স্বাধীনতা পরই আমরা দেখতে পেলাম এক শ্রেণি বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে যে ভিয়েতনামের একজন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন একটি দেশকে শেষ করে দিতে গেলে শিক্ষার ওপরে বারবার আঘাত করলে সেই দেশ একেবারে ধ্বংস পরিণত হবে। যুদ্ধ করে সেই দেশকে ধ্বংস না করলেও চলবে। অস্ত্র ব্যবহার না করে শুধু মাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করলেই সেই দেশ আপনা থেকে একদিন ভেঙে পড়বে। লড়াই করতে হবে না শত্রু দেশের সঙ্গে। অধ্যাপক কৌশিক বসু মনে করেছেন, যখন সমস্যা দেখা দেবে তখন কিন্তু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে সমস্যার থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নাহলে কিন্তু সমস্যা আর বেশি করে তীব্র আকার ধারন করতে থাকবে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ওপরে বেশি করে বিনিয়োগ করার প্রয়োজন রয়েছে। সবার শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সবাই যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করার অধিকার পেতে পারে তাহলে কিন্তু জনজীবন স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু বিভাজন এবং ঘৃনার রাজনীতি যদি পরিবেশকে গ্রাস করে তাহলে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ কমতে থাকবে। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করতে না পারলে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করবে। তখন তাকে রুখে দেওয়ার মতো কোনও উপায় থাকবে না। সেই কারণে প্রথমেই দরকার হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি হতে না পারলে কিন্তু পড়ুয়াদের মান ক্রমশ কমতে থাকবে। বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতি সেই রকম তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষার মান কমতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের শিক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকা একেবারে অসম্ভব। তারা যা শিক্ষা দেবে তা দিয়ে একটি প্রতিভা তৈরি হওয়া একেবারে অসম্ভব। অতীতে শিক্ষকদের শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। আর ছিল সদইচ্ছা। ছাত্রদের সৎ পথে পরিচালিত করার একটা প্রবল ইচ্ছা কাজ করতো শিক্ষকদের।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা।

মকর সংক্রান্তি ও বাংলার কৃষিকৃষ্টি

কল্যাণ চক্রবর্তী

'মকর' হচ্ছে পৌরাণিক এক মৎস্য, হতে পারে শুশুক বা Gangetic Dolphin. মকরকে বলা হয় গঙ্গাদেবীর বাহন, বরুণদেবেরও বাহন অনেক চিত্রে দেখা যায় কুমিরের আকৃতিবিশিষ্ঠ জন্তু। কন্দর্প বা কামদেবের ধ্বজচিহ্নে বা পতাকায় মকর অঙ্কিত থাকতে দেখা যায়। মকর হিন্দুদের প্রেম ও কামনার দেবতা কামদেবের প্রতীক। কামদেবের পতাকা 'মকরধ্বজ' নামে পরিচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্রের দশমতম রাশি হচ্ছে 'মকর'। হিন্দু বিশ্বাসে উর্বরাশক্তির প্রতীক জলের সঙ্গে মকরকে মেলানো হয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলার নানান মোটিফে মকরের চিত্রাঙ্কণ দেখা যায়। দেখা যায় সাঁচি স্তুপসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ স্তুপের তোরণে মকরের মূর্তি। রাজপ্রতীকেও মকরের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।'মকর সংক্রান্তি'তে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। আর এই সূর্যোৎসবে দেশের নানা প্রান্তে পালিত হয় শস্যোৎসব। দিনটির গুরুত্বও অন্য কারণেও। দিনটিতে শেষ হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন। তারপর শুরু হবে সূর্যের উত্তরায়ন। শীতের অবসানের সূচনা, জড়তাজড়িমার অবসান বার্তা। এদিনেই গঙ্গাসাগর মেলা, এদিনেই বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামে জয়দেবের মেলা।গ্রামীণ জীবনে ধানই ছিল ধন, তাই মানুষের মনোভূমে ধান্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব। আর মান্যতা পেত গোধন-ধান ধন বড় ধন আর ধন গাই।সোনারূপা কিছু কিছু আর সব ছাই। এই ধান্যসম্পদের প্রতি, গোসম্পদের প্রতি গ্রাম ভারতের চিরকালীন কামনা তাকে গোলায় গোলায় পূর্ণরূপে ভরার সনির্বন্ধ আকুতি, নিজের সন্তানকে দুধে ভাতে রাখার এক অসামান্য মিনতি-গোরু জরাধানরাখো বিদ্যমান। বাঙ্গালীর যখন গোলায় গোলায় ধান, তখনই গলায় গলায় গান। অন্তরের কথা যেন কথাসাহিত্য হয়ে বের হয়ে আসে আলগোছে যার আছে গোলায় ধানতার আছে কথার টান। পৌষ পার্বণ ও আনুপূর্বিক কৃষিসাংস্কৃতিক কৃত্য হচ্ছে ধান কেন্দ্রিক অখণ্ড কৃষির পরিপূর্ণ রূপ ধান্যলক্ষ্মীর অনাবিল উপাসনা। এ হল শালীধানের পৌষালি কৃত্য হৈমন্তিক ধানের বাস্তবিক সত্য, আমনের ধান চাল হয়ে বেরিয়েছে – এ সেই ব্রীহি ধানের সাংস্কৃতিক চালচিত্র।পৌষসংক্রান্তিতে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী কোথাও পৌষপার্বণের নামই 'নবান্ন'- প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নয়া হেউতি ধান। কেউ কাটে কেউ ঝাড়ে কেহ করে নবান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার মিলেমিশে একাকার। উৎসবের নাম যাই হোক, তা আদতে ধান্যোৎসব, যার ভরকেন্দ্র জুড়ে আছে নানান শালীধানের স্তূপ -পাকে ধান্য নানা জাতিকতো হীরা লীলামতি। দেবীর আবরণ ও আভরণ হয়ে ওঠে নানান ধানবৈচিত্র্য কোনোটি দেবীর আলতা, কোনটি পাসুলি, কোনটি আবার গলার সাতনরী হার চুলের সৌকর্য, সিঁথির অলঙ্কার আর পায়ের নূপুর-পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।উরুর উপরে পরেন বড় শোভা তার।।সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল করিল। মুক্তাশাল সিঁথায় সিন্দূর শোভা পায়।করবী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।বাঙ্গলার মনীষা ভেবেছে, ধান প্রকৃতির দান, ঈশ্বরের কৃপা, সে তো কারও ব্যক্তি সম্পদ নয়! ধানের উৎপাদনবন্যা যেন ভগবতীর বাৎসল্য ধারা সে করুণাধারা ধান্যসম্পদ হয়ে আমাদের গোলায় অধিষ্ঠান করে, উদর পরিতৃপ্ত করে।তাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখছেন, নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়স্বজনকে দিই, পাড়া -প্রতিবেশীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সকলকে অর্পণ করি। কেন?... আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা.. ।তিনি লিখছেন, লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীরূপেই বরণ করিতে হয়, আর যাঁহার করুণা ধান্যের স্বর্ণাবরণের অন্তরালে শস্যরূপে প্রাণপদ, তাঁহারও পূজা করিতে হয়। তবে ইহার মহিমা থাকে। এই জন্যই বুঝি নবান্ন ও পৌষ সংক্রান্তিতে ধান্যলক্ষ্মীর পুজো আর পালপার্বণ। আর এজন্য পৌষ কৃষকের উৎসব।কৃষিজীবী মানুষ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিবসে পালন করে 'আউড়িবাউড়ি'র লোকাচার। সে যেন দেবী লক্ষ্মীর মর্ত্যজীবনচক্র ইকোসিস্টেমের জলচক্র আর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গ্রামীণসংবিৎ। সিন্ধুসাগরে দেবী লক্ষ্মীর আবাসন, সাগরের জল উবে ধোয়াডানা মেলে মেঘ হয়ে যান দেবী, মেঘে ভরকরে দেবীর উড্ডীন রাঢ়বঙ্গের নীলাকাশে বর্ষার মেঘমালা বর্ষণ হয়ে জন্ম নেয় মাটির কৈশিক জল আর তারই কাদামাটিতে লালিতপালিত হন ধান্যলক্ষ্মী, কৃষকের সবুজ ক্ষেত্রে। অবশেষে সবুজ হিন্দোল রূপান্তরের পথে হয়ে ওঠে সোনালি ফসল কৃষকের কাস্তেতে চয়িত হয়ে দেবী গোযানে চেপে আবির্ভূত হন কৃষকের গৃহে। এটাই হল 'আউনি' বা আগমন, কথ্য ভাষায় 'আউড়ি'। তারপর দেবী সস্নেহে চেয়ে দেখেন বাংলার ঘরগেরোস্থালী, বুভুক্ষু মানুষের উদরের জঠরের জ্বালা। এটাকেই বলা হয় 'চাউনি', বা চেয়ে দেখা, লোকভাষায় 'চাউড়ি'। তারপর গৃহলক্ষ্মীবধূর পরম আহ্বানে চঞ্চলা লক্ষ্মী বাঁধা পড়েন গৃহের আনাচে কানাচে, গোলাঘরে, বাক্সতোরঙের ডালায়, রান্নঘরে, নানান গৃহতৈজসে – গোবরের সঙ্গে মুঠকাটা খড় পাকিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে দেবীকে অচলা করার মেয়েলি আচার পালিত হয়। এরই নাম 'বাউনি' বা বন্ধন, লোকভাষায় 'বাউরি'। এ তিন লোকসাংস্কৃতিক কৃত্য মিলিয়ে 'আউড়িবাউরি' লোকাচার। রাঢ় বাংলায় তার নানান অধিরূপ। বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রে ধান সম্পৃক্তিতে নানান সময়ে লক্ষ্মী উপাসনার যে বহুতর ধারা পরিলক্ষিত হয়, তার অন্তিম পর্ব হল পৌষপার্বণ। কখনো ধানের ক্ষেতে বৃষ্টি আনার মেয়েলি অনুষ্ঠান ভাঁজো ভাদ্রআশ্বিনে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে তুষ্ট করে নৃত্যগীত পরিবেশন কখনো গর্ভিণী ধানের সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান নলসংক্রান্তি, ধান ফুলের ছড়া আবৃত্তি কখনো মুঠকাটা ধান নিয়ে জলের ঝারা ছিটিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে গৃহকর্তার মাথায় চেপে দেবীর গৃহে আগমনবার্তা।আশ্বিন সংক্রান্তির 'ধান ডাকা'র সময় ধানের ডগা পোয়াতি মায়ের পেটের মতোই ফুলে ওঠে, এটি ধানের থোর দশা বা Booting stage, এটিই হল 'ধানের গর্ভসঞ্চার'। কৃষিজীবী মানুষ এই সময় থেকেই পৌষপার্বণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ধানক্ষেতে নলপুজো করে নলখাগড়ার প্রভূত প্রজনন ক্ষমতাকে ধানফসলে সঞ্চারিত করতে চায়, ফলাতে চায় প্রচুর ধান এ এক অনুকরণাত্মক যাদু বিশ্বাস। সশিষ নলগাছ কেটে নানান বনৌষধি ও অন্যান্য সামগ্রী বোয়াল পাতায় মুড়ে রাঢ়বঙ্গে ধানজমিতে নলগাছের পাতায় বাঁধা হয় থাকে বুনো ওল, কেশুতের শেকড়, রাই সরষে, হলুদ, নিম, শুকতো পাতা, চালের ক্ষুদ। নলের গোড়া ধুয়ে শালুক ফুলে জড়িয়ে ধানক্ষেতে নল পুজো করেন কৃষক।কার্তিক সংক্রান্তিতে উত্তরবঙ্গ ও সন্নিহিত বাংলাদেশে শস্যদেবতা কার্তিককে পুজো করা হয়, কাটোয়া মহকুমায় পরে তিনিই (নবানে কার্তিক) পূজিত হন নবান্নএর

উৎসবে। কার্তিক সংক্রান্তিতে গাওয়া হয় ফসলসুরক্ষার গান – কাল না ছেলেটায় ডাক দিয়া কইয়া যায়বাদুড় পড়িছে খেতেআরে রে বাবুইরেখেতের পাকে ধান না খাইলে। কার্তিক থেকে অঘ্রান সংক্রান্তি পর্যন্ত হৈমন্তি ধান মাড়াই ও ঝাড়াইএর শুভপর্বে উত্যাপিত হয় ইতুলক্ষ্মী ব্রত। সূর্য দেবতা কখন যে লৌকিক বিবর্তনে হয়ে উঠেছেন ধানকেন্দ্রিক শস্য দেবতা ইতুলক্ষ্মী, তার ইতিহাস অধরাই থেকে যায়। রবিবার ইতুর সাপ্তাহিক পুজো এরই মধ্যে উত্যাপিত হয় নবান্ন ইতু উত্যাপনের একেবারে শেষ পর্বে নিবেদিত হয় নতুন চালের পিঠে, মুঠপিঠে আর পরমান্ন আর বাংলার কোথাও কোথাও এরই নাম 'সাধ'।নবান্নের পূর্বে পাকাধানের আড়াই মুঠ কেটে, বাড়িতে এনে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপুজো। তারপর নবান্নে লঘু চাল থেকে প্রস্তুত হয় নানান পিঠেপুলি তা থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হয় দেবভোগ আর পিতৃভোগের জন্য। ধান্যলক্ষ্মী ঘরে এসেছে যে! গৃহাঙ্গন লেপেপুছে আলপনার নান্দনিকতায় শিল্পমুখর ভরা মরাইএর পাশে তার নানান চিহ্নসংকেত কৃষিজীবী মানুষের কামনার ভাষা নন্দনতত্ব হয়ে দেখা দেয়। তাতে ধানের ছড়া আঁকা, লক্ষ্মীর জুমর্ফিক ফর্ম প্যাঁচাই লক্ষ্মীর চিত্র, পদ্মাসন, গোসম্পদের রূপকসংকেত, দালান কোঠার সরল অবয়ব, গৃহস্থালি নানান সামগ্রীর চালচিত্র পিটুলির টানে প্রকাশিত।অবশেষে এসে যায় পৌষ সংক্রান্তি সূর্য ধনু রাশি থেকে মকরে সঞ্চারিত হন, তাই এর নাম 'মকর সংক্রান্তি' এই দিন থেকেই সূর্য দেবতার উত্তরায়ণ যাত্রা, তাই এর নাম 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি'। বাঙ্গলায় এটি 'পিঠেপরব' আর বসতভিটায় বাস্তুপূজার দিন। পৌষপার্বণের দিন কিংবা তার পূর্বদিনে তুলসীমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। কোথাও 'ঝিকা' গাছের ডাল কেটে এনে তার তলায় পুজো হয়, মাটির হাঁড়িতে পাটশলমির আগুনে দুধচালবাতাসা ফুটিয়ে 'চরু' রেধে বাস্তুদেবতার ভোগ তৈরি করেন পুরোহিত। পৌষপার্বণের দিন উঠোনে মড়াইএর পাশে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী।পৌষমাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী গ্রামবাঙ্গালায় পিঠেপুলির সমারোহ। নতুন চালের গুঁড়ি বা 'সবেদা' (সবেদা ফলের শাঁস জিভে যেমন দানাময় অনুভূতি আনে, চালের গুঁড়িও সেই গ্রোথনে ভাঙ্গা হয়, তারই অনুষঙ্গে এই নাম), খেজুরগুড়, নারকেল কোড়া, কলাই ডালের মণ্ড, মুগডাল সিদ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত হয় নানান সুস্বাদু খাবার। পৌষপার্বণের দিন তার এলাহি সমারোহ- চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরালী, চন্দনপাটা তৈরি হয় সেদ্ধ পিঠে, ভাজা পিঠে, সরুচাকলি নানান বৈচিত্র্যের চিতোই পিঠে, গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, পাকান, ভাপা, কুলশি পিঠে, কাটা পিঠে, চাপড়ি, চুটকি, নকশি, হাঁড়ি পিঠে, ঝুড়ি পিঠে, পাতা পিঠে, তেজপাতা পিঠে, পোয়াপিঠে, ফুলঝুরি পিঠে, খেজুরপিঠে, চুষিপিঠে ইত্যাদি। বাংলার কোনো বনবাসী কৌমসমাজে তৈরি হয় মাংসপিঠে আর সব্জি পিঠে।পৌষপার্বণের দিন বাঙ্গলার উঠোনএগনা এক আশ্চর্য নান্দনিকতায় ভরে ওঠে গোবরজলে নিকোনো গোটা উঠোন জুড়ে আলপনার নানান সৌকর্য। ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, দেবীর গয়না, চাষের উপকরণের চিত্র – গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই আঁকা হয় পরম আনন্দে পৌষ গাদা থেকে পুজোর সামিয়ানা, পুজোস্থল থেকে গৃহসিংহাসন-সর্বত্রই মা লক্ষ্মীর শুভ পদচিহ্ন আঁকা। পিটুলিগোলা পায়ে পা ফেলে ফেলে দেবী কৃষকের গৃহে আসবেন, হবেন অচলা। যেহেতু বাইরে পুজো করে গৃহে লক্ষ্মী আনার ব্যবস্থা তাই কোথাও এর নাম 'বাহির লক্ষ্মীপূজা'। লক্ষ্মী পূজিত হবার পর রাতে যখন তাঁর বাহন পেঁচা বা শেয়াল (দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের বিশ্বাস) ডেকে ওঠে তখন গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মী তুলে ঘরে আনেন তাঁকে। বাঙ্গলার কোনো কোনো অঞ্চলে পৌষপার্বণের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল 'পৌষআগলানো'। বাঙ্গালি রমণী পৌষ বন্দনা করে গেয়ে ওঠে, এসো পৌষ যেও নাজন্মে জন্মে ছেড়ো না।পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি,হাতে নড়ি কাঁকে ঝুড়ি,পৌষ আসছে গুড়ি।আনবো গাঙের জলঘরে বসে নেয়ো খেয়ো।বাহান্ন পেটটি হয়োঘরে বসে পিটে খেয়ো।এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো। কোথাও বানানো হয় 'পৌষবুড়ি'র গোবরমূর্তি। সোনার পৌষকে ছাড়া যাবে না, তাকে বাঁধতে হবে, শস্যসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করতে হবে। বাঙ্গলার নারী তাই ঘরের আঙিনায় সোহাগি পৌষকে নানান মৌখিক সাহিত্যের ঝাঁপি নিয়ে আগলায়।বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পৌষমাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার পৌষলক্ষ্মীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এ দেবীর অ্যানথ্রোপোমর্ফিক প্রতিমাপূজা নয়, নতুন ফসলের নৈবেদ্যে, নতুন ধানের অলঙ্কার নির্মাণ করে, নতুন চালের গুঁড়িতে প্রস্তুত লক্ষ্মীদেবীর পদচিহ্ন এঁকে দেবীর আরাধনা – শস্যদেবীর বোটানিক্যাল ফর্ম যা 'কোজাগরী লক্ষ্মী' থেকে দৃশ্যতই আলাদা। ধনের দেবীর তুলনায় ধানের দেবীর প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে, সমগ্র বাঙ্গলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক শস্যদেবীর ঐতিহ্য।পৌষপার্বণের অপরিহার্য আঙ্গিক তার অনুপম আলপনা। আলপনার ঠাট, রূপক সংকেত নিয়ে অনেক গবেষণাই হয়েছে। আলপনা যখন 'the art of drawing ails (embankment)' তখন তার কৃষিসম্পৃক্ততা অবশ্য বিবেচিত। বর্তমানের আলপনায় যে জ্যামিতির প্রকাশ, তার সূত্রপাত হয়তো জমি তৈরি আর তা সমতল করে তোলার প্রাচীন প্রক্রিয়া থেকে। জোয়ালবাহিত আদি লাঙ্গলের মৃত্তিকা খননে তৈরি হয়েছিল মাঠের আলপনা, তার দুপাশে বলদগরুর পদচিহ্ন, জমি কর্ষণে উঠে আসা পোকামাকড়ের লোভে ধেয়ে আসা পাখপাখালির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদচিহ্ন, সর্বোপরি মাঠভর্তি পাকা ফসলের স্বতন্ত্র সমারোহ – সব মিলিয়ে মানুষের সহজাত নান্দনিকতায় গড়ে উঠেছে ব্রতপূজার আলপনা, তাতে অনবধানে মিলেমিশে একাকার অন্তরে উদ্ভাসিত প্রকৃতির কৃষিবাস্তুতন্ত্র। মানুষের মনে জারিত হয়ে আলপনা হয়ে ওঠে কৃষিজীবী মানুষের জাদুবিশ্বাস আর নান্দনিকতার মিলিত ফসল।শুধু যে পৌষলক্ষ্মীর পুজোর স্থলেই আলপনা আঁকা হয়, তা নয় আলপনা দেওয়া হয় সংরক্ষিত বীজধান রাখার মাটির কলসিতে এবং তার বেদীতে। আলপনা দেওয়া হয় পৌষ সংক্রান্তির পর দিনও এদিন কোনো কোনো জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় 'যাত্রালক্ষ্মীর পুজো'। কোথাও এর নাম 'বাউনি পুজো'। উঠোনের মাঝে কৃষিসরঞ্জাম রেখে চারপাশ জুড়ে আঁকা হয় আলপনা। যে সরঞ্জাম দিয়ে এ যাবৎ কৃষিকাজে সাফল্য এসেছে, আজ তারই ধন্যবাদাত্মক চিন্তনপূজন আজ সেগুলিরই কাদামাটি ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করার দিন। এই আলপনাবিলাসে কী না নেই! জোয়াল, লাঙল, নিড়ানি, কাচি, খুরপি, কাস্তে, কোদাল, শাবল, দা, কুড়ুল। কোথাও তার প্রতিরূপগুলিও সহজ সরল টানে আঁকা হয় যেন গৃহের শিশু, বালকবালিকাকে কৃষিযন্ত্রপাতির অবয়ব চেনানোর ও কার্যকারিতা বোঝানোর এক বার্ষিক মরশুম। ক্ষেতের ধান প্রথমে এসে কৃষকের খামারে ওঠে, তারপর মাড়াইঝাড়াইএর পর যায় গোলায়। ধানরক্ষিত খামারেও তাই মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। কৃষকরমণী তাই খামারেও আঁকেন নানান আলপনা – লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ্মফুল। যেদিন প্রথম ধান খামারে মাড়াই করা হবে, সেদিন খামার পুজো করার অনুষঙ্গেও মেহীখুঁটি, মুঠধানের মুঠি, ধামাকুলো, দাওনদড়ি ও বলদের পাশে দেওয়া হয় 'রেখাআলপনা'। নবান্নের দিন কোনো কোনো জায়গায় চাল দিয়ে গুঁড়ি আলপনা দেওয়ার চল আছে। বাড়ির সদর দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্তও আঁকা হয় আলপনার নানান ঠাট। এছাড়া লক্ষ্মীগোলাকে কেন্দ্র করে বিন্দু দিয়ে শুরু করে উপর্যুপরি ক্রম বর্ধমান বৃত্তাকার আলপনা, তাতে জুড়ে থাকে মইএর নকশা। গোলার গায়েও আলপনা দেওয়া হয়। এছাড়া পৌষপার্বণ উপলক্ষে লক্ষ্মীব্রতের চালিতে আঁকা হয় প্যাঁচার ঠাট।মকরস্নান আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তাজড়িমাতামসিকতার অবাধ্যরিপুকে জয় করার সংগ্রাম। বাংলার কুমারীকূলও একসময় মাসব্যাপী মকরস্নানব্রত শুরু করতো ঠাণ্ডার ভোরে দিদাঠাকুমার হাত ধরে পাঁচডুবি স্নান আর মকরস্নানের ছড়ার আবৃত্তি-এক ডুবিতে আইঢাই।দুই ডুবিতে তারা পাই।।তিন ডুবিতে মকরের স্নান।চার ডুবিতে সূর্যের স্নান।পাঁচ ডুবিতে গঙ্গাস্নান। দেশ জুড়েই মকর সংক্রান্তির দিন নদী বা সাগরে পুণ্যস্নান। প্রয়াগ, হরিদ্বার, গড় মুক্তেশ্বর, গঙ্গাসাগরে স্নান উপলক্ষে জমজমাট মেলা। প্রয়াগে পূর্ণ ও অর্ধকুম্ভের সূচনা আর তাতে দেশব্যাপী সাধুসন্তের পুণ্যআগমন।কৃষকের অন্নের ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, গোলায় সম্বৎসরের রসদ যখন মজুত, তখনই আসে 'পৌষপার্বণ'। কাজেই এ এক শান্তি আর সমৃদ্ধির উৎসব। ভারতবর্ষের নানান অঙ্গরাজ্যে তার বহুধা বিস্তৃতি। কোথাও এর নাম 'পোঙ্গাল', কোথাও 'লোহরি', কোথাও 'ভোগালি বিহু', আবার কোথাও 'ইল্লুবিল্লা'। এরকমভাবে কোথাও এর নাম 'খিচরি', 'উত্তরায়ণ', 'মাঘী', 'তিলগুল', 'সকরাত' প্রভৃতি।তামিল জনগোষ্ঠী এই সময়েই (১৪ থেকে ১৭ ই জানুয়ারি) পালন করে ঐতিহ্যবাহী ফসলোত্তর 'পোঙ্গাল' উৎসব। অনুষ্ঠানকৃত্য অনেকটা নবান্নেরই মত। এই গ্রামীণ উৎসবে সালোকসংশ্লেষের দেবতা সূর্যের প্রতি জানানো হয় অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, ফসল ও গবাদি পশুর প্রতি জ্ঞাপিত হয় অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। কর্ণাটক প্রদেশে এই উৎসবেরই ভিন্ন নাম 'ইল্লুবিল্লা' এবং 'মকর সংক্রমণা'। চারদিন ব্যাপী পোঙ্গালের চারটি ভিন্ন নাম – ভোগি পোঙ্গাল, সূর্য পোঙ্গাল, মাতু পোঙ্গাল এবং কানুম পোঙ্গাল। তামিল ও তেলেগুতে 'পোঙ্গাল' শব্দের অর্থ হল 'হাঁড়িতে সেদ্ধ ভাত' অতএব এ ভাতেরই উৎসব। নতুন চালের ভাত খেয়ে নববর্ষ উত্যাপনের এক কৃষিকৃষ্টি। এদিন সেই চালের গুঁড়ো দিয়েই বানানো হয় 'কোলম' আর তা দিয়েই আঁকা হয় আলপনা। পরিধান করা হয় নববস্ত্র, বন ফায়ার করে পুড়িয়ে ফেলা হয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, হতে পারে তা ফসলের খড়নাড়াও তার ছাই দিয়ে কৃষিজমি উর্বরা হবে। এদিন বাড়ির প্রবেশদুয়ার সাজানো হয় কাটা আখগাছের কাণ্ড দিয়ে, তাই বাজার জুড়ে আখের ব্যাপক আমদানি। বাড়িতে তৈরি হয় তিল ও নারকেলের নানান ভোজ্যবস্তু।

কেন মকর সংক্রান্তিতেই সাগর স্নান,এত বড় উৎসবের আয়োজন

কৌশিক দাস

গঙ্গা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মিলন স্থানকে বলা হয় গঙ্গাসাগর। এটি একদিকে তীর্থভূমি আবার অন্যদিকে এটি মেলাভূমি। এই দুয়ের মেলবন্ধনে আবদ্ধ গঙ্গাসাগর মেলা। গঙ্গা নদীর মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন ও সগর রাজার পুত্রদের জীবন বিসর্জনের লোকগাঁথাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই বিখ্যাত তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর। কিন্তু মকর সংক্রান্তিতেই কেন গঙ্গাসাগরে এত বড় উৎসবের আয়োজন হয়?

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, অযোধ্যার ঈক্ষাকু বংশীয় রাজা সাগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করেন দেবরাজ ইন্দ্র। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনি আশ্রমের পেছনে সেই ঘোড়াগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন দেবরাজ। সেই ঘোড়া খুঁজতে গিয়েই কপিল মুনির রোষে ভস্মীভূত হয়েছিলেন সাগর রাজার ৬০ হাজার ছেলে এবং তাদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সাগর রাজার নাতি ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সগর পুত্রদের ভস্মাবশেষ ধুয়ে ফেলেন এবং তাদের আত্মাকে মুক্ত করে দেন।

বাংলা প্রবাদেই রয়েছে, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে এবং কপিল মুনির আশ্রমে পুজোর দেওয়ার জন্য ভিড় জমান। এই দিনেই গঙ্গাসাগরে মহা ধুমধাম করে বিরাট মেলার আয়োজন হয়, যা গঙ্গাসাগর মেলা নামে পরিচিত।লোককাহিনী অনুযায়ী, গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির একটি আশ্রম ছিল। এক সময় সেটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে তার ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। প্রত্যেক বছর মকর সংক্রান্তি বা পৌষসংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে লাখো লাখো লোকের সমাগম ঘটে এই সঙ্গমে। এই সমাগমকে ঘিরে

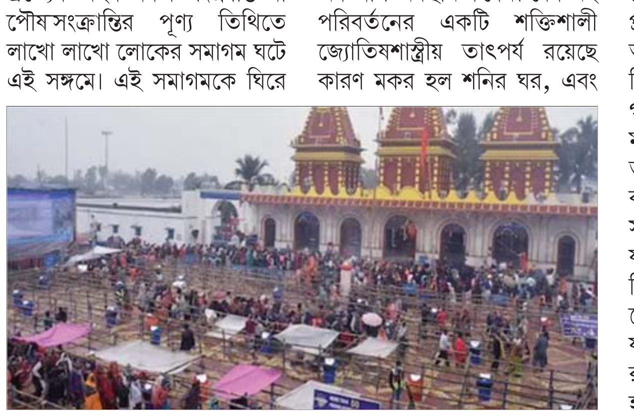

গড়ে উঠেছে বিরাট মেলা যার নাম গঙ্গাসাগর মেলা। পুণ্যস্নান এবং দানধ্যান সংক্রান্তির প্রধান কর্তব্য। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে লাখ লাখ মানুষের সমাগম হয়। তারপর তীর্থযাত্রীরা কপিল মুনির মন্দিরে পূজা করতে যান। সাধুসন্তরা গঙ্গাসাগর মেলার বিশেষ আকর্ষণ। তীব্র শীত উপেক্ষা করে তারা ছাইভস্ম গায়ে মেখে অনাবৃত অবস্থায় ধর্মীয় নিয়ম পালন করেন।

শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, যিনি গঙ্গাসাগরে যেতে পারবেন না তিনি যে কোনও জলাশয়ে সাগরকে স্মরণ করে স্নান করতে পারেন। হিন্দু ধর্মে, গঙ্গাসাগরে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নানের গুরুত্ব রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রতেও। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সংক্রান্তিতে সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, মকর সংক্রান্তি শুরু হয় যখন সূর্য দেবতা মকর রাশিতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। র্যের এই পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য রয়েছে কারণ মকর হল শনির ঘর, এবং শনি এবং সূর্য উভয়েরই একে অপরের প্রতি বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে। শনি হলেন সূর্য দেবের পুত্র। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময়, সূর্য তার ছেলের প্রতি তার রাগ ভুলে যায় এবং একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রসারিত করে। এটিকে একটি শুভ সময় চিহ্নিত করা হয় এবং এর মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে।

মকর সংক্রান্তি হল দীর্ঘ শীতের সমাপ্তি। পাশাপাশি এটা নতুন ফসল কাটার সময়। হিন্দু সংস্কৃতি অনুসারে, এটিকে উত্তরণের পবিত্র পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অশুভ সময়ের সমাপ্তি এবং ভাল সময়ের শুরু। এই সময় থেকে রাত ছোট এবং দিন বড় হতে শুরু করে। এটি জ্যোতিষ অনুশীলন এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত আন্দোলনের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত বন্ধন প্রতিফলিত করে।

এছাড়াও গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির দিনে স্নানের পুণ্যের পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে, যে দিন শিবের চুল থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে ঋষি কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছেছিল, সেই দিনটি ছিল মকর সংক্রান্তির দিন। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির একটি মন্দির রয়েছে। কপিল মুনিকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়। কপিল মুনির সময়ে রাজা সাগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞের ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করেন। বিশ্বাস করা হত যে, এই ঘোড়াগুলো কোন রাজ্য থেকে যাবে, সেখানকার রাজাকে সাগর রাজার পরাধীনতা মেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই ঘোড়াকে রক্ষা করতে রাজা সাগর তাঁর ৬০ হাজার পুত্রকেও পাঠিয়েছিলেন।

কথিত আছে, সারা বছর নাকি এই আশ্রম সাগরের নীচেই অবস্থান করত। মকর সংক্রান্তিতে নাকি কপিল মুনির আশ্রম উঠে আসত গঙ্গার উপরে। তবে এর সত্যতা নিয়ে রয়েছে অনেক ধোঁয়াশা। কথিত আছে, সাগর রাজার ছেলেদের উদ্ধার করতেই সাগরের নাতি ভগীরথ কপিল মুনির নির্দেশ মতো স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গা শিবের জটা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছায় এবং সাগরে গিয়ে মেলে। সেই দিনটি ছিল মকর সংক্রান্তি। তাই মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। আজও মানুষের মনে বিশ্বাস, এই পুণ্য দিনে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমে স্নান করলেই নাকি সমস্ত খারাপ থেকে মুক্তি মেলে।

চিনে এত কেন করোনার বলি হচ্ছে

লোকে বলে, চিন থেকে করোনা সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেরই লোকেরা চিনের দিকেই আঙ্গুল তুলছে। চিনকে দোষারোপ করতে কেউই ছাড় দিচ্ছে না। চিন প্রথম থেকেই তাদের ওপর তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছে। আবার সেই কোভিডের ভয়ংকর ছবি উঠে আসছে লালচিনে। জিরো-কোভিড পলিসি তুলে নেওয়ার পরেই হু হু করে বেড়েছে কোভিড সংক্রমণ। যার ফলে, জানতে পারা গিয়েছে, ৩০ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬০ হাজার মানুষের। প্রকাশ্যে আসা এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্যে ঘুম ছুটেছে সকলের। গত শনিবার বেজিংয়ে সে দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন সাংবাদিক বৈঠকে জানায়, গত ৮ ডিসেম্বর থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত চিনে ৫৯ হাজার ৯৩৮ জন কোভিড আক্রান্তের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এই রেকর্ড সংখ্যা

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগের। সম্প্রতি করোনা সংক্রমিত ও মৃতদের সঠিক পরিসংখ্যান গোপন রাখার অভিযোগ উঠেছিল চিনা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। যে কারণে তীব্র সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় জিংপিন সরকারকে। তবে স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে জানানো হয়, করোনা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিনে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একইসঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সুস্থতার হারও। দ্রুত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পাচ্ছেন রোগীরা। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে চিন প্রশাসনকে স্পষ্ট করে বলা হয়, সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে তারা যেন কোভিডের সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। দেশের কোন প্রান্তের করোনা পরিস্থিতি কীরকম, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তুলে ধরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরই সামনে এল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, গত নভেম্বর থেকেই চিনে নতুন করে চোখ রাঙাতে শুরু করেছিল করোনা ভাইরাসের নয়া প্রজাতি। তা সত্ত্বেও ডিসেম্বরে জিরোকোভিড নীতি তুলে দেয় চিন। যা নিয়ে জোর সমালোচনা হয়। আর এবার প্রকাশিত পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, জিরোকোভিড নীতি তুলে দেওয়ার ফলে কী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এই ভাইরাস। যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে শুধুমাত্র হাসপাতালে মৃতের সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হননি, তাঁদের মৃত্যু হয়ে থাকলে সেই সংখ্যা আরও অনেকটাই বেশি বলেই মনে করা হচ্ছে।

নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, বুনিয়াদপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পৌরসভার ভেতরে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হলো। জানা গেছে, পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সেলিমাবাদ এলাকার মানুষজন এবার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুবিধা পাবেন। ইতিমধ্যেই সুস্বাস্থ্য কেন্দ তৈরির জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। পৌরবাসীর প্রাথমিকভাবে যেকোনো শারীরিক সমস্যা হলে প্রথম অবস্থায় এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে অন্যান্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সবসময়ের জন্য উপস্থিত থাকবেন এলাকার সরকারি চিকিৎসকরা। পৌরসভার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হলে উপকৃত হবেন সমগ্র পৌরবাসী। এখন থেকেই আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন সকলেই। বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক জয়ন্ত কুণ্ডু জানিয়েছেন, এটির পাশাপাশি আরও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হবে এই পুরসভা এলাকায়। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের পাশাপাশি সমস্ত রকম প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা রাখা হবে যাতে এলাকাবাসী উপকৃত হন। বর্তমানে বুনিয়াদপুরে পুরসভার বিল্ডিংয়ের পাশেই এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অতি দ্রুত তৈরি করা হবে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে পৌরসভাগুলির সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। যাতে গর্ভবতী মহিলা সহ শিশুরা সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পান। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ওষুধপত্র।

সিবিআইয়ের হানা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারে রেলের এক ঠিকাদারের বাড়িতে রাতভর তল্লাশি চালাল সিবিআই। শ্যামল দেব নামে ওই ঠিকাদারকে রবিবার ভোরে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে সিবিআইয়ের কর্তারা। আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ি এলাকার দক্ষিণ চেচাখাতা এলাকার বাসিন্দা ওই ঠিকাদার। শনিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে এদিন ভোর পর্যন্ত ওই তল্লাশি অভিযান চলেছে। ঠিকাদারের বাড়ি এবং তার ক্যাম্প অফিসেও অভিযান চালায়। কেন সিবিআই রেলের ওই ঠিকাদারকে আটক করেছে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, স্থানীয় থানাকে খবর না দিয়েই সিবিআই-এর একটি টিম শনিবার রাতে হানা দিয়েছিল। জংশন এলাকায় রেলের এক ঠিকাদারের বাড়িতে কেন ওই হানা তা জানা নেই।

ধৃত ৪ বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্ত থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার হল চার বাংলাদেশি। রবিবার সকালে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির ডাঙ্গারহাটে চার বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম, সায়েদ আলি (৪৫), মহম্মদ নাসির(১৭), মহম্মদ সেলিম (১৬) ও রেজিনা বেগম (১৩)। ধৃতরা দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের খোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় ওই চার বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ।

সাসপেন্ড হলেন প্রধান শিক্ষক ও এসআই

চালে মরা টিকটিকি এবং ইঁদুর উদ্ধারের কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ১৫ জানুয়ারি ঃ মিড ডে মিলের মজুদ করা চালে মরা টিকটিকি এবং ইঁদুর উদ্ধারের ঘটনায় স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুলকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের। চাকরি থেকে রিমুভ করার নির্দেশ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী এডুকেশন সুপারভাইজার স্বপ্না সরকারকে। ঘটনাটি মালদার চাঁচলের শাউরগাছি বিদ্যানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। উল্লেখ্য, বুধবার মালদার চাঁচলের বিদ্যানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের মজুদ করা চালে উদ্ধার হয় মরা টিকটিকি এবং ইঁদুর। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রধান শিক্ষককে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভিভাবকরা। এই ঘটনায় বিডিওর নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। প্রাথমিক তদন্তে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, বিদ্যানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার সাহা রায় এবং খরবা দুই নম্বর সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুল আব্দুল হানিফকে সাসপেন্ড এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মী স্বপ্না সরকারকে চাকরি থেকে ডিসমিস করার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে সুপারিশ করেন মালদার জেলাশাসক। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে দু'জনকে সাসপেন্ড এবং একজনকে চাকরি থেকে ডিসমিস করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। শনিবার রাত্রে এই নির্দেশ আসার পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বিদ্যানন্দপুর প্রাথমিক স্কুলের অভিভাবক আকবর আলী জানিয়েছেন, প্রশাসন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ আরও দু'জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের আরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের মিড ডে মিলে মরা ইঁদুর ও টিকটিকি উদ্ধারের ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সহ তিনজনকে বরখাস্তের ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। মালদা উত্তরের বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রতন দাস অভিযোগ করে বলেন, চুনোপটিদের পাশাপাশি রাঘব বোয়ালদের ধরতে হবে। শিশুদের খাবারের মিড ডে মিলের গুণগত মান নিয়ে সরব হয়েছেন আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতাও। শিশুদের মিড ডে মিল নিয়ে কেনো ছেলেখেলা, আমরা কোনভাবে এটা বরদাস্ত করব না। এই ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন, অভিযোগ প্রমাণিত হবার পরেই ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। এখানে রাঘব বোয়াল আড়ালের কিছু ব্যাপার নেই।

ক্ষমতায় থেকেও নেননি সরকারি প্রকল্পের বাড়ি

এখনও হাটে সব্জি বিক্রি করে জীবন চালান গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাজজুড়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আবাস নিতে হতাশ আম জনতা। স্বজনপোষনের রাজনীতিতে সরগরম রাজনৈতিক ময়দান। আর অন্যদিকে ক্ষমতায় থেকেও সরকারি প্রকল্পের বাড়ি নেননি। আগের মত এখনও সব্জি বিক্রি জীবিকা নির্বাহ করেন গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি স্বপনকুমার দাস। দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করেননি। আর তাই ক্ষমতা পাওয়ার পরও নিজের পেশা ছাড়তে পারেননি। রুজির তাগিদে এখনও গ্রামেগঞ্জের হাটে বাজারে সব্জি বিক্রি করে চলেছেন। শীত কিম্বা বর্ষা, ভোর চার'টায় বাজারে আড়তে গিয়ে সব্জি কেনা রোজনামচা। এখনও সব্জি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এমনই এক জীবন-জীবিকা সংগ্রামী ব্যাতিক্রমি ব্যাক্তিত্ব গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি স্বপন কুমার দাস। তাঁর জীবনধারা এখনও বামপন্থী চিন্তাধারার নজিরবহন করে। দ্রারিদ্রতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। স্বপন কুমার দাস। গলসী-১ নং ব্লকের বোলপুর গ্রামের বাসিন্দা। গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। সংস্কৃতি মনস্ক। সংস্কৃতি জগৎ থেকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ছাত্রজীবন থেকে গান চর্চার ওপর ঝোঁক বেশী। পড়াশোনার পাশাপাশি গান গাইতেন। নিজে গান লিখতেন, নিজেই সুর দিয়ে গাইতেন। আর ওই শ্রুতিমধুর পল্লিগীতি গানই তৎকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নব্বইয়ের দশকের গোড়াতে গান চর্চা থেকে রাজনীতির আঙিনায় স্বপনবাবুর হাতেখড়ি। সেখান থেকে সিপিএম পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। সদস্যপদ নেওয়ার পর ২০০৩ সালে প্রথম নির্বাচনে প্রার্থী করেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। প্রথমেই গলসী-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী। জয়ীও হয়। প্রথমে শুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা সহ ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ। সাইকেলে করে সব্জি ফেরি থেকে এরকম একটা চেয়ারে বসতে হবে ভাবতে পারেননি তিনি। সাইকেলে চড়া ছেলেটাকে সরকারি ট্যাক্সি বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে। গ্রামের হাটে সব্জি বিক্রি করা ছেলেটোকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির চেয়ারে বসছে। সাধারন মানুষই কিভাবে নেবে, সেটাও নিজের কাছে বড় প্রশ্ন ছিল তাঁর। তখনকার অনুভূতি প্রসঙ্গে স্বপনবাবু বলেন, মনের মধ্যে দ্বুতা ছিল, সততার সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব। জনসেবা করার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছিল। শুরুতে ওইরকম একটা চেয়ারে বসে ইতস্তত বোধ হচ্ছিল। পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি বলেন, গরিব পরিবার থেকে উঠে এসেছি। তাই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাটাকে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। প্রচুর মানুষকে বার্ধক্যভাতা দিয়েছি। আইসিডিএস সেন্টার তৈরী করেছি। রাস্তা নির্মাণ করেছি। কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ। নির্মল ভারত গড়তে তৎকালীন রাত জেগে গ্রামে প্রচার করতাম। গানও লিখেছিলাম। সেই সময়ে তৎকালীন বর্ধমান জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মাঠেঘাটে মলত্যাগ নিষেধ করতাম। সচেতন করতাম। বাড়ি বাড়ি শৌচাগার করা হয়েছিল। তারজন্য পঞ্চায়েত, ব্লককে নির্মল ভারত পুরস্কার, সম্মান এনে দিতে পেরেছিলাম। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বঞ্চনা ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, সত্যি বলতে, আমি ক্ষমতায় থেকেও নিজের জন্য একটা ঘর নিতে পারিনি। গরিব মানুষের জন্য চিন্তা করতাম। বাবা তৈরী করে গেছেন, মাটির গাঁথনির দেওয়ালের বাড়ি। সেটাই আজও সম্বল। ওই বাড়িতে তিন ভাই একসঙ্গে থাকি। আজ দুর্নীতি দেখে অবাক হই। এক'শ দিনের কাজের দুর্নীতি ভাবতে অবাক লাগে। গরিব মানুষের টাকা কিভাবে নয়ছয় করছে। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়। তাতে যথেষ্ট প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয় স্বপনবাবুকে। সেই প্রতিকূলতাকে কিভাবে সামলেছেন, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০০৩-২০০৮ সভাপতি ছিলাম। তারপর পুনরায় নিজের পেশা সব্জি বিক্রি শুরু করি। বুদবুদ, পারাজ, রামগোপালপুর সহ বিভিন্ন হাটে সব্জি বিক্রি করে আগের মতই জীবনযাপন করি। ভোরে বুদবুদ বাজারে আড়তে থেকে সব্জি কিনে সাইকেলে করে আশপাশের গ্রামের হাটে বিক্রি করতাম। এখনও সেটাই করছি। তবে এখন আড়তে থেকে টোটোতে করে সব্জি নিয়ে আসা হয়। কখনই বিলাসিতা পছন্দ করতাম না। সাদামাটা জীবনযাপন করতাম। তিনি বলেন, ২০১১ সালের পর বেঁচে থাকা কঠিন ছিল। মুহুর্মুহু হুমকি ঘারছাড়তে বাধ্য করে। রুজির তাগিদে কলকাতায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজে যোগ দিয়েছিলাম। লকডাউনে সেই কাজ খুইয়ে আবারও গ্রামে ফেরা। তারপর আবারও আগের মত সব্জি বিক্রি শুরু করি। সৎ পথে রোজগার করতে ভালোবাসি। এখন রাজনীতি করার প্রশ্নের জবাবে স্বপনবাবু বলেন, না, রাজনীতি করার ইচ্ছা নেই। হিংসা আর হানাহানির রাজনীতিতে আতঙ্কিত। এখনকার রাজনীতিতে সৌহার্দপূর্ন সম্পর্ক নেই। গ্রামে পাড়ায় মানুষের সঙ্গে এখন কথা বলতে ভয় হয়। স্কুলের সহপাঠিদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় হয়। রাজ্যে বিজেপির উত্থান হয়েছে। অনেকে বামফ্রন্ট থেকে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সে চিন্তাভাবনা নেই। বামপন্থার সঙ্গে ভালোবাসি। সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। ক্ষমতায় থেকে সর্বদা প্রার্থনা করতাম, সৎ রাখো। চারিত্রিক অধঃপতন যেন না হয়। তাই পাঁচ বছরে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলাম। কষ্ট ছিল, পরিশ্রম করে ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষিত করব। সংস্কার দেবো। অভাব-অনটনের মধ্যেও ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় তৈরী করতে পেরেছি। আগামী প্রজন্মের রাজনীতির প্রেক্ষাপট কেমন হওয়া উচিত? সেই প্রশ্নের জবাবে স্বপনবাবু বলেন, দুর্নীতি মুক্ত সরকার। হিংসামুক্ত রাজনীতি। সৌহার্দপূর্ন সম্পর্ক ফিরে আসুক।

বিধায়ককে আটকাতে রাস্তায় বাঁশ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ দিদির দূতেদের সম্পর্কে বার বার গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিচ্ছেন বিরোধীরা। এদিকে গ্রামে গেলেই বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন দিদির দূতেরা। নেতা-মন্ত্রীরা কার্যত এলাকা ছেড়ে পিঠটান দিয়ে বাঁচছেন কোনওরকমে। সেই পরিস্থিতিতে এবার দিদির দূত হিসাবে সিউড়ির তৃণমূল বিধায়ক গ্রামে আসছেন এই খবর সামনে আসতেই বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে দেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে এমনটাই খবর। সূত্রের খবর, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এদিন চিনপাই পঞ্চায়েত এলাকায় যান। এলেমা গ্রামে তাঁর কর্মসূচি ছিল। এদিকে তিনি আসার খবর চাউর হতেই গ্রামে ঢোকার রাস্তা বাঁশ, কাঠের গুড়ি ফেলে আটকে দেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের সাফ কথা গ্রামে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে বলে বার বার বলেছিলেন বিধায়ক। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। সেকারণেই বাঁশ দিয়ে বিধায়কের যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। এদিকে এরপর বিধায়ক এলাকায় এলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান বিধায়ক। নানাভাবে তিনি বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা একেবারেই শান্ত হননি। উলটে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তে থাকে। গ্রামবাসীরা একেবারে ঘিরে ধরেন তাঁকে। তাঁদের অভিযোগ এলাকায় দেখা যায় না তাঁকে। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামে বিধায়ককে ঢুকতে দেওয়া হবে না। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বিধায়ক জানিয়েছিলেন গ্রামে জল দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের জল দেওয়া হয়নি। আমাদের প্রশ্ন, কেন এখনও জল পেলাম না। সেই জবাব বিধায়ককে দিতে হবে। সেকারণে রাস্তায় বাঁশ ফেলেছি। অপর এক মহিলা লায়লা বিবি বলেন, আমাদের মাটির বাড়ি। খুব কষ্ট করে থাকি। কিন্তু আবাস প্রকল্পে নাম থাকা সত্ত্বেও কেন তালিকা থেকে আমাদের নাম কাটা হল। সেই প্রশ্নটাই আমরা বিধায়ককে জানাতে চাই। আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে। যাদের পাকা বাড়ি আছে তাদের নাম তালিকায় রয়েছে। আমাদের নাম দেওয়া হয়নি। আমাদের গ্রামে জলের সংযোগ নেই। সেটাও দিতে হবে। এদিকে এদিন বিধায়ক আসার পরেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। সমস্যা মেটানোর জন্য বিধায়ক ফের আশ্বাস দেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি, এমন শুকনো আশ্বাস বহুবার পেয়েছি। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। গ্রামের গরিব মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ এনিয়ে কোনও হেলদোল নেই বিধায়কের।

মকর সংক্রান্তির অন্যতম সংস্কৃতি পিঠে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার সনাতনী সংস্কৃতির অন্যতম একটি পার্বন পৌষ সংক্রান্তি। যা আজ সময়ের তালে পরে ফাস্ট ফুড-এর দাপাদাপিতে একপ্রকার চাপা পড়ে যাওয়ার জোগাড়। তবে আজও কিছু মানুষ যুগ যুগান্তর থেকে চলে আসা এই সংক্রান্তির রীতিনীতি অনুসরণ করে চলেছেন, শুধু তাই নয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পূর্ব পুরুষদের এই প্রথাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের একজন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া দক্ষিণ নাজিরপাড়া গ্রামের গৃহবধূ শেফালী রায়। রবিবার কাকভোরে প্রথা অনুযায়ী ঘরে আলপনা এঁকে বাস্তু ভিটে পরিষ্কার করে সংক্রান্তির স্নান সেরে বসেছেন পিঠে-পুলি তৈরির ঘরোয়া আয়োজনে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর সামনেই বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি ঃ দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। রবিবার মকর সংক্রান্তির দিন কোচবিহার ১ নং ব্লকের চিলকির হাট এলাকায় দিদির দূত কর্মসূচিতে গেলে তার সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসী। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে টাকা দিতে হয়েছে তারপরেও মেলেনি জব কার্ড। চিলকির হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একমুখা এলাকায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ যখন কর্মসূচি পালন করছিলেন সেই সময় গ্রামের কয়েকজন মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ারা বেগম জব কার্ডের জন্য তাদের কাছে টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। এমন কি টাকা দেওয়ার পরেও তারা এখনো তারা জব কার্ড পাননি। ঘটনা কে কেন্দ্র করে কিছুটা হলেও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। বারংবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে এই কর্মসূচিতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বকে। এবার বাদ রইলেন না উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও অভিযোগের পাওয়ার পরেই মন্ত্রী পঞ্চায়েত আনোয়ারা বেগমের স্বামীকে পাশে পেয়ে বলেন তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তিনি টাকা নিয়েছেন কিনা, যদি নিয়ে থাকেন তাহলে টাকা ফেরত দেওয়ার নিদান দেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল সামাদকে বলেন, টাকা ফেরত না দিলে আমাকে ফোন করবি। বারবার যে অভিযোগে বিধ্বস্ত শাসক দল রবিবার সেই দুর্নীতির খবর আরও একবার প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসক নেতৃত্ব। রবিবার চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সারাদিন ধরে বারংবার গ্রামবাসীরা রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা জানান। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, বিষয়টা শুনেছি তবে যাচাই করে দেখতে হবে কতটা সঠিক রয়েছে। যদি কেউ টাকা নিয়ে থাকে তাহলে তাকে টাকা ফেরত দিতে হবে, নয়তো জেলে যেতে হবে। অন্যান্য সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, ১০০ কাজ হয়নি বলেই আমরা এসেছি যাতে যতটুকু বাকি ততটুকু তাড়াতাড়ি করে দেওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, সাধারণত মহিলা পঞ্চায়েত থাকলে তার স্বামী পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দেখেন। তাই অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যে এর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে কিনা। যদিও এই কথা অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ারা বেগমের স্বামী। তিনি বলেন মিথ্যে কথা বলছে। আসলে উনি যেই জমিতে এখন বাড়ি করে আছেন সেটাও আমার জমি। যদিও এরপরেই তাকে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বারণ করেন অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা। একপ্রকার দুর্নীতির কথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ স্বীকার করার পাশাপাশি গ্রামে মহিলা পঞ্চায়েতদের স্বামীরাই যে সর্বেসর্বা সে কথাও তিনি স্বীকার করে নেন। এই বিষয়কে কটাক্ষ করেছেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়। সুকুমার রায় বলেন, গ্রামবাসীর একদম সত্যি কথা বলেছে। যাদের জব কার্ড পাওয়ার কথা তারা পাননি। তৃণমূলের হার্মাদ ও আত্মীয়-স্বজনরা পেয়েছে। সেই জন্য দিদির দূতরা আসলে ভূত। তাই তারা যত গ্রামে যাবেন তত বাধাপ্রাপ্ত হবেন। যদি দিদির দূত হতো তাহলে মানুষ সহ্য করতে পারত কিন্তু যেহেতু ভূত তাই মানুষ সহ্য করতে পারছে না। তাই তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আবাস যোজনার ঘর থেকে জব কার্ড সর্বত্র দুর্নীতি প্রসঙ্গে বারবার খবরের শিরোনামে শাসকদলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের নাম এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। এখানে অবস্থায় রবিবারের এই ঘটনা একপ্রকার সেই অভিযোগকেই মান্যতা দিল বলেই মত সাধারণ মানুষের। ফলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে শাসক দল।

নেতা খুনের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃপুরুলিয়ায় ডিওয়াইএফআই নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলে রবিবার সকালে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর ব্রীজ মোড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-চাঁচল গামী ৮১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালেন ডিওয়াইএফআই হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির সদস্যরা। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও ২ নং ব্লকের ডিওয়াইএফআই সম্পাদক প্রবীন দাস ও নৃপেন মহালদার, সভাপতি ফিরোজ আলম ও আসমাউল হক, ছাত্র নেতা রঞ্জিম আলি ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের ডিওয়াইএফআই লোকাল কমিটির সদস্য মহম্মদ এহিয়া ও ইরফান আলি সহ স্থানীয়রা। জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় দলীয় বৈঠক সেরে বাড়ি ফিরছিলেন পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানা এলাকার মাকাপোলি গ্রামের এরিয়া কমিটির সদস্য কৃষ্ণপদ টুডু। অভিযোগ, মাকাপোলি মোড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মোট ৩টি গুলি লাগে তাঁর কাঁধে ও হাতে। রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণপদ বাবুকে উদ্ধার করে প্রথমে বান্দোয়ান হাসপাতালে নিয়ে যায় সিপিএম কর্মীরা। পরে সেখান থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনায় জড়িত ৩ জনকে গ্রেফতার করে বান্দোয়ান থানার পুলিশ। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ডিওয়াইএফআই সম্পাদক প্রবীন দাস জানান, কৃষ্ণপদবাবু দলের অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী। সম্প্রতি এলাকায় সিপিএম তৎপরতা বাড়িয়েছিল। এতেই এলাকার তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সহ্য করতে পারেননি। তার জেরেই শুক্রবার তাঁর উপরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় প্রাণ নেওয়ার জন্য।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল রেল কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার সকালে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক রেল কর্মীর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বেলাকোবা-আমবাড়ি রেল স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায়। মৃত রেলকর্মীর নাম বিন্দেশ্বর শা(৫৮), তিনি রেলের কি ম্যানের পোস্টে কর্মরত ছিলেন। ঘন কুয়াশার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান আরপিএফের। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানাগেছে, এদিন ভোর সাড়ে ৫ টা নাগাদ রেলকর্মী বিন্দেশ্বর শা বেলাকোবা-আমবাড়ি রেল স্টেশনের কাছে তালমা নদীর ব্রিজ সংলগ্ন রেল লাইনে কাজ করছিলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল বেলাকোবা। সে সময় আসামগামী মালগাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রান হারান বিন্দেশ্বর। মালগাড়ির চালক বেলাকোবা স্টেশন মাস্টারকে বিষয়টি জানায়। এরপরই রেলকর্মীরা গিয়ে দেখেন বিন্দেশ্বরের ক্ষতবিক্ষত দেহ। অনুমান করা হচ্ছে ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেন দেখতে না পাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। বেলাকোবার আরপিএফ আধিকারিক রাজিন্দার বৈঠা জানান, মৃতের বাড়ি বিহারের বেগুসরাইতে। বেলাকোবায় স্ত্রীকে নিয়ে রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। এদিক ভোর ৫ টায় কাজে যোগ দেন। আর তারপরই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে।

যোগ্যদের চাকরি প্রদান করার দাবী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, সকলের জন্য শিক্ষা, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ সহ একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়িতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বৈঠক। বৈঠকে জেলা কমিটির সদস্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য্য। বৈঠক শেষে রাজ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি মিছিল আয়োজন করা হয়। মিছিলটি শহরে হিলকার্ট রোড প্রদক্ষিণ করে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখা পরিচালিত অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র ও গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্পের ১৬০ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবদ্বীপ পৌরসভার প্রাচীন মায়াপুর এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন নবদ্বীপ উদয়ন সংঘ ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হল শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্কুলের শিশু এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকালে নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা ও রামকৃষ্ণ মিশনের পতাকা উত্তোলন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এলাকার মানুষ মাঠের পাশ থেকে বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলায় উৎসাহ দিতে থাকেন। পরিশেষে বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী।

ঠাণ্ডার কারনে মধু চাষে ব্যাপক সঙ্কট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ মালদা জেলায় প্রবল ঠাণ্ডার কারণে মধু চাষ করতে গিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন চাষীরা। কনকনে ঠাণ্ডার কারণে বাক্স থেকে বের হচ্ছে না মৌমাছির দল। কৃত্রিম উপায়ে মধু উৎপাদন করতে গিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরাতন মালদার ব্লকের বিভিন্ন এলাকার মধু চাষীদের। মৌমাছির খাদ্য হিসাবেই বাড়তি দাম দিয়ে চিনি কিনে বাক্স গুলিতে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করছেন চাষিরা। এরকম ঠাণ্ডা চলতে থাকলে মধু চাষে ব্যাপক ঘাটতি দেখা যাবে এবছর বলেও আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের চাষীরা। মধু চাষীদের বক্তব্য, কাঠের বাক্স থেকে মৌমাছির দল আশেপাশের সর্ষের ক্ষেত, আমগাছ সহ বিভিন্ন বাগান থেকে ফুলের রস সংগ্রহ করে মূলত বাক্সে ফিরে এসে মধুর চাক তৈরি করে। কিন্তু প্রবল ঠাণ্ডার কারণে মৌমাছির দল কাঠের বাক্স ছেড়ে বের হচ্ছে না। বিকল্প খাদ্য হিসাবে বাক্সগুলিতে কেজি কেজি চিনি দিয়ে সমস্যা মেটাতে হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি হবে, লাভের পরিমাণ কমে যাবে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর, মুচিয়া, যাত্রাডাঙ্গা, মহিষবাথানি, মঙ্গলবাড়ী, ভাবুক সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিপুল পরিমাণে মধু চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন এলাকার আমবাগানগুলিতে মধুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথক কাঠের বাক্স রেখে মৌমাছি পালন করেন চাষিরা। এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই মৌমাছির দল বাক্সের মধ্যেই থাকা প্রতিটি চাকে মধু রস তৈরি করে। যা এক মাসের মধ্যেই উৎপাদন হয়ে যায়। পরবর্তীতে চাষিরা, সেই বাক্স খুলে সরাসরি মধুর চাকগুলি কেটে নেন। পরবর্তীতে সেগুলি পরিশ্রুত করে বিভিন্ন কোম্পানিগুলিকে সরবরাহ করে থাকেন। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকার মধু চাষী মনসুর আলী, শাহজাহান রহমানদের বক্তব্য, এবারের অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে মধু উৎপাদন কমে গিয়েছে। যে মধু গত বছর ২০০ থেকে ২৫০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছিল। সেই মধু এবছর ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে নেমে গিয়েছে। তাও পাইকাররা ঠিকমতো নিতে চাইছে না। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি সরাসরি চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই মধু সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এবারে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে মধুর গুণগতমান কিছুটা নেমে গিয়েছে। ফলে অনেকেই আপাতত মধু নেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এই অবস্থায় মধু উৎপাদন করা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যেই রয়েছি। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের শৈত্য প্রবাহ একটানা বেশিদিন থাকে না। আশা করছি খুব শিগগিরই ঠাণ্ডার দাপট কমে যাবে এবং চাষীরা নির্দিষ্ট মাত্রায় মধু উৎপাদন করতে পারবেন।

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
e-mail: mrgroup.dal@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305
NOTICE
This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on **Monday, the 13th day of February, 2023** at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **December 31,2022.**
Further, as per the Company Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, The trading window for dealing in the securities of the Company will be / has been closed for all directors/officers/designated employees of the Company on and from 01.01.2023 and would re-open on 48 hours after the declaration of unaudited financial results for the year ended **December 31,2022.**
By Order of the Board
For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-Nitesh Jain
(Director)
Place : Kolkata
Date : 14.01.2023
DIN-00454763

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/XIV/127/122/22-23
Name of the Work: **Development of surface drain at Kastodanga Road Bye Lane (Bottala) near Premises No. 66 etc. in Ward No. 127.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,69,481.75.** Earnest Money: **Rs. 3,400.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 (upto 11.00 a.m.).** Tender will be opened on: **27.01.2023 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details shall be available on and from **14.01.2023 (From 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No. : KMC/XIV/127/048/22-23/R
Name of the Work: **Maintenance of C.C. passage at Sarsuna Main Road, Chatterjee Para near Premises No. 119/3 and 119/3A etc. in Ward No. 127.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,08,043.37 (Including GST & CESS).** Earnest Money: **Rs. 4,200.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.01.2023 (upto 11.00 a.m.).** Tender will be opened on: **27.01.2023 (11.00 a.m.).** The bid forms and other details shall be available on and from **17.01.2023 (From 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The **Executive Engineer (Electrical), Lighting Zone-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/DB/23-24/01
Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No. 116.** Estimated Amount: **Rs. 4,92,999.18.** Earnest Money: **Rs. 9,860.00.** Period of Completion: **365 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/DB/23-24/02
Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No. 117.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,956.16.** Earnest Money: **Rs. 9,980.00.** Period of Completion: **365 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/03
Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No. 118.** Estimated Amount: **Rs. 4,95,452.47.** Earnest Money: **Rs. 9,910.00.** Period of Completion: **365 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/04
Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No. 119.** Estimated Amount: **Rs. 4,68,503.65.** Earnest Money: **Rs. 9,400.00.** Period of Completion: **365 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/05
Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting installation and other allied electrical works in Ward No. 120.** Estimated Amount: **Rs. 4,96,846.27.** Earnest Money: **Rs. 9,940.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **27.01.2023 (5.00 p.m.) [For Sl. No. 1 to 5].** The bid forms and other details shall be available on and from **18.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**
The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/263
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at Coal Dock Bustee, E.J.C. Bustee and other areas in Ward No. 79.** Estimated Amount: **Rs. 1,90,514.00.** Earnest Money: **Rs. 3,900.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **27.01.2023 (12.00 noon).** The bid forms and other details shall be available on and from **14.01.2023 (4.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
979/22-23

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

যদি আচমকা আপনার মুখ একটু বেঁকে যায়

দুরন্ত বার্তা ঃ একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে হঠাৎ কেউ লক্ষ্য করেন তার মুখ যেন একদিকে একটু বেঁকে গেছে! মনে হয় যেন জল বা খাবার গিলতে গিয়ে মুখের একদিকে আটকে আছে বা চিবাতে কষ্ট হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে এখন চোখের পাতা বন্ধ হচ্ছে না সহজে। ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, এটি একটি স্নায়ুগত সমস্যা। এর নাম বেলস পলসি। আমাদের সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভ বা ফেসিয়াল নার্ভের সমস্যার কারণে এটা হতে পারে। কোনো কারণে সমস্যা হলে স্নায়ুটি ফুলে যায় ও চাপ লেগে মুখমণ্ডলের পেশি, জিভের স্বাদ বা চোখের পাতা নড়াচড়ায় সমস্যা দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের পেছনের কারণটি জানা যায় না। জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, কান পাকা, ভাইরাস সংক্রমণের জন্য সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া মাথায় আঘাত, টিউমার, স্ট্রোক থেকে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডায়াবেটিসের রোগীদের ঝুঁকি বেশি। এই রোগ একের কাছে থেকে অন্যে সংক্রমিত হয় না। হঠাৎ করেই মুখ বেঁকে যায়, খাবার, জল, লালা গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। চোখের জল শুকিয়ে যায় ও করকর করে। অনেক সময় একদিকের কানে বেশি শোনা যায়, স্বাদ পেতে সমস্যা হয়। প্রথম ৪৮ ঘণ্টা দুর্বলতা বেশি থাকে। ৮৫ শতাংশ রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে যান। বেলস পলসিতে কিছু নিয়ম ও ব্যায়ামই মূল চিকিৎসা। চোখের যত্নে ড্রপ দিতে হবে, ঘুমানোর সময় মলম দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে। প্রতিবার খাওয়ার পর আঙুল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে ও মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিতে হবে। পেশি ঠিক করতে ব্যায়াম করতে হবে। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়া, চুইংগাম চিবানোর মতো ব্যায়াম কার্যকর।

শীতকে জব্দ করে সুস্থ থাকার সাতকাহন

দুরন্ত বার্তা ঃ শীত অনেকের কাছে উপভোগ্য হলেও অনেকের আবার দেখা দেয় বাড়তি কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই এই সময়ে দরকার বাড়তি কিছু সতর্কতা। সাধারণত শীতের সময় যেসব রোগের প্রকোপ বাড়ে তা হলো-

শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, সিওপিডি ঃ অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, সিওপিডি জাতীয় শ্বাসকষ্টের রোগ শুধু শীতকালীন রোগ নয়, তবে শীতে এসব রোগের প্রকোপ কিছুটা বেড়ে যায়। অ্যাজমা একবার হলে এর ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয় সারা জীবন। তবে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে জটিলতা বা ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে। এর থেকে রেহাই পেতে করণীয়-

-অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, সিওপিডির রোগীরা শীতে পর্যাপ্ত গরম জামাকাপড়ের বন্দোবস্ত করুন এবং সেগুলো ব্যবহার করুন।
-ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করুন, বিশেষ করে শোবার ঘরটি উষ্ণ রাখার চেষ্টা করুন।
-ট্রিগারগুলো জেনে সতর্কভাবে চলুন।
-শীতের আগেই চিকিৎসককে দেখিয়ে ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধের ডোজ সমন্বয় করে নিন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ শীতের সময় ঠাণ্ডা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে। এ ছাড়া নাক দিয়ে জল আসা বা সর্দি আসা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণগুলোও এই সময় দেখা দেয়। এসব সমস্যা ভাইরাস দ্বারাই মূলত বেশি হয়। বাঁচতে গেলে মানতে বেশ কিছু নিয়ম-

-ছোটবড় সবাইকেই শীতের সময় ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে।
-অ্যালার্জি ও ঠাণ্ডা পরিহারের চেষ্টা করতে হবে।
-শিশুদের গরম কাপড় পরিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে রাতের বেলায় তাদের গায়ের ওপর থেকে যেন কাপড় বা লেপ, কম্বল সরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
-ঠাণ্ডায় যাদের বেশি অ্যালার্জি, তাঁরা হিটিং নিতে পারেন।
-ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শে প্যারাসিটামল, অ্যান্টি-হিস্টামিনজাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

ত্বকের সমস্যা ঃ শীতের রুক্ষতা আর শুষ্কতা ত্বকে কিছু সমস্যা তৈরি করে। শীতকালে ত্বকের প্রধান সমস্যা হলো ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যাওয়া। দেখা যায়, কারো হয়তো ত্বক ছিল মসৃণ ও প্রাণবন্ত কিন্তু শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্বকই হঠাৎ হয়ে ওঠে রুক্ষ। ফলে অনেকের ত্বকে র‍্যাশ, সোরিয়াসিস কিংবা ড্রাই একজিমার সমস্যা বাড়তে পারে। এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ও আছে-

-শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে বাঁচতে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্রিম, লোশন, পেট্রোলিয়াম জেলি, গ্লিসারিন, ময়েশ্চারাইজার ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
-তবে খেয়াল রাখতে হবে, তৈলাক্ত ত্বকে অতিরিক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এতে ত্বকের সেরামগ্রন্থি থেকে নিঃসরণ বেড়ে ব্রণ ও খুশকির সমস্যা দেখা দিতে পারে।
-খাদ্যতালিকায় রাখুন উপকারী ভিটামিন 'সি', 'এ' ইত্যাদি খাবার।
-বেশিক্ষণ রোদে থাকবেন না এবং কড়া আগুনে তাপও পোহাবেন না।

বাতব্যথা ঃ আর্থ্রাইটিস বা বাতের সমস্যা শীতের সময় বেড়ে যায়। মূলত বয়স্কদেরই এই সমস্যা হয় বেশি, বিশেষ করে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, স্পন্ডাইলো আর্থ্রাইটিস, রি-অ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াসিটিস, অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগীদের শীতের সময় চলাফেরা বা মুভমেন্ট কম হয় বলে ব্যথার প্রকোপ বেড়ে যায়। রেহাই পেতে করণীয়-

-যথাসম্ভব গরম উত্তাপে থাকুন।
-সব সময় হাত ও পায়ের মোজা পরিধান করুন।
-ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত ওজন থাকলে তা কমিয়ে আনুন।
-একটানা অনেকক্ষণ বসে না থেকে যতটুকু সম্ভব ঘরেই হালকা মুভমেন্ট করুন।
-প্রয়োজনে গরম জল ব্যবহার করুন।
-চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
-গরম সেঁক দিন বা ফিজিওথেরাপি নিন।

সর্দি-কাশি ঃ শীতে কমন কোল্ড বা সর্দি-কাশি লেগেই থাকে, বিশেষ করে নাক বন্ধ হওয়া, নাক দিয়ে অনবরত জল ঝরা এবং ঘন ঘন হাঁচি আসে। হালকা জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা, দুর্বল লাগা ও ক্ষুধামান্দ্যের পাশাপাশি হালকা জ্বরের প্রাদুর্ভাবও দেখা দেয়। এর থেকে বাঁচতে এই নিয়মগুলি পালন করুন-

-প্রথম কাজ হলো ঠাণ্ডা যাতে না লাগে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা, বিশেষ করে সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে সবাইকে শীতের পোশাক বা গরম জামাকাপড় পরে থাকা উচিত।
-টয়লেট ও স্নানের সময় বেশি ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা যাবে না।
-শীতের বাতাসে প্রচুর ধুলো, কল-কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে। এ ছাড়া এখন করোনাকাল চলছে। তাই অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত।
-যাঁদের গলাব্যথা, তাঁরা এই সময় গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখতে পারেন।
-টনসিলাইটিস ও কানে ব্যথা হলে নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা নিন।
-মধু, আদা, তুলসীপাতা, কালিজিরা ইত্যাদি রোগের উপসর্গকে কমাতে সাহায্য করে।

আরও কিছু পরামর্শ ঃ বয়স্কদের নড়াচড়া, হাঁটাচলা ও কাজকর্ম অনেক কম হয়। ফলে শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি ও তাপ ধরে রাখার ক্ষমতাও কমে যায়। তাই এ সময় শরীর গরম রাখার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যেমন-

-শীতে বয়স্ক মানুষের জন্য শুধু মোটা কাপড় নয়, বরং আরামদায়ক কাপড় নির্বাচন করুন। পাকা মেঝের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে ঘরে চটি বা স্পঞ্জ পায়ে দিন। হাত ও পায়ে মোজা পরিয়ে রাখুন।
-ত্বক, ঠোঁট, হাত-পা, নখসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে বাঁচতে বিভিন্ন ক্রিমসহ প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করুন।
-চাদর, বালিশের কভার নিয়মিত পরিষ্কার করে রোদে শুকাতে দিন।
-শোবারঘরটির দিকে নজর দিন। বিছানা যেন শীতল না হয়ে যায়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন।
-রুম হিটার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। কেননা এতে চামড়ায় সমস্যা দেখা দেয়।
-স্নান বা হাত-পা ধোওয়া নানা কাজেও গরম জল ব্যবহার করতে দিন, এতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।
-শীতের সময় রাত জাগা ক্ষতিকর। তাই দ্রুত শুয়ে পড়ার অভ্যাস করান। পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন।
-জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথাসহ অন্য যেকোনো সমস্যা দেখা দিলে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

মেরুদণ্ডের ব্যথা

দুরন্ত বার্তা ঃ যে বয়সেই পিঠ ব্যথা হোক না কেনো, পুষে রাখা মস্ত বড় ভুল হবে। আগের কোনো আঘাত না থাকলেও যে এই সমস্যা হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পিঠ ব্যথার কারণ খুঁজতে গিয়ে মেরুদণ্ডের নানান গুরুতর সমস্যা বেরিয়ে আসে। তাই যে বয়সেই পিঠ ব্যথা হোক না কেনো, অবহেলা করে পুষে রাখা মস্ত বড় ভুল হবে। মেরুদণ্ড হল পুরো শরীরের ভিত্তি। নিয়মিত শরীরচর্চা আর শারীরিক নড়াচড়া সবল মেরুদণ্ডের মূলমন্ত্র। তাই সকলের উচিত দৈনিক নুন্যতম ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা। আর মেরুদণ্ডে গুরুতর কোনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে, যেগুলি হল-

অনরবত ও তীব্র ব্যথা ঃ এই ব্যথা সাধারণ পিঠ ব্যথা নয়। মেরুদণ্ডের অবস্থান যেমনই হোক না কেনো এই ব্যথার তীব্রতায় কোনো পরিবর্তন আসে না, আর তীব্রতাও আসলে অনেক হয়। মেরুদণ্ডের সাধারণ ব্যথা হয় ভোঁতা ধরনের কিন্তু এই ব্যথা হয় তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হওয়ার মতো। এই ব্যথার পেছনেই মেরুদণ্ডের বড় ধরনের সমস্যা লুকিয়ে থাকে।

পায়ে ব্যথা ও দুর্বলতা ঃ মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যার জন্য যদি কোনো স্নায়ুতে চাপ পড়ে, তবে সেটা ব্যথা কিংবা দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে পায়ে। চিকিৎসা শাস্ত্রে একে বলা হয় 'নিউরোজেনিক ক্লোডিকেইশন'। আর এর প্রধান কারণ হল 'স্পাইনাল স্টেনোসিস'। শরীরের নিচের অংশে দুর্বলতা সৃষ্টি করে এই পরিস্থিতি। বিশেষত, পায়ের পাতায়। এর বিশেষ উপসর্গ হল প্রথমে পা অবশ হয়ে যায়, সুঁচ ফুটানোর মতো অনুভূতি হয়। পরে পা ভারী মনে হয়। অনেক সময় ব্যথা শুরু হয় নিতম্বে, সেটা যায় পায়ে, সেখান থেকে পায়ের পাতায়।

কাঁপুনি ও জ্বর ঃ পিঠ ব্যথার সঙ্গে যদি শরীরে কাঁপুনি কিংবা জ্বর আসে তাহলে বুঝতে হবে মেরুদণ্ডে সমস্যা হয়েছে কিংবা হয়ত কোনো স্নায়ুতে গুরুতর সমস্যা হয়েছে। এই কাঁপুনি ও জ্বর যদি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় তবে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে।

রাতে ব্যথা ঃ রাতের বেলা গভীর ঘুম থেকে ব্যথার কারণে যদি জেগে উঠেন তবে সেটা হতে পারে মারাত্মক মেরুদণ্ডের সমস্যার ইঙ্গিত। সাধারণ পিঠ ব্যথা বা বাত থেকে হওয়া পিঠ ব্যথায় মানুষ শুতে গিয়ে কষ্ট পায়, কোনোভাবে শুয়েই যেন আরাম হয় না। তবে নানানভাবে শোবার পর একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে শুয়ে তার আরাম হয়, ঘুমাতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে শোবার সময় কোনো ব্যথা থাকে না কিন্তু পরে তীক্ষ্ণ ব্যথার কারণে ঘুম ভাঙে মাঝরাতে। এই লক্ষণের পেছনে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। দ্রুত এই সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অস্বাভাবিক ওজন কম ঃ ক্যান্সারের উপসর্গ হিসেবে এই পরিস্থিতি বেশি দেখা যায়। 'মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সার' যখন মেরুদণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে, প্রধানত তখনই রোগীর ওজন অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে যায়। তাই পিঠ ব্যথার সমস্যা থাকার সঙ্গে যদি পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরও ওজন কমতে থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মল ও মূত্র ত্যাগে নিয়ন্ত্রণ হারানো ঃ মেরুদণ্ডে গুরুতর 'ডিস্ক হার্নিয়েশন' হয়ে এমনটা হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের কোনো 'ডিস্ক' অনেকটা সরে গিয়ে যদি কয়েকটি স্নায়ুর ওপর একসঙ্গে চাপ ফেলে তখন মানুষ মল ও মূত্র ত্যাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। একইভাবে স্নায়ুর গোড়ায় চাপ পড়লেও এই সমস্যা দেখা দেবে। নিয়ন্ত্রণ দুভাবেই হারাতে পারেন রোগী-নিজের অজান্তেই মূত্রত্যাগ করে ফেলতে পারেন, আবার চেষ্টা করেও মূত্র ত্যাগে ব্যর্থ হতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার কোনো দিন পিরিয়ড হয়নি, যা কিশোরী বয়সে হয়ে থাকে। শুধু এই অস্বাভাবিক বিষয় ছাড়া আমার আর কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। ছোটবেলায় আমার পরিবার আমাকে একবার এই সমস্যার কারণে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসক কী বলেছিলেন, জানি না। তবে তারপর আর কোনো দিন আমাকে কোনো চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বড় হয়ে আমি অনেকবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে চেয়েছি, কিন্তু লজ্জা, অস্বস্তির কারণে যেতে পারিনি। এই শারীরিক সমস্যার নাম কী? এর কোনো প্রতিকার আছে কি?

উত্তর ঃ আপনার বয়স এখন কত, তা উল্লেখ করেননি। তবে ১৬ বছর বয়সের পরও যদি পিরিয়ড শুরু না হয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। জরায়ু ডিম্বাশয় ঠিক আছে কি না এবং হরমোনজনিত কোনো সমস্যা আছে কি না, দেখার পাশাপাশি, এমনকি ক্রোমোজমাল অ্যানালাইসিস পর্যন্ত করতে হতে পারে। সব সরকারি মেডিকেল কলেজে হরমোন বিভাগ আছে। কোনওরকম লজ্জা না পেয়ে আপনি দ্রুত নিকটস্থ এই ধরনের কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ১৬। চার বছর ধরে আমার দুই পায়ের আঙুল ফেটে যায়। মাঝেমধ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপালে যেমনটি হয়, এমনভাবে ফেটে যায়। কখনো আঙুলের ওপর বিচি হয় আর চুলকায়, চুলকানোর পর ফেটে জল বের হয়। ফাটা স্থানে প্রচুর ব্যথা করে। প্রথম ডান পায়ের একটা আঙুলে ছিল, পরে পায়ের সব আঙুলে ছড়িয়ে গেছে। আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ সম্ভবত আপনার একজিমা হয়েছে। তবে এটা সোরিয়াসিসও হতে পারে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে স্টেরয়েড মলম, প্রয়োজনে মুখে খাবার ওষুধ খেতে হবে। চুলকানির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন বড়ি খেতে পারেন। দোকানে গিয়ে নিজে থেকে ওষুধ কিনে খাবেন না। অনুমানের ওপর নির্ভর না করে আপনার একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ শীতকালে ঠান্ডা না গরম কোন জলে স্নান করা উচিত?

উত্তর ঃ শীত পড়লে সবার মধ্যে এই সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে স্নান করা অনেকের কাছেই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। অনেকেই গরম জলে স্নান করেন, অনেকে আবার সুস্থ থাকতে ঠান্ডা জলে স্নান করেন এই শীতেই। কোন জলে স্নান করা বেশি উপকার? খুব গরম জলে স্নান করা কিন্তু শরীরের পক্ষে মোটেও ভালো না। ত্বকের ফলিকলগুলোকে নষ্ট করে দেয়। স্নানের সময় মাথায় অতিরিক্ত গরম জলের ব্যবহার, চুলকে যেমনি ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি মস্তিস্কের ওপরেও চাপ সৃষ্টি করে। সেই কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, মাথায় ঠান্ডা জল ব্যবহার করা। অতিরিক্ত গরম জল ব্যবহার করলে মুখে ব্রণ হয়। অ্যাসিডিটির সমস্যাতেও চিকিৎসকেরা পুরোপুরি গরম জলে স্নান করতে বারণ করে থাকেন। এ ছাড়া মানসিক বিষন্নতাতেও গরম জলে স্নান করার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স পঁচিশ। আমার মূলত দাঁত ও মাড়িতে সমস্যা। দুই-এক বছর আগে থেকেই ঠান্ডা জল মুখে নিতে পারি না। শিরশির করে। মাস ছয়েক হলো শক্ত কিছু চিবাতে পারি না। শিরশির অনুভূত হয় এবং এটা বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। শক্ত ও শুকনা কোনো খাবার, যেমন টোস্ট, পেটিস ইত্যাদি খেলে মাড়ি ও তালুর চামড়া উঠে যায়। আগে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁত ব্রাশ করলেও এখন এক থেকে দুই মিনিটে ব্রাশ শেষ করি। করণীয় কী?

উত্তর ঃ মনে হচ্ছে, আপনি দীর্ঘমেয়াদি পেরিওডেন্টাইটিস (দাঁতের ধারক কলার সংক্রমন) রোগে ভুগছেন। এখান থেকে দাঁত ও হাড়ের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে কামড়ের সময় ব্যথা অনুভব হয়। অন্যদিকে মাড়ি সরে গিয়ে দাঁতের শিকড় উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াতে শিরশির করে। এই অবস্থায় দেরি না করে দ্রুত একজন দন্ত্য চিকিৎসকের পরামর্শে স্কেলিং ও মাড়ি রোগের চিকিৎসা করিয়ে নিন। খুব সাধারণ এই চিকিৎসার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ওষুধ ও মুখ পরিচর্যার সঠিক নিয়ম মেনে চললে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে দাঁতের আবরণ বেশি ক্ষয় হয়ে গেলে ফিলিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য চিকিৎসকের কাছে যান।

টেস্টোস্টেরোন হরমোন পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা ঃ শুধু যৌনক্ষমতা নয়, টেস্টোস্টেরোন হরমোনের অভাবে পুরুষের কর্মশক্তি কমে আর পেশিক্ষয় হয়। টেস্টোস্টেরোনের নাম শুনলে প্রথমেই মনে হতে পারে যৌনক্ষমতার কথা। তবে পুরুষদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ হরমোন আরও অনেক কাজের কাজী। সায়েন্টিফিক রিপোর্টস'য়ে প্রকাশিত 'ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান রিসার্চ সার্ভিস'য়ের ফ্যামিলি মেডিসিন' বিভাগের করা গবেষণার ফলাফল অনুসারে, টেস্টোস্টেরোনের স্বল্পতার কারণে পেশি ক্ষয় হয়, কর্ম ও যৌন ক্ষমতা কমে। এছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী রোগের মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও স্থূলতায় ভুগতে হতে পারে। তবে এই হরমোন কার ক্ষেত্রে কতটা কম সেটার নির্দিষ্ট কোনো মাত্রা নেই। কারণ প্রাকৃতিকভাবে একেকজনের টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা স্বাভাবিকতা একেক রকম। তাই নিজের টেস্টোস্টেরোনের স্বাভাবিক মাত্রা জানা না থাকলে আর ওপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে টেস্টোস্টেরোন পরীক্ষায় মাত্রা স্বাভাবিক দেখালেও সেটা বিশ্বাস না করার পরামর্শ দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়াল ওক'য়ের 'বিউমন্ট হাসপাতালের প্রাক্তন বরিষ্ঠ মেডিকেল অফিসার ও ইউরোলজি'র প্রধান ডা. অ্যানানিয়াস সি. ডিয়োকনো। ইনসাইডার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, যদি কোনো পুরুষকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা কী? সে হয়ত মাথা চুলকাবে, কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারবে না। কারণ ডাক্তার কখনও তাকে এই পরীক্ষার কথা বলেনি। তবে বয়স ৩০ থেকে ৩৫ মধ্যে সব পুরুষের এই হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত।

স্বাভাবিক টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বলতে যা বোঝায় ঃ বিষয় হল, এই হরমোনের স্বাভাবিক কোনো মাত্রা ঠিক করা নেই। মানুষভেদে মাত্রার তারতম্য ঘটে। আর রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানা যায়। আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্যানুসারে, সাধারণভাবে সুস্থ একজন পুরুষের টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বয়স ভেদে প্রতি ডিসিলিটারে ২৬০ থেকে ৯০০ ন্যানোগ্রাম পর্যন্ত থাকে। ২৫০ থেকে ৩০০ ন্যানোগ্রাম হলে ধরে নেওয়া হয় মাত্রা কম। তবে ডা. ডিয়োকনো এই বিষয়ে সাবধান করে বলেন, এই মাত্রা সব ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে। ধরা যাক, কারও পরীক্ষার ফলাফলে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা এসেছে ৪০০ ন্যানোগ্রাম। স্বাভাবিকভাবে এটা উচ্চ মাত্রা। তবে এই মানুষটার টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা প্রাকৃতিকভাবে যদি ৭০০ ন্যানোগ্রাম হয়ে থাকে, সেই হিসেবে হবে কম মাত্রা। তাই নিয়মিত হরমোন পরীক্ষার মাধ্যমেই আসলে জানা সম্ভব টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা ঠিক আছে কিনা। আর সেটা শুরু করা উচিত বয়স ত্রিশ থেকেই।

টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা কম হলে ঃ বয়সের কারণে এই হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে তরুণদের মাঝেও টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা কম থাকতে দেখা যায়। আর সেটার প্রভাব মানসিক ও শারীরিক দুই ক্ষেত্রেই পড়ে। যেমন-যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যায়। মাথা শূন্য লাগতে পারে। বিষন্নতা, মনমেজাজের ওঠানামা ও অবসাদে ভোগা। পেশি গঠনে সমস্যা হয়। ডা. ডিয়োকনো বলেন, যত কম টেস্টোস্টেরোন ততই বাড়বে এই ধরনের সমস্যা।

টেস্টোস্টেরোনের থেরাপিতে ঝুঁকি নেই ঃ ডা. ডিয়োকনো বলছেন, টেস্টোস্টেরোন থেরাপির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। আগে মনে করা হত, উচ্চমাত্রায় টেস্টোস্টেরোন থাকলে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। তবে বর্তমানে উল্টো ভাবা হচ্ছে। কারণ বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্যকর টেস্টোস্টেরোনের মাত্রার কারণে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমেছে। স্বল্প টেস্টোস্টেরোনের কারণে যে পেশির ক্ষয় হয়, সেখান থেকে দেখা দেয় স্থূলতা। পাশাপাশি কমে বিপাক প্রক্রিয়া। ডা. ডিয়োকনো 'সেজ জার্নালস'য়ে প্রকাশিত 'বস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের 'বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইউরোলজি' বিভাগের করা গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, চিকিৎসকের নির্দেশনায় সঠিক মাত্রায় টেস্টোস্টেরোন থেরাপির মাধ্যমে হরমোনের মাত্রা নিরাপদ মাত্রায় বাড়ানো যায়। তিনি বলেন, আর এই বিষয়ে যত গবেষণা হবে ততই মঙ্গল বয়ে আনবে।

অনিয়মিত ঘুমে হতে পারে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দিনের তিন ভাগের দু'ভাগ কাজকর্মের জন্য, বাকি একভাগ ঘুমের জন্য বরাদ্দ। ওই একভাগের উপরে নির্ভর করছে বাকি দু'ভাগ। কারণ ঘুম মস্তিষ্ক ও শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেয়। দিনে ষোলো ঘণ্টা ঠিকমতো পরিশ্রম করার জন্য আট ঘণ্টার ঘুম যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, অনিদ্রার মতো কষ্টে যারা আছেন তারা বুঝতে পারবেন। অনিদ্রা মানে ঘুম না আসা, ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে ইনসমনিয়া। আমাদের ঘুম পায়, কারণ ক্রমাগত কাজ করার ফলে আমাদের শরীরের এটিপি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট অর্থাৎ শক্তি খরচ হয়। শরীর এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য একটু সময় নেয়। এই সময়টাই হল ঘুমের সময়। তখনই শরীর এটিপি বা শক্তির পুনরুৎপাদন করে নেয়। প্রকৃতি আমাদের মস্তিষ্ক থেকে একটি রাসায়নিকের ক্ষরণ ঘটায়, যার নাম মেলাটোনিন। এই মেলাটোনিন শরীরে ঘুমের সাইকেল বা চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই মেলাটোনিন সব সময়ে তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু আলোর উপস্থিতিতে নষ্ট হয়ে যায়। তাই উজ্জ্বল আলোয় ঘুম পায় না। এখন অনেকেই দীর্ঘক্ষণ ল্যাপটপ বা মোবাইলে কাজ করেন, চোখের সামনে উজ্জ্বল আলো তাদের মেলাটোনিন নষ্ট করে ঘুমের সমস্যা তৈরি করে। ফলে অল্টার্ড স্লিপ হ্যাবিট দেখা যায়। ভোর চারটে অবধি জেগে দুপুর এগারোটা পর্যন্ত ঘুমালেন এতে করে ঘুমের সাইকেল উল্টে যায়। রাতে ঘুম না হওয়া নানা রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে, সেগুলো হল, দিনের বেলা ঘুম ঘুম ভাব কিন্তু ঘুম না আসা, সর্বক্ষণ গভীর ক্লান্তি, খারাপ মেজাজ, কাজে মন না বসা, ইত্যাদি। এ সব উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। তবে দৈনিক কতটা ঘুম প্রয়োজন, তার মাপ কিন্তু বয়স অনুযায়ী এক রকম নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মেলাটোনিন সংশ্লেষ ক্রমশ কমে আসতে থাকে। জন্মের পর এক মাস পর্যন্ত যেমন বাচ্চারা তেইশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমোয়, কারণ তখন মেলাটোনিন সংশ্লেষ সবচেয়ে বেশি। একজন স্কুলে পড়া বাচ্চার (ক্লাস এইট পর্যন্ত) দিনে ঘুম দরকার অন্তত ন'ঘণ্টা। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় পাঁচ ঘণ্টায়, কারণ মেলাটোনিন সংশ্লেষ তখন সবচেয়ে কম। যার যতটা ঘুম প্রয়োজন, তার কোটা পূরণ না হওয়াই অনিদ্রা রোগের লক্ষণ। ইনসমনিয়া দু'ধরনের। কখনও এটি হয় অ্যাকিউট বা সাময়িক। কেউ হয়তো রাস্তায় কোনও খারাপ দৃশ্য দেখেছেন বা কারও হয়তো সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে, সেই কারণ রাতে ঘুম এল না। এ ক্ষেত্রে ঘটনাটি মস্তিষ্ক নিজেই ধীরে ধীরে ভুলে যাবে, তাতেই অনিদ্রা এক সময়ে কেটে যাবে। কিন্তু কারও যদি ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা রোগ থাকে, তা হলে তার চিকিৎসা প্রয়োজন। অ্যাংজাইটি না ডিপ্রেশন, নাকি অন্য কোনও কারণ কী কারণে তার ঘুম আসছে না, সেই কারণটিকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে পারলেই অনিদ্রার সমাধান সম্ভব হয়। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, নিজে নিজে বা অন্য কারও কথা শুনে ঘুমের ওষুধ কিনে খাবেন না। ডাক্তার দেখিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রার ঘুমের ওষুধই খাওয়া উচিত। কী ভাবে সে ওষুধ ধীরে ধীরে বন্ধ হবে, সে ব্যাপারেও চিকিৎসকের মতামতই শেষ কথা। স্থায়ী অনিদ্রা রোগের বেশিরভাগ কারণই সেকেন্ডারি বা গৌণ। প্রাইমারি কারণেও স্থায়ী অনিদ্রা হতে পারে, যেমন কারও ডিভোর্স হয়েছে, কিংবা বাড়িতে কোনও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে-এর প্রভাব গিয়ে সরাসরি পড়েছে ঘুমের উপর। গৌণ কারণ হচ্ছে, অন্য কোনও রোগ, যেমন হাঁপানির কষ্ট, ক্যানসারের যন্ত্রণা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সেই রোগের চিকিৎসা করতে হবে। স্বাভাবিক ঘুমের অভ্যেস ফিরে পেতে অকারণ দুশ্চিন্তা এবং যে কোনও ধরনের নেশা থেকে দূরে থাকুন। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যেই রয়েছে পর্যাপ্ত ঘুমের চাবিকাঠি। ভালো ঘুমানোর জন্য বেশকিছু পরিবেশ অবশ্য দরকার। যার মধ্যে প্রধান হল শারিরীক ও মানসিক। তবে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা খুব কম ডোজের ঘুমের ওষুধ দিয়ে থাকেন, কিন্তু অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় না। দিনের পর দিন রাতে ঘুম না হলে হজমের সমস্যা, পেটের সমস্যা, অস্বস্তিসহ একধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে যা পরে মানসিক সমস্যায় পরিণত হয়। এর থেকে মুক্তি দিতে পারে বাইনরাল বিটস। গান শোনার মতোই এই বিটস ঘুম পাওয়ার ক্ষেত্রে যাদুর মতো কাজ করে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এটি একধরনের অডিও ইলিউশন। দু'ধরনের টোনে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে একসঙ্গে শোনা। যার একটি থাকবে এক কানে। আর অপরটি আরেক কানে। এটি একটি আলাদা বা তৃতীয় সাউন্ড তৈরি করে। যা সাধারণত কোনও রিদমিক বিট হয়। বলা হয়, এই রিদমিক বিট বা তৃতীয় সাউন্ডটি নিউরনকে নির্দেশ দেয় ইলেক্ট্রিকাল ম্যাসেজকে ট্রান্সমিট করতে আর রিদিমিক বিট টিই স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি ম্যানেজ করে। ফ্রন্টিয়ার্স অফ সাইকিয়াট্রিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, খারাপ মেজাজ ভালো করতে অডিও থেরাপির জুড়ি মেলা ভার। আর এ ক্ষেত্রে বাইনরাল বিটসকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। বাইনরাল বিটসের আওয়াজ, সাউন্ড ব্রেনের প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ও মাথাকে রিল্যাক্স করে, অ্যাংজাইটি দূর করে ঘুমোতে সাহায্য করে। পাশাপশি ব্রেনওয়েভ অ্যাক্টিভিটিকে রিল্যাক্স করে ও অ্যাংজাইটি কমায় যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে। এই থেরাপিটি থেটা ব্রেনওয়েভ (যা রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে)-এর মতো ব্রেনওয়েভে কাজ করে। এতে করে ঘুম গভীর হতে কাজ করে। অনেকেই জানে মাথা ঠাণ্ডা করতে, শরীরকে রিল্যাক্স করতে মিউজিকের গুরুত্ব রয়েছে। সম্প্রতি সায়েন্স ডিরেক্টে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, মানসিক ও শারীরিক চাপ কমাতেও মিউজিক দারুণ কাজ করে। কর্টিসল লেভেলও কমায়। এ'ক্ষেত্রে যে কোনও রিদমিক বিটসের মতোই বাইনরাল বিটসও কার্যকরী ভূমিকা নেয়। উচ্চ রক্তচাপ, শারীরিক ও মানসিক চাপ, হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে।

শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের সমস্যা যখন বাড়তে থাকে

দুরন্ত বার্তা ঃ গরমের সময় যেমন-তেমন কিন্তু শীতকাল এলেই দাঁতের অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ ঠাণ্ডা জল পেলেই দাঁতে শিরশির করে। অনেকেই দাঁত ব্যথায় ভুগে থাকেন। নিম্ন তাপমাত্রা ও বাতাসে দাঁত সংবেদনশীল হতে পারে। তা ছাড়া দাঁতের বিভিন্ন সমস্যায় এতে সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ফলে দাঁত শিরশির করা ও ব্যথার কারণ হতে পারে। দাঁতের ব্যথা দূর ও শিরশির কমাতে আপনাকে যা করতে হবে-

দাঁতে পুরনো ফিলিং থাকলে ঃ দাঁতে কোন পুরনো ফিলিং থাকলে সেটির কিছু অংশ ভেঙে গিয়ে কিংবা ফিলিংয়ের নিচ বা পাশ থেকে নতুন আরেকটি ক্যারিজ দেখা দিতে পারে, যা দাঁতব্যথা বা সংবেদনশীলতা ঘটাতে পারে। তাই এই শীতে ডেন্টিস্টকে দিয়ে দাঁতের পুরনো ফিলিংটি পরীক্ষা করিয়ে নিন।

দাঁতে কৃত্রিম মুকুট বা ক্যাপ পরানো থাকলে ঃ যাদের দাঁতে কৃত্রিম মুকুট বা ক্রাউন (ক্যাপ) আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি আলগা হয়ে দাঁতের কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়তে পারে। দাঁতে ঘটাতে পারে শিরশিরে ব্যথা। দাঁতে ক্রাউন করার সময় দাঁতের কিছু অংশ চেঁছে ছোট করে নেওয়া হয়, যা সংবেদনশীল ডেন্টিন স্তর উন্মুক্ত করে দাঁত সংবেদনশীল করে তোলে। অবশ্য দাঁতে ক্রাউন করার আগে এটির সংবেদনশীলতা প্রতিরোধ করতে রুট ক্যানাল চিকিৎসা করা হয়। তবে রুট ক্যানাল চিকিৎসা না করে ক্রাউন করা হলে এবং ওই ক্রাউন আংশিক ভেঙে গেলে বা আলগা হয়ে গেলে দাঁতের সংবেদনশীল স্তর শিরশির করার কারণ ঘটাতে পারে। এই শীতে আপনার দাঁতের ক্রাউন সংবেদনশীল মনে হলে ডেন্টাল ক্লিনিকে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

যদি ভাঙা দাঁত থাকে ঃ আপনার কোনো দাঁত আংশিক ভেঙে গেছে কিনা, তা দেখুন। যদি এমন হয়, তাহলে দাঁত শির শির অনুভূতি তৈরি করতে পারে। ডেন্টাল সার্জন দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নিন।

ডেন্টাল ক্যারিজ বা দন্তক্ষয় হলে ঃ দাঁতে কোন ক্যারিজ দেখা দিয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করিয়ে নিন। ক্যারিজের আকার ছোট হলে তা সংবেদনশীলতা ঘটাতে পারে। অবশ্য ক্যারিজের আকৃতি বড় হলে তা দাঁতের মজ্জা বা পাল্প আক্রান্ত করে তীব্র ব্যথা ঘটাতে পারে। ব্যথার এই তীব্রতা শীতে বেড়ে যেতে পারে। তাই শীতের সময় আগেভাগেই ক্যারিজের চিকিৎসা নিন। এ ছাড়াও খাবারে অম্ল ও চিনির মাত্রা কমিয়ে দিন। টক জাতীয় খাবারে রয়েছে অম্ল। মিষ্টি জাতীয় খাবারে রয়েছে চিনি। অম্ল দাঁতের এ্যানামেল নামক আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত করে দাঁতের প্রতিরোধী ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। চিনি দাঁতে তৈরি করে ডেন্টাল প্ল্যাক। সেখানে ব্যাকটেরিয়া বংশবিস্তার করে, দেখা দেয় ডেন্টাল ক্যারিজ।

মাড়িতে সমস্যা হলে ঃ অতিরিক্ত দাঁত ব্রাশ করার কারণে দাঁত থেকে মাড়ি নেমে গিয়ে 'জিঞ্জিভাল রিসেশন' ঘটাতে পারে। তখন দাঁত হয়ে পড়ে সংবেদনশীল। অতিরিক্ত দাঁত মাজার কারণে দাঁতের এ্যানামেল ক্ষয় হয়ে সংবেদনশীল হয়ে পড়তে পারে। মাড়ি রোগের কারণে মাড়ির ভেতরে ফাঁকা স্থান বা পকেট তৈরি হয়ে দাঁতের সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। মাড়ি অসুস্থ হলে দাঁতের শেকড়ের চারপাশের হাড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে দাঁতের শেকড় আলগা হয়ে গিয়ে দাঁত সংবেদনশীল হয়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে মাড়িরোগ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

অগ্নিদগ্ধ গবাদিপশু

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি ঃ বালুরঘাটে একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকটি গবাদিপশুর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে বালুরঘাট থানার অন্তর্গত চকচন্দন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গভীর রাতে চকচন্দরের বাসিন্দা প্রশান্ত ওরভের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। এ সময় বাড়ির সকল সদস্য ঘুমিয়ে ছিলেন। গরুর আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকজন জেগে ওঠে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু আগুনে ঝলসে যাওয়ায় চার থেকে পাঁচটি ছাগল, দুটি গরু মারা গেছে। এছাড়া ঘরে রাখা দুটি সাইকেল, শস্য, আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। রাস্তা খারাপ থাকায় দমকলের কোনো ইঞ্জিন গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে গ্রামবাসী অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে। স্বজনরা জানিয়েছেন, শনিবার রাতেও প্রশান্তের বাড়িতে রান্না হয়নি। যার কারণে আগুন লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। আগুন লাগার সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। আগুন লাগার খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা কিস্কু। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তিনি সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চা বানালেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ 'দিদির দূত' হয়ে 'দিদির সুরক্ষা কবজ' কর্মসূচীতে বেরিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে চা বানালেন মন্ত্রী। কর্মীদের চা খাইয়ে এরপর গ্রামে গ্রামে ঢুকে বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। রবিবার সকালে ডাবগ্রাম ১ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যান মন্ত্রী। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কিনা তা নিয়ে খোঁজখবর নেন। অনেকেই মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এদিকে কিছু জায়গায় কর্মসূচি শুরু হতেই তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। এনিয়ে মন্ত্রী জানান, রাজনীতি হচ্ছে এনিয়ে। কিছু জায়গায় বিজেপি এসব করছে।

টাঙনে মহাস্নানপর্ব

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে মহাস্নান কুম্ভ ও হিন্দু মিলন মেলার আয়োজন হল কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর টাঙন নদীতে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা বিভাগের উদ্দ্যোগে এবং কালিয়াগঞ্জ মহাস্নান কুম্ভ সমিতির পরিচালনায় এই আয়োজন হয়েছিল। কালিয়াগঞ্জ সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল রাধিকাপুরে টাঙন নদীতে এই মহাস্নান কুম্ভে। এদিন সকালে কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল পঞ্চানন মোড় থেকে ঢাকঢোল বাজিয়ে একটি র‍্যালি রাধিকাপুরে মহাস্নান কুম্ভে পৌঁছায়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রধান গৌতম সরকার।

ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইলেন নিশীথ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১৫ জানুয়ারি ঃ গত বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল কোচবিহারে হতে চলেছে সাইয়ের তত্বাবধানে স্পোর্টস হাব অর্থাৎ ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সি। দেশের যুবক কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এই ঘোষনার পর রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কারণ এই স্পোর্টস হারের জন্য প্রায় ৪০ একর জমির প্রয়োজন। বারংবার রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে যখন কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত রেলের সাথে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ক্রীড়া দপ্তরের এবং সিদ্ধান্ত হয় কোচবিহার জেলার নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হবে স্পোর্টস হাব। যদিও তা নিয়ে কটাক্ষ করেছিল শাসকদল। অবশেষে ১৫ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন ভূমি পূজনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হলো বহু কাঙ্খিত স্পোর্টস হাবের। রবিবার সাই এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সহায়তায় এই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন দেশের ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্র ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, আলিপুরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা, উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আইএফএ সচিব কল্যাণ মজুমদার সহ জেলার অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন এই ভুমি পূজন অনুষ্ঠানে। দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজকেও দেখা যায় মঞ্চে। প্রাথমিক অবস্থায় ২০০ একর জমির উপর ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সি। যদিও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সম্পন্ন হতে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। রবিবার সকাল থেকেই নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন এই এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্রীড়াও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বলেন, আগামী দিনে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তরবঙ্গের এই স্পোর্টস হাবের ফলে আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় তৈরি হবে। হকি থেকে শুরু করে অ্যাটলেটিক বিষয়ে অলিম্পিক জয়ী বিভিন্ন খেলোয়াড়রা যেমন এখানে প্রশিক্ষণ দেবেন পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কোচরাও আসবেন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিতে। তিনি আরও বলেন, খেলার একটা বড় অঙ্গ ইনজুরি তাই ইনজুরি ম্যানেজমেন্টের উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হবে বিশেষ ব্যবস্থা। প্রাথমিকভাবে তৈরি হবে ১০০ বেডের হোস্টেল, যেখানে উঠতি খেলোয়াড়েরা এসে থেকে প্রতিনিয়ত অনুশীলন করে আগামী দিনে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন। এই প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে স্পেশাল খাবারের। রাজ্য সরকারের জমি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বারংবার জমি চেয়েও জমি পাইনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রেলের জমিতে আমাদের এই স্পোর্টস হাব তৈরি করতে হচ্ছে। তিনি অনুরোধ করেন যেন খেলাধুলায় কোন রাজনীতির রং না লাগে তাই শাসকদলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজ্যের আধিকারিকদের আহ্বান জানিয়েছেন যাতে এই স্পোর্টস হাব সম্পূর্ণ করতে তারা সহযোগিতা করেন যার ফলে উপকৃত হবে প্রচুর খেলোয়াড়েরা। যদিও আজকের এই মঞ্চে শাসক দলের কোন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে রাজ্যের কোন আধিকারিকদের দেখতে পাওয়া যায়নি। এই স্পোর্টস হাবকে সামনে রেখে আগামী দিনে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের রেলওয়ে স্টেশনে পরিণত করা হোক হবে বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। তবে আগামী দিনে এই পরিকল্পনা যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয় সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হবে পাশাপাশি এই স্পোর্টস হাবকে ঘিরে বেশ কিছু অনুসারী শিল্প গড়ে উঠবে বলে মত সাধারণ মানুষের। ভার্চুয়ালি ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, ২০২৪ মধ্যেই এই সেন্টার উদ্বোধন হবে এবং সেই সময় অলিম্পিয়ানদের পাশাপাশি তিনিও উপস্থিত থাকবেন। ফলে স্বভাবতই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সি গড়ে ওঠা নিয়ে একদিকে যেমন আশায় বুক বেধেছে উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের পিছিয়ে পড়া খেলোয়াড়েরা তেমনি এই হাবকে ঘিরে কর্মসংস্থানের আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন এই এলাকার যুবক-যুবতীরা।

যুবক খুনে গ্রেফতার স্ত্রীর প্রেমিক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৫ জানুয়ারি ঃ বরাকরের যুবক খুনের ঘটনায় আগেই গ্রেফতার হয়েছিল স্ত্রী। এবার এই ঘটনায় ধৃত মহিলার প্রেমিককে গ্রেফতার করল আসানসোলের কুলটি থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম সনু রায়। গত ৯ জানুয়ারি কুলটি থানার বরাকরের ঝনকপুরা এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় রাজু রুইদাসের ক্ষতবিক্ষত দেহ। ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। মৃতের মামা অভিযোগ করেছিলেন, রাজুর স্ত্রীর সঙ্গে একই এলাকার সনু রায়ের সম্পর্ক আছে। ওই যুবকের সঙ্গে কিছুদিন আগেও সে ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিল। রাজুর দেহ উদ্ধার হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান বাড়িতে ছিল না। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে রাজুর স্ত্রী সাবিত্রীকে গ্রেফতার করে পাঁচদিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেয়। রবিবার সেই পাঁচদিনের পুলিশে হেপাজত শেষ হয়। সাবিত্রীর সঙ্গে সনুর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথাও তদন্তে উঠে আসে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই এলাকাছাড়া সনু। পুলিশ ফোন নম্বরের লোকেশন ট্র্যাক করে জানতে পারে, ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে রয়েছে সনু। ধানবাদে তাকে গ্রেফতার করতে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে ট্রেনে চেপে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। আসানসোল স্টেশন থেকে রবিবার সকালে সনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ধৃত সাবিত্রীকে ফের আসানসোল জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। পাশাপাশি, ধৃত সনুকেও আদালতে পেশ করা হয়েছে। সাবিত্রীকে পাঁচদিন এবং সনুকে সাতদিনের জন্য পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গোপালদাসপুরে শ্রী শ্রী বাবা রাখাল রাজাকে দর্শন করতে এলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস। তাকে দেখতে এবং ছবি তুলতে মানুষের মধ্যে বিশাল উৎসাহ দেখা যায়। বেলা বারোটা নাগাদ কালনা ২'নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালদাসপুর গ্রামে হাজির হন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস। বাবা রাখাল রাজাকে দর্শন করার পর মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন বিচারপতি। সারা বছর ধরে প্রতিদিন দুপুরে ভক্তদের মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়ে খাওয়ানো হয় ভোগ। এলাকার মানুষ তো বটেই, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন এই মন্দির দর্শন করতে।-নিজস্ব চিত্র।

শুরু প্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলি মেলা

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ১৫ জানুয়ারি ঃ কোভিড পরিস্থিতি কাটিয়ে এবার শুরু হল প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলির মেলা। প্রথা অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিন অজয় নদের তীরে পূণ্যস্নান সারেন পুণ্যার্থীরা। রবিবার স্নানের ঘাট সহ রাধা-বিনোদের মন্দিরে পুজো দেওয়ার ভিড় চোখে পড়ার মত। মেলায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬৮৩ সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের তীরে রাধা-বিনোদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্থানটির সঙ্গে কবি জয়দেবের নাম জড়িয়ে রয়েছে। ৪০০ বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজের মাধ্যমে বর্ণিত আছে পৌরাণিক কাহিনী সমূহ ও নানান দেবদেবীর মূর্তি। এই জয়দেব মেলা মূলত বাউল-ফকিরের মেলা হিসাবে পরিচিত। এবার কোভিড পরিস্থিতির কাটিয়ে জমজমাট প্রাচীন জয়দেব মেলা। ভোর থেকে শীত উপেক্ষা করে অজয় নদের জলে স্নান সারেন পুণ্যার্থীরা। পূণ্যস্নান সেরে রাধা-বিনোদের মন্দিরে পুজো দেওয়ার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্রীমতির তীরে গঙ্গাপূজা, স্নান মেলা, বাউল গান ও পাঁচকালী মায়ের পূজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গা পূজা, স্নান মেলা, বাউল গান ও পাঁচকালী মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হল গাজলের করকচ অঞ্চলের আহরা পাঁচকালী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে ও শ্রীমতি নদীর তীরে। শ্রীশ্রী গঙ্গা পূজা স্নান মেলা ও পাঁচকালী মায়ের পূজা কমিটির উদ্যোগে। সদস্য রমণী রায়, পরি রায়, শিবাজী ভক্ত ও হারাধন সিংহ বলেন, গাজলের আহরা, গঙ্গাস্নান মেলা, পূজা ও পাঁচকালী মায়ের অনুষ্ঠান সকলের পরিচিতি অনুষ্ঠান। এই পাঁচকালী মায়ের পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছিল কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। আমাদের মা-বাবা, ঠাকুর দাদারা এই পূজা করে আসছেন। আমাদের ধারণা প্রায় ৫০০ বছরের বেশি পুরনো এই মায়ের পূজা। এখানে পাঁচটি পাথর মাটি ভেদ করে উঠেছে এই পাঁচটি পাথরকে পাঁচ কালী হিসাবে সকল ভক্তরা পূজা করেন। দু'বছর করোনা ভাইরাসের কারণে এই অনুষ্ঠান হয়নি। এবার জাঁকজমক ভাবে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ থেকে অনুষ্ঠান শুরু হলো, চলবে নানা অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ব্যাপক উৎসবের মধ্য দিয়ে গঙ্গা পূজা স্নান, ৫ দিন ব্যাপী মেলা, বাউল গান ও পাঁচকালী মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হবে ব্যাপক উৎসবের মধ্য দিয়ে। এবার এই অনুষ্ঠান ১৯তম অনুষ্ঠান। এই পাঁচকালী মায়ের পূজা প্রায় ৫০০ বছরেরও বেশি পুরানো মায়ের পূজা। এখানে প্রথমে ডাকাত দলেরা পাঁচকালী মায়ের পূজা করত। তারপর কিছুদিন বন্ধ ছিল, তারপর শ্রীমতি নদীতে মাছ ধরতে আসা জেলেরা পাঁচকালী মায়ের পূজা শুরু করেন। তারা বহুদিন এই পূজা করেন। সেই পূজা পরবর্তীতে সার্বজনীন রূপ নেয়। এখন এলাকাবাসীদের উদ্যোগে সার্বজনীন শ্রী শ্রী গঙ্গা পূজা, স্নান, ৫ দিনব্যাপী মেলা, বাউল গান ও পাঁচকালী মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা স্নান করার জন্য হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয় এবং ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এবারও ব্যাপক উৎসবের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী বাউল গান ও মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর ভক্তরা আসেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভিন্ন রাজ্য থেকেও অনেক ভক্তরা আসেন। এই পাঁচকালী মা খুব জাগ্রত মা, যে যা মানত করেন মা তাদের মনের বাসনা পূর্ণ করেন। তাই ভক্তদের সমাগম হয় ব্যাপকভাবে।

জাতিগত বৃত্তি থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ জানুয়ারি ঃ জেলার বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে তপশিলি জাতি উপজাতি পড়ুয়ারা বঞ্চিত জাতিগত বৃত্তি থেকে। তাদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। জেলার ৮৯টি স্কুলে তপশিলি জাতি, উপজাতি পড়ুয়াদের সংখ্যা মোট ৩০২০। তাদের সিংহ ভাগ পড়ুয়া আজ জাতিগত বৃত্তি থেকে বঞ্চিত। সংবিধানপ্রদত্ত তাদের এই ন্যায্য দাবি পেতে তারা জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বিভাগীয় দফতর, কেন্দ্র সরকার, মানবাধিকার কমিশন থেকে রাষ্ট্রপতির কাছেও দরবার করেছেন। যে স্কুলগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র আছে, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা কেন্দ্রগুলির কো-অর্ডিনেটর। তারা স্কুলের কাজের চাপের মধ্যেও, বার বার বিভিন্ন বিভাগে চিঠি করেও কোনো সুরাহা পান নি। সন্তোষপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বড়শাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস ভট্টাচার্যের মতোই অন্যান্য কো-অর্ডিনেটররা জানান, ২০১৮ সালে শিক্ষা পোর্টাল চালু হওয়ার আগে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রের তপশিলি জাতি, উপজাতি পড়ুয়াদের বৃত্তি পেতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুলছুট ছাত্র যারা আঠারোর আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে, আবার পড়াশোনা শুরু করেছে। জেলা তৃণমূল বৃত্তিমূলক শিক্ষক সভাপতি সতন লেট বলেন, জেলার ৮৯টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র চলছে। সেখানে তপশিলি জাতি উপজাতি পড়ুয়াদের সংখ্যা মোট তিন হাজার কুড়ি জন। তাদের সিংহ ভাগ পড়ুয়া আজ জাতিগত বৃত্তি থেকে বঞ্চিত। তাদের কোনো আইডি নেই, থাকার কথাও নয়। ব্লক অফিস থেকে সিউড়ী এসসি, এসটি জেলা প্রশাসন আমাদের জেলা স্কুল পরিদর্শক দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। সেখানে জেলা স্কুল পরিদর্শক চন্দ্র শেখর জাউরিয়া বলেন, জাকুরিয়া সাহেব জানান, রাজ্য এই বৃত্তিমূলক পড়ুয়াদের শিক্ষা পোর্টালে যুক্ত না করলে আমাদের কিছু করার নেই। অর্থাৎ এরা সরকারি তপশিলি জাতিগত বৃত্তি পাবে না। তিনি পরামর্শ দেন, জাতিগত বৃত্তি না নিয়ে বিবেকানন্দ স্কলারশিপ নিতে। কিন্তু সবাই তো ষাট শতাংশ নাম্বার পাবে না। তাহলে কি এই দুঃস্থ বৃত্তিমূলক স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের নাগরিক নয়? এদের দোষ কোথায়? পিছিয়ে পড়া অসহায় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বনির্ভর করাই তো সরকারের লক্ষ্য। তা হলে আমলারা এই সব নিয়ে এতো ঢক্কানিনাদ করেন কেন? বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের বেতন ক্রম হলেও এবং শিক্ষক পুনঃনিয়োগ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেক কেন্দ্রের শিক্ষকরা একাধিক বিষয়ে ক্লাস নেন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে। আর প্রতিবছর যারা পাশ করে তারা কেউ বসে থাকে না। সরকারি বেসরকারি দফতরে কাজ পান। এই ছেলে-মেয়েরা সরকারের দায় নয়, সম্পদ। এদের পুষতে হয় না। সম্প্রতি কাউন্সিল আধিকারিক এই কর্মনিযুক্তির শেষ পাঁচ বছরের ডেটা চেয়েছেন। আমরা পাঠাচ্ছি। জেলা আদিবাসী সেলের সভাপতি বুদ্ধদেব হাঁসদা একইভাবে বৃত্তিমূলক তপশিলি জাতি উপজাতি পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, এটা খুবই অন্যায় হচ্ছে। আদিবাসী সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা সংবিধান না মানার সামিল। যার দায়ী থাকবেন আধিকারিকরা। জানা গেছে, এই স্টাইপেণ্ড বঞ্চিত পড়ুয়াদের সংখ্যাটাও কম নয়। কিন্তু কোনোভাবে তাদের এই সিস্টেমে আইডির জন্য যুক্ত করা যাচ্ছে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রে মূলত স্কুলছুট ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে থাকে। এই সমস্ত কেন্দ্রের পড়ুয়ারা সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক পরিবারের। যাদের নব্বই শতাংশের বেশি তপশিলি জাতি- উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

বিজেপি কাউন্সিলরকে জেরা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৫ জানুয়ারি ঃ ঠিক এক মাস পরে আসানসোল কম্বল কাণ্ডে আসানসোল পুরনিগমের ১০৫ নং ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী আচার্যকে জেরা করল আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। রবিবার সকালে এই কম্বল কাণ্ডের মামলায় আসানসোল উত্তর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল কুলটির ডিসেরগড়ে বিজেপি কাউন্সিলরের বাড়িতে আসে। পুলিশ বেরিয়ে যাওয়ার পর বিজেপি কাউন্সিলর সাংবাদিকদের সামনে এসে বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি বলেন, পুলিশ জেরার নামে আসলে বিজেপি ছেড়ে দলবদল করে তৃণমূল কংগ্রেসে আসার জন্যে চাপ দিচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দ্রাণী আচার্যের এই দাবির পরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও পুলিশ আধিকারিকরা বিজেপি কাউন্সিলরের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোন মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব ইন্দ্রাণীদেবীর দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, পুলিশ দিয়ে কাউন্সিলর টানার দরকার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজ দেখে এমনিতেই অন্য দলের কাউন্সিলররা তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে চাইছেন। জানা গেছে, রবিবার বাড়িতে এসে কম্বল কাণ্ডে জেরা করার জন্য শনিবারই বিজেপি কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী আচার্যকে আসানসোল উত্তর থানার তরফে নোটিশ দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন সকালে পুলিশ তার বাড়িতে আসে। প্রায় ঘন্টা খানেক পুলিশ তাকে জেরা করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে ঐ ঘটনা নিয়ে বেশকিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। জানতে চাওয়া হয় ঐ অনুষ্ঠানের সিডিউল জানতাম কিনা। গোটা ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত কিনা। পুলিশের প্রশ্নে আমার খুব অবাক লাগলো। যেখানে তিনজন পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন, সেটা কি পূর্ব পরিকল্পিত হয়? আমাদের মনুষ্যত্ব এখনও ঐ জায়গায় যায়নি। আসলে পুলিশ হুমকি দিতে এসেছিল, যাতে আমি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যাই। সেটা সম্ভব নয়। আগামী ১৭ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে কম্বল কাণ্ড নিয়ে মামলার শুনানি আছে। এই মামলা করেন পুরসভার বিরোধী দল বিজেপি নেত্রী চৈতালি তিওয়ারি। তিনি আদালতে জানিয়েছেন পুলিশ যে তাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা এনেছে সেটা ঠিক নয়। এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। ১৭ জানুয়ারি শুনানিতে এটা দুর্ঘটনা না অনিচ্ছাকৃত খুন তা নিয়ে প্রধানত দুই পক্ষের তথ্য পেশ হওয়ার কথা। মুলতঃ সেজন্যেই আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ এই মামলায় তথ্য সংগ্রহ করে ঐদিন হাইকোর্টে হাজির হতে চায়। এদিকে ঐ ঘটনার ঠিক একমাস পূর্ণ হওয়ার দিন গত ১৩ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করে আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছিলেন, মৃত তিনজনের পরিবার পিছু একজন করে চাকরি দেওয়া হবে বলে মেয়র বিধান উপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখনও তা দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, গত ১৩ ডিসেম্বর আসানসোল উত্তর থানার রেলপারের রামকৃষ্ণ ডাঙালে চৈতালি তিওয়ারির উদ্যোগে শিব চর্চা ও কম্বল বিতরণ করার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন। কম্বল বিলির সময়ে পদপিষ্ঠ হয়ে তিনজন মারা যান। সেই ঘটনায় আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে আটজনকে গ্রেফতার করেছে। প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি সহ দুই বিজেপি কাউন্সিলর সহ ১০ জনের নামে এফআইআর হয় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের সঙ্গে ধাক্কা স্কুটির। ঘটনায় মৃত্যু স্কুটি চালকের। জখম বাইক চালক। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গি মোড়ে। মৃতের নাম গোপাল টুডু(৮৫)। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, এদিন বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন গোপাল টুডু। সেইসময় নকশালবাড়ির ভগিলরাম জোতে রাজ্য সড়কে দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় জখম হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় জখম হয়েছেন ঘাতক বাইক চালকও। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিক্ষোভের শিক্ষার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির পোড়াঝাড় সংলগ্ন এলাকায় দিদির দূত কর্মসূচিতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার সভানেত্রী মহুয়া গোপ । রবিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ তিনি দিদির দূত কর্মসূচি শুরু করেন। সেই সময় এলাকা পরিদর্শনে বেরোলে স্থানীয়রা তাকে ঘিরে তাদের নানা অভাব-অভিযোগ জানাতে শুরু করেন। পানীয় জলসহ নিকাশি ব্যবস্থা, নালা- নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ সহ একাধিক অভিযোগ তার সামনে তুলে ধরেন এলাকাবাসী।

জামিন পেলেন সমাজকর্মী অঙ্কুর দাস

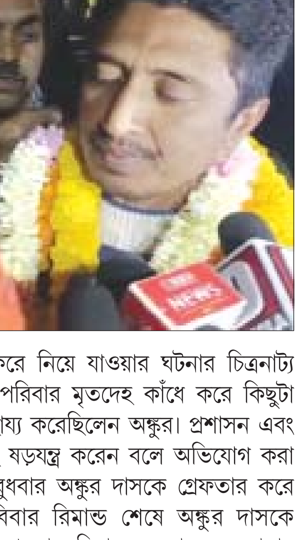

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জামিন পেলেন স্বেচ্ছাসেবক অঙ্কুর দাস। পাঁচদিনের মাথায় ফিরলেন ঘরে। গত ৫ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে শবদেহ কাঁধে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার পিছনে চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছিল সাহায্যকারী অঙ্কুর দাসের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অ্যাম্বুল্যান্স চালক সংগঠন। অভিযোগ করা হয়, মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বের করে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার চিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন অঙ্কুর। ক্রান্তির মৃতার পরিবার মৃতদেহ কাঁধে করে কিছুটা যাওয়ার পরই শববাহী গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন অঙ্কুর। প্রশাসন এবং সরকারকে বদনাম করতেই অঙ্কুর এই ষড়যন্ত্র করেন বলে অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত বুধবার অঙ্কুর দাসকে গ্রেফতার করে চারদিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রবিবার রিমান্ড শেষে অঙ্কুর দাসকে জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করে পুনরায় রিমান্ডের আবেদন জানায় পুলিশ। রিমান্ডের বিরোধিতা করার পাশাপাশি অঙ্কুর দাসের হয়ে জামিনের আবেদন জানান তার আইনজীবীরা। শেষ পর্যন্ত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক। আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী জানান, শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হয়েছে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া জেলার বাইরে যেতে পারবেন না। সপ্তাহে একদিন করে আদালতে হাজিরা দিতে হবে অঙ্কুরকে। অঙ্কুর দাসের আইনজীবী সন্দীপ দত্তর দাবি, অঙ্কুরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যে অ্যাম্বুলেন্স চালক সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে অঙ্কুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই সংগঠনের কোনও বৈধতা নেই বলেই দাবি। হাসপাতালের ভিতর কী করে তারা ব্যবসা করে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এদিকে জামিনে ছাড়া পেয়ে অঙ্কুর দাসের দাবি, সত্যের জয় হল। যারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে তাদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আবারও সরব হবেন তিনি। একই সঙ্গে তার সংগঠন সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানান তিনি।

এবার লঙ্কা গুঁড়োর নিদান তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি। সেই কর্মসূচি থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য নেত্রীদের। বিজেপি এবং সিপিএমকে একযোগে তীব্র আক্রমণ। লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়ার নিদান। জয় শ্রীরাম নিয়ে ফের বিতর্ক। পাল্টা তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচি ছিল বড়োই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা সভানেত্রী মৃণালিনী মাইতি, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুজাতা সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাস, মহিলা জেলা সদস্যা পপি চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে একের পর এক বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীদের। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মঞ্চ থেকেই বিরোধীরা গ্রামে গেলে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়ার নিদান দেন। সাথে বলেন গাছে বেঁধে রেখে রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পের নাম গুলো চণ্ডীপাঠ করে পড়াবে মানুষ। এদিকে ভোটের আগে ফের জয় শ্রীরাম নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিলেন মহিলা তৃণমূলের জেলা সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য। তিনি প্রকাশ্য সভা মঞ্চ থেকে বলেন, বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয় শ্রীরাম বলে ঠিক লক্ষীর ভান্ডার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। তাদেরকে বোঝাতে হবে রামকে নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। সাথে তিনি অভিযোগ করেন, আবাস যোজনার নাম করে বিরোধীদের পাঠানো এজেন্টরা গ্রামে গ্রামে টাকা তুলছে মানুষের কাছ থেকে। তৃণমূল নেত্রীদের একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়ে সরগম রাজনীতি। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। জনসাধারণ লঙ্কার গুঁড়া কাদের ছেটাবে সেটা তারাই ঠিক করবে। শাসক-বিরোধীর বাকযুদ্ধে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে কনকনে শীতের মাঝেই উর্ধ্বমুখী রাজনীতির পারদ। মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মৃণালিনী মাইতি বলেন, আগামী ১৮ তারিখ মালদা জেলায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আসছেন। আজ এখানে তার প্রস্তুতি সভা ছিল। রাজ্য সরকার যখনই কোন প্রকল্প বের করে বিরোধীরা চক্রান্ত করে গ্রামে গ্রামে কিছু এজেন্ট পাঠায়। তারা মানুষের কাছ থেকে অল্প অল্প করে টাকা নেয়। হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে নিয়ে সেটাই বিশাল পরিমাণ দুর্নীতি হয়ে দাঁড়ায়। হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুজাতা সাহা বলেন, এখানে হুমকির কিছু নেই। বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই তাই কুৎসা করে যাচ্ছে। মানুষ সেই জন্যই লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবে। রাজ্য সরকারের যত উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বিরোধীরা সেটা দেখতে পাচ্ছে না। তাই চণ্ডীপাঠ করে পড়াবে মানুষ। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, মানুষ লঙ্কার গুঁড়ো কাকে ছেটাবে সেটা মানুষ ঠিক করবে। প্রকল্পের টাকা দেয় কেন্দ্র সরকার। রাজ্য খেলা মেলা ছাড়া কিছু করে না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ সব জবাব দেবে। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় পঞ্চায়েতে এবার ত্রিমুখী লড়াই। বিগত পঞ্চায়েত ভোট থেকে এলাকায় ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি করেছে শাসকদল। জমি হারিয়েছে বাম এবং কংগ্রেস। কিছুটা হলেও নিজেদের জায়গা তৈরি করেছে বিজেপি। সেখান থেকে প্রত্যেকেই এবার চেষ্টা করছে এলাকায় নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির। তাই পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ তত বাড়ছে।

বন আধিকারিকদের ঘেরাও বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ হাতির তাণ্ডবে নষ্ট হল বিঘার পর বিঘা জমির ফসল। যার ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কৃষকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বনদফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চলেছে তাণ্ডব। তারপরও পদক্ষেপ না করায় আধিকারিকদের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। প্রতিবাদে রাতভর বনদফতরের আধিকারিক ও পুলিশ আধিকারিকদের গ্রামে আটকে রাখলেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা। ঘটনাটি বাঁকুড়ার বড়জোড়া রেঞ্জের রাওতড়া গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে শনিবার সন্ধে পর্যন্ত বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের বৃন্দাবনপুর বিট এলাকায় হাতির দল দেখা যায়। পরে গতকাল রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ বৃন্দাবনপুর বিট এলাকা থেকে প্রায় ২৭ টি হাতির একটি দল শালী নদী পেরিয়ে বড়জোড়া রেঞ্জের সংগ্রামপুর বিট এলাকার রাওতড়া গ্রাম লাগোয়া ফসলের জমিতে প্রবেশ করে। সেখানে বন দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই বিঘের পর বিঘে আলুর জমি নষ্ট করে হাতির দল। বনকর্মীদের টালবাহানায় ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। এই দাবি তুলে বনদফতরের আধিকারিকদের রাতভর আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় কৃষকরা। স্থানীয়দের বিক্ষোভে গ্রামেই আটকে থাকেন বড়জোড়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার-সহ বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা। রবিবার সকালে খবর পেয়ে বেলিয়াতোড় থানার বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামে গিয়ে বনদফতরের আধিকারিকদের উদ্ধার করে। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের দাবী ঋণ নিয়ে আলুর চাষ করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বারবার হাতির দলের হানায় বিপুল ক্ষতি হলেও বনদফতরের তরফে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত অসহায় স্থানীয় কৃষকরা। এবার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না মিললে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। পাশাপাশি হাতিদের নিয়ন্ত্রণ করার দাবীও জানান তারা।

Name Change

I,Adila(Old Name) D/o Ekram Hossain residing at G-35, Bangla Basti road,Po&Ps-Garden Reach-700024, WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as)Adila Hossain (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/01/2023.Adila and Adila Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Prakash Jasarasaria(Old Name) S/o Raja Ram Jasarasaria residing at 136 Jessore Road,Avani Oxford,P1 BL1 LB1 F1E Bidhannagar-700055, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Om Prakash Jasarasaria(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/01/2023.Prakash Jasarasaria and Om Prakash Jasarasaria both are same and one identical person.

Name Change

I,Dilep Kumar Mahto (Old Name) S/o Somari Mahto residing at H/L No-5, South Gowala Para Road,Bhatpara, Barrackpore-743123 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Dilip Mahto(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/01/2023.Dilep Kumar Mahto and Dilip Mahto both are same and one identical person.

Name Change

I,Dolli Saha (Old Name) W/o Gopal Saha residing at Durganagar Station road,Po-Rabindra Nagar,North 24 Parganas,Pin-700065, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Dolly Saha(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/01/2023.Dolli Saha and Dolly Saha both are same and one identical person.

ইতিহাস গড়ে বিরাট জয় ভারতের

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জানুয়ারি ঃ একদিনের আন্তর্জাতিকে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ল ভারত। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগেই কিউয়িদের গড়া নজির ভেঙে। রবিবার তিরুবনন্তপুরমে ভারত তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচটি জিতল ৩১৭ রানে। যা ওডিআই ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। সিরিজ হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর জন্য শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ছিল ৩৯১। ২০০৮ সালে আবেরডিনে আয়ারল্যান্ডকে ৪০৩ রানের টার্গেট দিয়ে নিউজিল্যান্ড ম্যাচ জিতেছিল ২৯০ রানে। সেটিই ছিল একদিনের আন্তর্জাতিকে রানের নিরিখে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। সেই নজির এদিন ভেঙে গেল তিরুবনন্তপুরমে। এর আগে ওডিআইয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়টি এসেছিল ২০০৭ সালে। পোর্ট অব স্পেনে বারমুডাকে ৪১৪ রানের টার্গেট দিয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচ মেন ইন ব্লু জিতেছিল ২৫৭ রানে। ২০০৮ সালে করাচিতে হংকংকে ৩৭৫ রানের টার্গেট দেয় ভারত। সেবার জয় এসেছিল ২৫৬ রানে। শ্রীলঙ্কার হয়ে ফিল্ডিং করার সময় বিরাট কোহলির শট বাঁচাতে গিয়ে সজোরে একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়েন জেফ্রি ভ্যান্ডারসে ও আশেন বান্দারা। তাঁদের স্ট্রেচারে করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুই ক্রিকেটার এদিন প্রথম একাদশে এসেছিলেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও দুনিথ ওয়েল্লালাগের জায়গায়। পরিবর্ত হিসেবে আসা ওয়েল্লালাগে ব্যাট করলেও বান্দারার নাম ছিল শ্রীলঙ্কার স্কোরকার্ডে। তবে তিনি ব্যাট করতে নামতে পারেননি। ভারতীয় পেসারদের দাপটে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা। প্রথম উইকেট পড়েছিল দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে, ৭ রানের মাথায়। ২২ রানে দ্বিতীয়, ৩১ রানে তৃতীয়, ৩৫ রানে চতুর্থ ও ৩৭ রানে পঞ্চম উইকেট পড়ে। ৩৯ রানে ষষ্ঠ, ৫০ রানে সপ্তম ও ৫১ রানের মাথায় পড়ে অষ্টম উইকেট। শ্রীলঙ্কা অষ্টম উইকেটটি হারায় ১৫.৪ ওভারে। ২১তম ওভারের শেষ বলে কাসুন রাজিথার বিরুদ্ধে লেগ বিফোরের জোরালো আবেদন করেন মহম্মদ সিরাজ, আউট দেন জয়রামন মদনগোপাল। রিভিউ নেন রাজিথা। দেখা যায় বল তাঁর ব্যাটে লেগেছে। ফলে পঞ্চম উইকেটটি নিতে পারেননি সিরাজ। তাঁর বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ১০ ওভার ১ মেডেন ৩২ রান ৪ উইকেট। শ্রীলঙ্কার নবম উইকেটটি তুলে নেন কুলদীপ যাদব। ১৯ বলে ৯ রান করে লাহিরু কুমারা বোল্ড হতেই নয়া ইতিহাস গড়ে ফেলে ভারত। ২২ ওভারে ৭৩ রানে শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয়। বান্দারা ব্যাট করতে নামতে না পারায় নবম উইকেটটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলায় যবনিকা পতন হয়। শ্রীলঙ্কার মাত্র তিনজন ব্যাটার দুই অঙ্কের রান পান। নুয়ানিদু ফার্নান্দো করেন ২৭ বলে ১৯, দাসুন শনাকা ২৬ বলে ১১ এবং কাসুন রাজিথা ১৯ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। মহম্মদ শামি ২টি মেডেনসহ ৬ ওভারে ২০ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। কুলদীপ যাদবের ৫ ওভারে ১টি মেডেন, তিনি ১৬ রান খরচ করে নেন ২টি উইকেট। এর আগে, টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারত তুলেছিল ৫ উইকেটে ৩৯০। বিরাট কোহলি ১১০ বলে ১৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ৯৭ বলে ১১৬ রান করেন শুভমান গিল। তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে বেশিরভাগই লো স্কোরিং ম্যাচ হয়ে থাকে। যদিও সেই ধারা এদিন আমূল বদলে দিয়ে ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৯০ রান তোলে ভারত। বিরাট কোহলি এই নিয়ে পঞ্চমবার একদিনের আন্তর্জাতিকে দেড়শোর বেশি রান করলেন। এদিন কেরিয়ারের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান করেন কিং কোহলি। ২০১২ সালে মীরপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৪৮ বলে ১৮৩ রান করেছিলেন বিরাট। সেটাই তাঁর ওডিআই কেরিয়ারের সর্বাধিক। ২০১৮ সালে কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিরাট ১৫৯ বলে ১৬০ রানে অপরাজিত ছিলেন। সেই রান টপকে আজ বিরাট করলেন ১১০ বলে অপরাজিত ১৬৬। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ১৩টি চার ও ৮টি ছয়। এদিন টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। ওপেনিং জুটিতে ১৫.২ ওভারে ওঠে ৯৫। ২টি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৪৯ বলে ৪২ রান করে আউট হন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১৩১ রান যোগ করেন শুভমান গিল ও বিরাট কোহলি। শুভমান গিল এদিন কেরিয়ারের দ্বিতীয় তথা দেশের মাটিতে প্রথম ওডিআই শতরানটি পেলেন। তিনি আউট হলে ৩৩.৪ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ২ উইকেটে ২২৬। শুভমানের ইনিংসে রয়েছে ১৪টি চার ও ২টি ছয়, তিনি ৯৭ বলে ১১৬ রান করেন। এদিন শেষ ১০ ওভারে ভারত ১১৬ রান তোলে। শেষ ৫ ওভারে আসে ৫৮ রান, তিন উইকেটের বিনিময়ে। শ্রেয়স আইয়ার ২টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে করেন ৩২ বলে ৩৮। লোকেশ রাহুল পাঁচে নেমে ৬ বলে ৭ রান করে আউট হন। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেয় ভারত। তাঁর পরিবর্তে দলে এসে সূর্যকুমার যাদব এদিন করলেন ৪ বলে ৪ রান। নেমেই স্কুপ, রিভার্স স্কুপের মতো টি ২০তে কার্যকরী শট মারতে থাকেন সূর্য। একবার জীবন পেয়েও নিজের রানকে দুই অঙ্কে নিয়ে যেতে পারেননি। সূর্য আউট হন ৪৮.৪ ওভারে, ভারতের স্কোর তখন ৫ উইকেটে ৩৭০। সেখান থেকে ভারত ৩৯০-এ পৌঁছে যায় বিরাটের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যেই। ২ বলে ২ রানে অপরাজিত থাকেন অক্ষর প্যাটেল। শ্রীলঙ্কার মনোবল অবশ্য ধাক্কা খেয়েছে বিরাট কোহলি শতরান পূর্ণ করার ঠিক আগের বলে। বিরাটের শট রুখতে গিয়ে আশেন বান্দারা ও জেফ্রি ভ্যান্ডারসের সংঘর্ষ হয় বাউন্ডারি লাইনের ধারে। বলটি চার হয়ে যাওয়ায় বিরাট পৌঁছে যান ৯৯ রানে। কিন্তু দেখা যায় দুই ক্রিকেটারই মাঠে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাঁদের স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুই ক্রিকেটার যাঁদের পরিবর্তে এসেছিলেন সেই ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও দিনুথ ওয়েল্লালাগে ফিল্ডিং করতে নামেন পরিবর্ত হিসেবে। শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে কাসুন রাজিথা ও লাহিরু কুমারা ২টি করে এবং চামিকা করুণারত্নে একটি উইকেট দখল করেন। রাজিথা ও কুমারা একটি করে মেডেন ওভার করলেও ১০ ওভারে যথাক্রমে ৮১ ও ৮৭ রান খরচ করেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় অধরা

রৌরকেল্লা, ১৫ জানুয়ারি ঃ স্পেনকে হারিয়ে চলতি বিশ্বকাপ হকি অভিযান শুরু করেছিল ভারত। তবে রবিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় এল না। দুই দলই গোলের একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছে। ফলে রৌরকেল্লার বিরসা মুন্ডা স্টেডিয়ামের এই ম্যাচ গোলশূন্যভাবে ড্র হল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে ভারত ও ইংল্যান্ড হকির ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে মোট ২১টি ম্যাচ খেলেছে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ভারত ১০টি ও ইংল্যান্ড সাতটি ম্যাচ জিতেছিল। সেই সেয়ানে সেয়ানে টক্কর এবারও দেখা গেল। প্রথম কোয়ার্টারে ভারত বা ইংল্যান্ড দুই দলের কেউই খুব একটা বড় গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। লেখা ভালো মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলতে চেয়েছে দুই দলই। সঙ্গে ছিল জমাটি রক্ষণই বেশ ভাল খেলেছে। ২১ মিনিটে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় ভারত। হার্দিক সিংয়ের ফ্লিক থেকে ভারতের পেনাল্টি কর্নার বিশেষজ্ঞ হরমনপ্রীত সিংয়ের কাছে বল এলেও, তিনি বল নিজের দখলে রাখতে পারেননি। ইংল্যান্ড রক্ষণ সহজেই বল ক্লিয়ার করে দেয়। দুই দল দুই কোয়ার্টারে গোলের দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়। ইংল্যান্ড পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও ভারতীয় রক্ষণ সেটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে, ভারত একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও হরমনপ্রীত বল দখলে আনতে পারেননি। ম্যাচের দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নারও কাজে লাগাতে পারেনি ভারতীয় দল। গত ম্যাচের গোলদাতা অমিত রোহিদাসের শট ইংলিশ রক্ষণ রুখে দেয়। এরপরে ভারতীয় দল একাধিক সুযোগ পেলেও ইংল্যান্ডের গোলকিপার ম্যাচ গোলশূন্য রাখতে সাহায্য করেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে ভারতীয় দল বিশেষত ডান দিক থেকে হার্দিক অনেকগুলি সুযোগ তৈরি করলেও, লাভের লাভ কিছুই হয়নি। প্রথমার্ধ গোলশূন্যই শেষ হল। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুটা দারুণভাবে করেছিল ভারতীয় দল। শুরুতেই দুরন্ত পাসিংয়ে স্পেনের গোলের মুখে পৌঁছে গিয়েছিলেন হার্দিকরা। তবে ইংল্যান্ড রক্ষণ ফের তা প্রতিহত করে। ভারতের পেনাল্টি কর্নার রেফারি নাকচ করলে ভিডিয়ো রেফারেল নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। যদিও আবেদন খারিজ করে দেন ভিডিয়ো রেফারি।

শচিনকে ছাপিয়ে গেলেন বিরাট কোহলি

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জানুয়ারি ঃ ফের বিরাট ঝড়। তিরুবনন্তপুরমে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি করে শচিন তেন্ডুলকরকেও ছাপিয়ে গেলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। একটি নয়, শচিনের জোড়া রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট টিমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি শতরান করার নজির গড়লেন কোহলি। বিরাটের ব্যাটে এ দিন একাধিক রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। লেখা হল নতুন ইতিহাস। কোহলি টপকে গেলেন শচিন তেন্ডুলকরকে। সেই সঙ্গে এ দিন তিনি নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি যে দিন ফর্মে থাকেন, সেই দিন বিপক্ষ বোলাররা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রবিবার তিরুবনন্তপুরমেও ঠিক তাই হল। কোহলি তাঁর কেরিয়ারের ৪৬তম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে শতরানের সঙ্গ সঙ্গে কিংবদন্তি শচিনের জোড়া রেকর্ড ভেঙে দিলেন। একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি শতরানের নিরিখে এত দিন যৌথ ভাবে শীর্ষে ছিলেন শচিন এবং কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯টি শতরান রয়েছে শচিনের। গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিজের নবম শতরান করেছিলেন কোহলি। তিরুবনন্তপুরমে ১০ নম্বর শতরান এল। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি শতরানের নজির গড়লেন কোহলি। এ ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও ওডিআই-এ কোহলি ৯টি সেঞ্চুরি করেছেন। কোহলি এবং শচিনের পর এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮টি সেঞ্চুরি করেছেন। বিরাট কোহলিও আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিকে ৮টি সেঞ্চুরি করেছেন। আর শচিনের আবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৮টি শতরানের নজির রয়েছে। অন্য আরও একটি পরিসংখ্যানে শচিনকে ছাপিয়ে গিয়েছেন কোহলি। ঘরের মাঠে শচিনের ঝুলিতে ছিল ২০টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে শতরান। ১৬৪ ম্যাচে শচিন সেই নজির গড়েছিলেন। কোহলি ঘরের মাঠে ২১তম ওয়ানডে শতরান করে ফেললেন ১০৫টি ম্যাচ খেলে। এখানেই শেষ নয়। আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে কোহলি এখন বিশ্বের সর্বাধিক রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় প্রথম পাঁচে ঢুকে পড়লেন। কোহলি টপকে গেলেন শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়বর্ধনেকে। ২৬৯ ম্যাচে তাঁর রান ১২৭৫৪। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাহেলা জয়বর্ধনের সংগ্রহ ছিল ১২৬৫০। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শচিন। তাঁর রান ১৮৪২৬। বিরাট কোহলি এ দিন ঝড়ো মেজাজে ১১০ বলে অপরাজিত ১৬৬ করেন। তাঁর এই ইনিংসটি সাজানো ১৩টি চার এবং ৮টি ছক্কা দিয়ে। তাঁর এই ইনিংসের হাত ধরেই ৫ উইকেটে ভারত ৩৯০ রানের পাহাড় সমান স্কোর করে। কোহলি ছাড়াও সেঞ্চুরি করেছেন শুভমন গিল। তাঁর সংগ্রহ ১১৬ রান।

সাজার মুখে মেসিরা

জুরিখ, ১৫ জানুয়ারি ঃ বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে অন্যতম বড় কারণও তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে বিতর্কে জড়িয়েছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। সোনার গ্লাভস নিয়ে অঙ্গভঙ্গি থেকে শুরু করে দেশে ফিরে কিলিয়ান এমবাপের পুতুল নিয়ে উল্লাস, বার বার খবরের শিরোনামে তিনি। মার্তিনেসের বিরুদ্ধে ফিফার কাছে অভিযোগ করেছে ফ্রান্স। অবশেষে সেই ঘটনায় পদক্ষেপ করল ফিফা। ফুটবলের বিশ্ব নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, ফিফার নিয়মের ১১,১২ ও ৪৪ নম্বর ধারা ভেঙেছেন মার্তিনেস। তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দোষ প্রমাণিত হয় তা হলে মার্তিনেসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই এমবাপেকে বিদ্রুপ করে চলেছেন মার্তিনেস। দেশে ফিরে বিজয় উৎসবের সময়ও মার্তিনেসের হাতে ছিল একটি পুতুল। পুতুলের মুখে এমবাপের মুখের ছবি কেটে বসিয়ে দিয়েছিলেন মার্তিনেস। তাঁর এই আচরণ অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছে ফ্রান্সের ফুটবল সংস্থার। প্রতিবাদ জানিয়ে আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থার সভাপতি ক্লদিয়ো তাপিয়াকে চিঠি দেন ফ্রান্সের ফুটবল সংস্থার সভাপতি নোয়েল লে গ্রায়েট। ফাইনালে জয়ের দিন সাজঘরে এমবাপের নাম করে কুৎসিত গান গাইতেও দেখা যায় তাঁকে। শুধু মার্তিনেস নন, ফিফার শাস্তির মুখে আর্জেন্টিনা। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে লিয়োনেল মেসিদের উপর। শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি হতে পারে মেসিদের। বিশ্বকাপ জেতার পরে উৎসব করার সময় মেসিরা স্টেডিয়ামের সম্পত্তি নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বকাপ জেতার পরে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জায়গা ভাঙচুর করেন মেসিরা।

অধিনায়কত্ব পেতে মরিয়া কোহলি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ ২০১৬-য় নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন বিরাট কোহলি। এতটাই যে শাস্ত্রীকে আসরে নেমে পরিস্থিতি শান্ত করতে হয়। শাস্ত্রী কোহলিকে বোঝান, ধোনির বিচক্ষণতার ওপর ভরসা রেখে নূন্যতম সম্মান জানানো হোক ওঁকে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে জাতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরের নতুন বইয়ে। আর শ্রীধরের প্রকাশিত বই 'কোচিং বিয়ন্ড ঃ মাই ডেজ উইথ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম'-এর সহ লেখক আর কৌশিক। এই বইয়েই তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট ধোনি-কোহলি জমানায় পরিচালিত হত। শ্রীধর তাঁর বইয়ে লিখেছেন, কোচিং গ্রুপে যে বিষয় নিয়ে কোনও আপস করা হত না তা হল সৎ থাকা। দলের মধ্যে একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যেখানে যে কোনও ক্রিকেটারের চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিষয় পড়ে ফেলা যেত। তা যতই তিক্ত বা অস্বস্তিকর হোক না কেন! এই বইয়েরই ৪২তম পাতায় 'ক্র্যাকিং দ্য কমিনিকেশন কোড' শীর্ষক চ্যাপ্টারে কোহলির নেতৃত্ব পাওয়ার উদগ্র বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। কোহলি সেই সময়েই টেস্ট দলে ধোনির কাছ থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন পেয়ে গিয়েছিলেন। তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তখনও নেতা ছিলেন ধোনি। ধোনির ডেপুটি ছিলেন কিং কোহলি। ২০১৬-য় একটা সময় ছিল যখন কোহলি ওয়ানডে, টি২০-র নেতৃত্ব পাওয়ার জন্যও মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ও এমন কিছু কথা বলেছিল যাতে ইঙ্গিত মিলেছিল ও সীমিত ওভারেও ক্যাপ্টেন হতে চায়। একদিন সন্ধ্যের সময় রবি শাস্ত্রী তাঁকে ডেকে বললেন, শোনো বিরাট, এমএস তোমার জন্য টেস্টের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ওঁকে সম্মান জানানো উচিত। সঠিক সময় এলে সীমিত ওভারের নেতৃত্বও ও তোমাকে দিয়ে দেবে। তুমি যদি ধোনিকে এখন সম্মান না জানাও, তাহলে তুমি নেতা হলে দলের কাছ থেকে সেই সম্মান ফেরত পাবে না। শ্রীধরের বক্তব্য অনুযায়ী, ধোনি যতদিন না স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব কোহলির হাতে তুলে দিচ্ছেন, ততদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন কোচ শাস্ত্রী। যাই ঘটুক না কেন, ধোনিকে সম্মান প্রদর্শন করো। তোমাকে নেতৃত্বের পিছনে ছুটতে হবে না। এটা তোমার কাছেই আসবে। বিরাটও শাস্ত্রীর এই পরামর্শ মেনে নেন। তবে কোহলিকে বেশিদিন সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্বের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। এক বছরেই মধ্যেই কোহলিকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও নেতা ঘোষণা করা হয়। এমনটাই জানিয়েছেন শ্রীধর। শাস্ত্রীকে দলের মধ্যে 'দুর্ধর্ষ যোগাযোগকারী' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে এই বইয়ে। কোনও ক্রিকেটার বাদ পড়লে তাঁকে জানানোর মত অপ্রীতিকর বিষয়টিও শাস্ত্রী নিজেই করতেন। কোনও সাপোর্ট স্টাফের মাধ্যমে নয়, অস্বস্তিকর এই বিষয়ে সংশ্লিস্ট ক্রিকেটারের সঙ্গে নিজেই কথা বলতেন শাস্ত্রী।

ব্রাত্য ঈশান কিষান

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জানুয়ারি ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই ম্যাচেও ব্রাত্যই রাখা হল ঈশান কিষানকে। সূর্যকুমার যাদব এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হলেও মাঠের বাইরে রাখা হল ঈশান কিষানকে। সিরিজের ভাগ্য ইতিমধ্যেই নির্ণয় হয়ে যাওয়া প্রথম একাদশে দুইটি পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন রোহিত শর্মা। বিশ্রাম দেওয়া হয় হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং উমরান মালিককে। সূর্যকুমার এবং ওয়াশিংটনকে সুযোগ দিলেও নিজের শেষ ওডিআই ম্যাচে দ্বি-শতরান করা ঈশান কিষানকে বসতে হয়েছে মাঠের বাইরেই। ঝাড়খণ্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানকে মাঠের বাইরে তৃতীয় ম্যাচে রাখার কারণে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এক দল ভারতীয় সমর্থক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে নিজের শেষ ম্যাচে দ্বি-শতরান করলেও ঈশান কিষানের আগে দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে দলে জায়গা দেওয়া হচ্ছে শুভমন গিলকে। প্রথম দুই ম্যাচেও মাঠের বাইরে ছিলেন ঈশান। তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ঈশান কিষান সুযোগ পাবেন এই রকম একটা আশা ছিল ভারতীয় সমর্থকদের। কিন্তু বামহাতি ব্যাটসম্যানের জায়গা হয়নি দলে। টসের সময়ে রোহিত শর্মা বলেছিলেন, আমরা ব্যাটিং করবো। পিচ দেখে ভাবছি, এর থেকে যতটা সুবিধা পাব আমরা তা নেওয়ার চেষ্টা করব। এখনও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা উন্নতি করতে পারি। হার্দিক এবং উমরানকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন এবং সূর্যকুমার দলে এসেছে। সুযোগের ব্যবহার এর আগে একাধিক বার করলেও ঈশান কিষান পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি ভারতীয় দলে। বারবার ঢোকা-বেরনোর মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়েছে। ২০০ রান করে কোনও ক্রিকেটারের মাঠের বাইরে বসে থাকাটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। শুধু সমর্থকেরাই নন, অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ একাধিক বার বিস্ময় প্রকাশ করেছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে ঈশানকে দলে না দেখে।

সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে গ্রুপ সেরা বাংলা

কোলাপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ গ্রুপের অন্যতম শক্ত প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বাংলা পৌঁছে গেল সন্তোষ ট্রফি ২০২৩-এর চূড়ান্ত পর্বে। কোলাপুরের ছত্রপতি শাহু স্টেডিয়ামে স্টিভেন ডায়াসের মহারাষ্ট্রকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বাংলা দল এবং সরাসরি মূল পর্বে পৌঁছে যায়। এই ম্যাচ ড্র করলেই বাংলা পৌঁছতে পারত চ্যাম্পিয়নশিপের রাউন্ডে কারণ মহারাষ্ট্রের সঙ্গে পয়েন্ট এক হলেও গোল পার্থক্যে তারা এগিয়ে ছিল। এই ম্যাচ শুরুর আগে বাংলা এবং মহারাষ্ট্র দুই দলেরই পয়েন্ট ছিল ১২। ম্যাচের আগের দিন বাংলার কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আমরা মহারাষ্ট্রকে হারিয়েই গ্রুপের সেরা হতে চাই। গোল পার্থক্য নিয়ে ভাবছি না, ওরা বেশ ভাল দল। তাই হালকা ভাবে নিলে ভুগতে হবে। ছেলেদের এই ব্যাপারে সতর্ক করেছি। এই ম্যাচে বাংলার দলে বেশ কিছু চোট আঘাত জনিত সমস্যা ছিল। নরহরি শ্রেষ্ঠার এমনিতেই চোট ছিল, তার উপর গোড়ালিতে গত ম্যাচে চোট পাওয়ার ফলে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন না। এর আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন সুব্রত মুর্মু। বাংলার হয়ে এই ম্যাচে দুটি গোল করেন সুরজিৎ হাঁসদা এবং দীপক কুমার রাজাক। ম্যাচের প্রথম দশ মিনিটেই বাংলার হয়ে প্রথম গোলটি করেন দীপক। ৮ মিনিটের মাথায় আসে তাঁর গোল। ৩৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন দীপক। এর আগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে অন্যান্য গ্রুপগুলি থেকে সন্তোষ ট্রফির চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গিয়েছে দিল্লি, কেরালা, গোয়া, মেঘালয়। এ বার তাদের সঙ্গেই যোগ দিল বাংলা। পাঁচ ম্যাচ মিলিয়ে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মোট ১৭ গোল করল বাংলা এবং ১টি গোল তারা হজম করেছে। শেষ ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই একমাত্র গোলটি হজম করেছে বাংলা। বাংলার ডিফেন্স দুর্ধর্ষ খেলেছে কোলাপুরে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের শেষ ম্যাচে। ডিফেন্স এবং রক্ষণের দৃঢ়তার কারণেই চারটি ম্যাচে ক্লিন শিট ধরে রাখতে পেরেছিল বাংলা দল। শেষ ম্যাচটিতেও ক্লিন শিট ধরে রাখতে পারত যদি মুহূর্তের ভুলে একটি গোল হজম না করতে হতো।

কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে রাফায়েল নাদাল

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারি ঃ সোমবার থেকে মেলবোর্ন পার্কে শুরু হচ্ছে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই এবার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখছেন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে মহিলাদের বিভাগে শীর্ষ বাছাই ইগা সোয়াইটেকও কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথে নিশ্চিতভাবেই বেশ কিছু কঠিন প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হবে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অ্যাশলে বার্টি আকস্মিক ভাবে টেনিস থেকে অবসর নেওয়ায় মহিলা বিভাগে নিশ্চিতভাবে এবার নতুন কোন চ্যাম্পিয়ন খুঁজে পাবে টেনিস বিশ্ব। ৩৬ বছর বয়সী স্প্যানিশ সুপারস্টার নাদাল গত সাত ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতেই পরাজিত হয়েছেন। এর মধ্যে এ বছর হেরেছেন দুটি ম্যাচে। ব্রিটেনের ইন-ফর্ম জ্যাক ড্রাপারের বিরুদ্ধে রড লেভার অ্যারেনাতে কোর্টে নামার আগে তাই স্বাভাবিক ভাবে কিছুটা হলেও শঙ্কায় রয়েছেন নাদাল। ২২ বারের রেকর্ড গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী ও শীর্ষ বাছাই নাদাল বলেছেন, সম্ভবত এটাই আমার কেরিয়ারে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ডে সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ। শীর্ষ বাছাই হওয়া সত্বেও ম্যাচটি আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। তরুণ, শক্তিশালী ও র‍্যাঙ্কিংয়ে খুব দ্রুত উন্নতি করা ড্রাপার দারুন এই মুহূর্তে দারুন ছন্দে রয়েছেন। ২১ বছর বয়সী ড্রাপার গত সপ্তাহে অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনালে সেমিফাইনালে খেলেছেন। নাদাল তার আইডল হলেও প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ড্রাপার বলেছেন, আমি এগিয়ে যেতে চাই ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবেই লড়াই করতে চাই। অবশ্যই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কোর্টে নামবো, এটাই আমার পরিকল্পনা। গত বছর রাশিয়ান দানিল মেদভেদেভের সাথে পাঁচ সেটের নাটকীয় লড়াইয়ের পর নাদাল জিতেছিলেন। আগামীকাল সেন্টার কোর্টে মেদভেদেভ প্রথম রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের মার্কোস জিরনের মোকাবিলা করবেন। নয়বারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ গত বছর করোনা ভ্যাকসিন জটিলতায় কোর্টে না নেমেই দেশে ফেরত গেলে শীর্ষ বাছাই ও ফেবারিট হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন নামাল। শেষ পর্যন্ত ট্রফি জিতে নাদাল ২০০৯ সালের পর প্রথমবারের মত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ট্রফি হাতে নিয়েছিলেন। সার্বিয়ার ৩৫ বছর বয়সী জকোভিচ মঙ্গলবার স্প্যানিশ রবার্তো কারবেলাস বায়েনার মোকাবিলা করবেন। এবারের আসরে শুধুমাত্র ১০ম শিরোপা কিংবা নাদালের সাথে সমান ২২তম স্লাম জয়ই নয়, বরং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান দখলও জকোভিচের মূল লক্ষ্য। গত সপ্তাহে অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনাল জয়ের পর জকোভিচ বলেছেন, আমি আমার সুযোগ কাজে লাগাতে পছন্দ করি। এবার জিতলে জকোভিচ শীর্ষস্থানে ফিরবেন। একইসাথে এই সুযোগ থাকবে নরওয়ের কাসপার রুপ ও গ্রীক স্টিফানোস সিতসিপাসের সামনে। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের তৃতীয় স্থানে থাকা রুড ফাইনালে পৌঁছালে যদি জকোভিচ কিংবা সিতসিপাসের কেউ খেতাব না জিতে তবে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করতে পারবেন। আর এদের মধ্যে কেউ যদি চ্যাম্পিান হতে না পারেন তবে ইনজুরির কারনে মেলবোর্ন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া কার্লোস আলকারাজই তার শীর্ষস্থান ধরে রাখবেন। এদিকে মহিলা বিভাগে সুস্পষ্ট ফেবারিট হিসেবেই কোর্টে নামবেন সোয়াইটেক। ২০২২ সালে এই পোলিশ আটটি ডব্লিউটিএ খেতাব জিতেছেন। ছয় বছরের মধ্যে একই মরশুমে দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সোয়াইটেক। গত বছর রোলা গাঁরো ও ইউএস ওপেন জিতেছিলেন। অবসরে যাওয়া সেরেনা উইলিয়ামস ও দুইবারের মেলবোর্ন বিজয়ী নাওমি ওসাকাও খেলতে পারছেন না। মূল ড্র'তে আগের চ্যাম্পিয়ান মাত্র দু'জন রয়েছেন, ২০২০ সালের বিজয়ী সোফিয়া কেনিন ও প্রায় একদশক আগে দ্বিতীয় খেতাব জেতা ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা। ৬৮ নম্বর খেলোয়াড় জার্মানির জুলে নিমিয়ারের বিপক্ষে আগামীকাল কোর্টে নামবেন সোয়াইটেক। গত বছর উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছেন নিমিয়ার। সম্প্রতি ইউএস ওপেনের শেষ ষোলতে খেলেছেন এই দু'জন। ম্যাচটিতে প্রথম সেটে পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছিলেন সোয়াইটেক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615